আনিতে হইবে। কিন্তু যে জিনিসটি গিয়াছে সে কি আর ফিরিয়া আসে? আমি জানি, ঠিক সেই রামায়ণ মহাভারত পুরাণ আর হইবে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাহিত্য ক্রমেই এখনকার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিতর হইতে সেই রসটি দোহন করিয়া লইবে, যে রসে সমস্ত জগৎ ও মনুষ্যলোক আবার আশ্চর্য্য এবং সুন্দর হইয়া উঠিবে। সেই শৈশবের রস,—একটি নিষ্পাপ শুভ্র সরলতার রস, অনন্ত বিস্ময়ের রস, 'জগৎমায়ের অন্তঃপুরের' মাধুর্য্যমিষ্ট রস।—বাস্তব সাহিত্যকে যে সেই রসের সমুদ্রে স্নান করিয়া আপনার সমস্ত শ্রান্তিভার দূর করিতে হইবে, তাহার সাড়া আজ জগতে নানা স্থানেই পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

মহর্ষি-জীবনের কয়েকটি বিশেষত্ব।*

মহর্ষিদেবের দীক্ষা-দিন উপলক্ষে আজ আমরা এখানে সকলে সমাগত হইয়াছি। যাঁহারা আমাদিগকে ধর্ম্ম-পথের—কল্যাণ-পথের প্রকৃত সন্ধান জানাইয়া দেন, তাঁহারা আমাদের গুরু ও নমস্য। বর্ত্তমান যুগে মহর্ষিদেবের সমুন্নত জীবনের প্রভাব আমাদের সকলের উপর যেরূপ বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহা নিতান্তই বিস্ময়জনক। অদ্যকার এই শুভদিনে মহর্ষিদেব ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহন করিয়াছিলেন। এই দিন হইতেই তিনি আপনার সমুদয় বলবীর্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং এ দিনটি যে কেবল মহর্ষিজীবনের একটি পবিত্র দিন তাহা নহে, এ দিন আমাদের সকলেরি পক্ষে স্মরণীয়।

মহর্ষি-জীবন আলোচনা করিলে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা দেখি:—

১। সত্যলাভের জন্য তাঁহার দারুণ ঔৎসুক্য। কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। প্রকৃত সত্য বুঝিবার জন্য তিনি বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি চারিজনকে বেদাধ্যয়নের জন্য বারাণসীতে প্রেরণ করিয়াছেন। অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন, ঈশ্বরের স্পর্শ এক একবার লাভ করিতেছেন, পরক্ষণেই তাঁহাকে হারাইতেছেন। এই সময়কার তাঁহার রচিত সঙ্গীত তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দিতেছে,—

"আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে
হারায়ে জীবন-শরণে কি কাজ জীবনে আমার।"

* মহর্ষিদেবের দীক্ষা দিন উপলক্ষে বিগত ৭ই পৌষ মহর্ষিদেবের বাটীর দালানের বেদী হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

ঈশ্বরের অন্বেষণে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও তিনি প্রস্তুত, তাঁহাকে তিনি না পাইলে ফিরিবেন না।

২। ধর্ম্মকে সকলের মধ্যে দিবার জন্য একান্ত চেষ্টা। পরে যখন তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিলেন, তখন সে আনন্দ তিনি একাকী ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। কিসে সকল লোক সেই আনন্দ উপভোগ করিবে, তাহার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজে প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য উপাচার্য্য প্রচারক নিয়োগ করিয়া সে আনন্দ পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থব্যয়ের ইয়ত্তা রহিল না। তিনি তাঁহার আয়ের বহুল অংশ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মজগতে তাঁহার মত মুক্তহস্ত পুরুষ নিতান্তই বিরল।

৩। তাঁহার দীনতা। তিনি ধনীর সন্তান। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার জন্য সমুদয় অভিমান এককালে বিসর্জন দিয়া জনসাধারণের সহিত তুল্যভাবে মিশিতেন এবং অপরকে উচ্চ আসন দিতেন। প্রথমে তিনি বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেন—বলিতেন "আমি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিবার অধিকারী নই। বিদ্যাবাগীশ, বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরই উহাতে উপযুক্ত অধিকার। আমি বিষয়ীর পুত্র—বিষয়ী যজমানের ন্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতগণের অধস্তন সোপানে দাঁড়াইয়া কার্য্য করাই আমার যোগ্য।" পরে অনেক দিন বিলম্বে সকলের অনুরোধে তিনি বেদীতে বসিতে আরম্ভ করেন।

৪। তাঁহার নিষ্ঠা। ব্যাখ্যান তাঁহার রসনা-বিনির্গত। এই সময়ে তিনি প্রতি বুধবার প্রাতে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বেদীর নিম্নে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। একবার বাটীতে গিয়া স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া আবার ধ্যানে বসিতেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর একবার বাটী গিয়া স্নানান্তে পট্টবাস পরিধান করিয়া আসিয়া বেদীতে বসিতেন। তাঁহার বক্তৃতা এক নূতন ধরণের ছিল। বলিতে বলিতে এক একবার তিনি থামিয়া যাইতেন, পরক্ষণেই আগ্নেয়গিরির অগ্নিধারার ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানগুলি তাঁহার মুখ হইতে সবেগে বিনির্গত হইত। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বলিতেন যে যখন আমি এ বয়সে ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া আমার এখনকার জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া দেখি, তখন আশ্চর্য্য হইয়া যাই,—বুঝিতে পারি না যে কেমন করিয়া সেই তরুণ বয়সে আমার মুখ হইতে সেই সকল উপদেশ বাহির হইয়াছিল।

৫। তাঁহার ভোগ। বিষয়রাজ্যে তাঁহার ভোগ ছিল না, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সম্ভোগ "ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান,

ব্রহ্মামৃত রস পানে।" "বিষয়ের সুখ যাহা, জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে" ইহাই তাঁহার রচিত সঙ্গীত। তিনি বলিতেন আমরা যে জেগে আছি এ জাগা নয়, এ যে মৃত্যু, এ যে অসাড়তা; আত্মার জাগাই জাগা, আত্মার স্পন্দনই প্রকৃত স্পন্দন। তাঁহার বিরচিত সঙ্গীত হইতেই তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাই—

"যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে—
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মামৃত রসপান—
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর, সেই জাগে।"

৬। তাঁহার উপাসনাপরায়ণতা। মহর্ষি পরিবার-বহুল সংসারে অবস্থান করিতেন। কত বিপ্লব কত শোকাবহ ঘটনা তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই তিনি অচল, অটল। একদিনের জন্যও তাঁহার উপাসনা ব্রত ভঙ্গ হয় নাই। তাঁহার আশ্চর্য্য নির্ভরের ভাব সন্দর্শন করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

৭। প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঈশ্বর সন্দর্শন। আমরা প্রতিদিন "যোদেবোঽগ্নৌ যোপ্সু" এই মন্ত্র পাঠ করি। ফলত তিনি যে অগ্নিতে জলেতে সর্ব্ব বস্তুতে রহিয়াছেন এ বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু মহর্ষিদেব ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য তাঁহার শক্তি তাঁহার বল সকল পদার্থের ভিতরে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেন। তিনি নৌকাযোগে পদ্মায় বিচরণ করিতেছেন। পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণে চারিদিক শুভ্র হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাইত। তিনি অনিমেষ নেত্রে সে শোভা সন্দর্শন করিতেন। সকল শোভার আকর, সকল সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ যিনি, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সত্তায় তিনি ডুবিয়া যাইতেন। তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া অমৃত পান করিতেন। চক্ষে নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, সমস্ত রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া যাইত। তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য। আমরা তাঁহার পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে প্রায়ই যাইতাম। প্রাতে গিয়া দেখিয়াছি তিনি উদীয়মান সূর্য্যের উপরে পলকহীন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সমুদয় হৃদয় বিগলিত। যিনি সূর্য্যের সূর্য্য, তাঁহারই ধ্যানে তিনি নিমগ্ন। বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাঁহার বারান্দার পূর্ব্বদিকের সমুন্নত গাছগুলি তিনি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের মহিমান্বিত উদয় দেখিয়া তাঁহার মহিমায় নিয়মিতরূপে নিত্য ডুবিবেন, এই তাঁহার প্রাণের সাধ ছিল। তিনি এত স্থান থাকিতে সেই বিশাল প্রান্তরের ভিতরে বোলপুরের শান্তিনিকেতন কেন প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, যে, সেই অসীমের সহিত হৃদয়ের সুর মিলাইতে হইলে ঐরূপ অনুকূল স্থানের নিতান্ত প্রয়োজন।

৮। তাঁহার অনুশাসন—তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। আমরা প্রতিদিন প্রভাতে শয্যা-ত্যাগ করিয়া দিবসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা কি—"যাহার কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও"।

৯। ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে তাঁহার আশ্চর্য্য বিশ্বাস। আমরা তাঁহাকে শেষ বয়সে প্রায়ই বলিতাম যে আপনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভাবের যে ভয়ানক দুর্গতি হইবে তাহা আলোচনা করিয়া আমরা ভীত হই। তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, যে, ঈশ্বর তাঁহার এই পবিত্রতম সত্যধর্ম্মকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। তিনি ইহার উন্নতি ও রক্ষার উপায় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ম্লান হইবার নহে। "রামমোহন রায়ের বোঝা যে আমার মস্তকের উপরে আসিয়া পড়িবে কে ভাবিয়াছিল। তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি নিশ্চয় উহার বিধান করিবেন।"

১০। তাঁহার অনন্যপরায়ণতা। ব্রহ্মই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার জীবনের একমাত্র পরম উদ্দেশ্য ছিল। তাই অন্য কোন বিষয়ে বা সমাজ-সংস্কারে তিনি আপনার শক্তি নিয়োগ করেন নাই। তিনি আপনার পরিবারের ভিতরে যথোচিত সংস্কার পূর্ণমাত্রায় আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার তাঁহার জীবনের এমনই পবিত্রতম ব্রত ছিল এবং উহার ভিতরে এতই পরমানন্দ তিনি উপভোগ করিতেন, যে অন্য কোন কারণে তিনি তাঁহার শক্তিকে দ্বিধা হইতে দেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করিবার জন্য তাঁহার চিরব্যাকুলতা ছিল।

১১। তাঁহার প্রশংসা-বিমুখতা। কত গ্রামে কত নগরে কত দূরদূরান্তরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, কত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্র তাহার সন্ধান জানে না। তিনি নিস্পৃহ ভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। নীরবে নির্জ্জনে তিনি সাধনা করিয়াছেন। প্রশংসালাভের ব্যাকুলতা তাঁহাকে কোন বয়সে আকুল করিয়া তোলে নাই। মহর্ষির দেহান্তে তাঁহার ভস্মরাশি শান্তিনিকেতনে স্থান পাইবে এবং তাহার উপর একটি মন্দির নির্ম্মিত হইবে এক সময়ে তাঁহার জীবদ্দশায় এইরূপ একটি প্রস্তাব তাঁহার সন্তান সন্ততি ও শিষ্যবর্গের মধ্যে উঠিয়াছিল। যখন এ কথা মহর্ষির কাণে পৌঁছিল, তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে "তোমরা কখনও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। এ অবতার-প্লাবিত দেশে ও কথা মুখে আনিও না। আমার আদেশ

জানিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মানের বিন্দুমাত্র আমাতে আরোপ করিয়া পাছে আমার সমাধির উপরে কেহ ফলপুষ্প উপহার দেয়, ইহাই আমার দারুণ আশঙ্কা।" যখন চিন্তা করি বিস্মিত হইয়া পড়ি, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। কি অসাধারণ মহত্ব! কি উচ্চ গগনে তাঁহার আত্মা সঞ্চরণ করিত! ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কি আশ্চর্য্য প্রখরতা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে যতই চিন্তা করি তাঁহার বিশেষত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই। এই যে দীক্ষা—এই যে ধর্ম্মজগতে প্রথম পদবিক্ষেপ, কে ইহার গুরুত্ব মহর্ষির মত এমন বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের করুণার প্রথম রেখাপাত মহর্ষির মত কে বা অশ্রুপূর্ণ নয়নে আজীবন স্মরণ করিয়াছে।

তিনিত চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ দীক্ষা কেবল তাঁর নয়। তাঁহার দীক্ষাতে আমাদের সকলেরই দীক্ষা। তাঁহার দীক্ষা হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকেই আলোক লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যতকাল থাকিবে, মহর্ষির দীক্ষাতে সকলেরই দীক্ষা ঘটিবে, গতিমুক্তির পথ সম্মুখে অনাবৃত দেখিয়া সকলেই কৃতকৃতার্থতা লাভ করিবে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

ভক্তবাণী।

(আমিয়েল)

ধন্য হউক সুন্দর সেই শৈশবকাল, যাহার অতুল আনন্দ, মুহূর্ত্তের মধ্যে কলুষদূষিত কঠোরতা-পীড়িত ধরাধামে, দেবতার নন্দন বসন্ত আবাহন করিয়া আনে। এই যে অশীতিসহস্র মানবশিশুর দৈনিক জন্মসংখ্যা আমরা লোকগননা বিবরণীতে দেখিতে পাই, তাহা কেবল জাতীয় মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রকৃতির যুদ্ধ ঘোষণা নয় ইহা নিত্য নবীন নির্ম্মল সরল সুখের উচ্ছ্বসিত উৎসধারা, মানবজীবনে চিরন্তন পুণ্যপ্রভাব, সুধাধবলিত অভিষেকে সমস্ত ব্যাধি ব্যামোহ সকল মালিন্যের জীর্ণ সংস্কার। শৈশব জীবন, মাতৃক্রোড়ের সহিত যে অনাময় আনন্দের স্মৃতি নিত্য বিজড়িত, তাহাই বিশেষ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সম্যক ও সুন্দররূপ শাসনের সঙ্গোপন রহস্য। এই জীবনসঞ্চারকারী স্নিগ্ধ শিশিরস্রোত, একবার রোধ কর; মানবসমাজ স্বার্থের ইন্ধনে জ্বলিয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। মনে কর মানবজীবন যদি অসংখ্য অজস্র সহস্র অমর জীবনের সমষ্টি হইত; যাহার কোনই হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তবে আমরা কোথায় থাকিতাম? আমাদের দশা কি হইত? হয় ত সহস্র গুণে যেমন অধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইতাম, তেমনি অত্যন্ত মন্দ হইয়া যাইতাম। বিজ্ঞানের কোষাগার রত্নসঞ্চয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই, তবে দুঃখভোগে যে পুণ্য অর্জ্জন, যে নিঃস্বার্থ লাভে সমস্ত জীবন ভরিয়া ওঠে তাহার একেবারেই আর কোন পথ থাকিত না। পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের আনন্দ-অন্নপূর্ণার লাবণ্যভাণ্ডারের আর কোন সম্বলই থাকিত না। এ ভয়ানক ক্ষতি জীবনে অমরতা প্রাপ্তিও পূরণ করিতে পারিত না।

শৈশব আমাদের যে কল্যাণ সাধন করে, হেলায় অজ্ঞাত ভাবে যে মঙ্গল বিধান করে, তাহার তুলনা কোথায়? শুধু ভাল বাসিয়া এবং ভালবাসিবার নির্ব্বিচার অধিকার দান করিয়া যে আনন্দ বিতরণ করে, প্রতিদানে তাহার পুণ্যমস্তকে দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা ভিন্ন আমরা কি আর দিতে পারি! পৃথিবীতে এখনও যে স্বর্গের আভাস দেখা যায় সে তাহারি কল্যাণে। যদি পিতৃত্বের মহামান, মাতৃত্বের গৌরব মানবজীবনে না থাকিত তবে কেবলমাত্র দাম্পত্য প্রেমের প্রভাবে আমাদের স্বজাতীয় ধ্বংসবাসনা বিনষ্ট হইত না। দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি আমাদের যতখানি মানবনামের যোগ্য করিয়াছে আমরা তাহাই হইয়াছি তাহার অধিক সামর্থ্য আর কোথায়? জন্মমৃত্যুর ভিত্তি স্থাপনা করিয়া দেবতার জীবন গঠিত হয় না কেননা তাহা অপার্থিব তাহা স্বর্গীয়!

আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও বেড়াইয়া আসিলাম। আজিকার সন্ধ্যা আমি একা একা কাটাইয়াছি। দিনের অনেক ঘটনাই আজ আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিল। দেখিলাম পথপার্শ্বের আম্রবীথি প্রস্ফুটিত চূতমঞ্জরীতে রোমাঞ্চিত, সুগন্ধে আমোদিত, দিগন্ত অঙ্কশায়িনী অধিত্যকার শ্যামাঞ্চল বসন্তের চন্দননিশ্বাসে হিল্লোলিত, নবীন জীবনানন্দে উৎফুল্ল! বৃদ্ধ হইয়াও জরা-বিরোধী স্থবিরের অশোভন ব্যবহার আজ আমাকে পীড়িত করিল, প্রেমের অনুরোধে নয়, স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ দম্পতির চটুল প্রগল্ভ ব্যবহার কিরূপ অসন্তোষজনক তাহাও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম—নিঃসঙ্কোচে ধর্ম্মমত প্রচারের বিরূপতারও পরিচয় পাইলাম। আশার অতি ক্ষীণতম আলোকহীন দুঃখের নিবিড় অন্ধকার যে কেমন, সে নিঃসঙ্গতা যে কি ভয়ানক তাহাও উপলব্ধি করিলাম। সকলেই আমাকে এক উপদেশ একই পরামর্শ দিল—আপনাকে বিশ্বরাজ্যের সুনিয়মিত সুন্দর ঐক্যতান সঙ্গীতধারার ন্যায় শাসনতন্ত্রের বশীভূত কর—জগদীশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য কর, জীবন-

যাত্রা যেন ধর্ম্মসাধনা হয়, দিনের আলোক যতক্ষণ আছে কর্ত্তব্য পালন কর, গম্ভীর প্রশান্ত সদানন্দ হও, ধর্ম্মগুরুদিগের ন্যায় কায়মনোবাক্যে বারম্বার বল, যেখানে হে প্রভু যেমন ভাবেই আমাকে রাখিবে আমি তাহাতেই চিরদিন পরিতৃপ্ত থাকিব।

যেমন ভাবেই বিদ্রোহ করি না কেন জীবনসমস্যার সেই একমাত্র মীমাংসা, বিশ্বনিয়মের বাধ্যতা, আত্ম-নিবেদন, সামর্থ্যগত কর্ত্তব্যপালন ভিন্ন অন্য উপায় স্বতন্ত্র অর্থ আর নাই। আমাদের আত্মম্ভরিতা, দুরাশা, স্বপ্ন কল্পনা সমস্তই বলিদান দিতে হইবে। জীবনে সুখের আশার সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন, আত্মতৃপ্তির চিতাসংস্কার তাহার মৃত্যু! এ আত্ম-হত্যায় পাপ নাই বরং ইহার কার্য্যকারিতা ও সার্থকতা আছে। আমার আধুনিক স্বার্থহীনতা এবং বৈরাগ্যের মধ্যে বিরক্তির উদাসীনতা, বিকল আত্মমর্য্যাদার প্রচ্ছন্ন বিষাক্ত গর্ব্ব, একটু জ্বালা, স্বার্থপরতার তুচ্ছ হীনতা এখনও রহিয়া গিয়াছে। আমি মুখে না বলিলেও মনে মনে অকাল বিশ্রামের দাবী পোষণ করিতেছি। যে সম্পূর্ণ বিনয়ী, যাহার হৃদয় সরল বিশ্বাস ও ভক্তির আনন্দে অভিষিক্ত, পরমেশ্বরের মহিমা বৃদ্ধির জন্য যে আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ তাঁহার পদানত করিয়াছে কেবল মাত্র সেই ভক্ত সাধকই একান্ত স্বার্থত্যাগের গৌরব অনুভব করিয়াছে।

আমার আর কোন শক্তিই নাই, কোন কিছুর ইচ্ছা আমার একেবারে গিয়াছে যেন; কিন্তু এ মানসিক অবস্থা কখনই সত্য হইতে পারে না। জগদীশ্বরের যাহা বিধান, আমার ইচ্ছাও তাহাই হওয়া উচিত। ঔদাসীন্য হইতে আত্মত্যাগ, আত্মত্যাগ হইতে আত্মনিবেদনে পৌঁছিতে পারিলে তবেই মানবজন্ম সার্থক হইবে। এই যে জীবন-রূপ পানপাত্র বিশ্বনিয়ন্তা আমার অধরপ্রান্তে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আমি তাহাকে সরাইয়া রাখিতে চাই কেন? জীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখভোগ, কর্ম্মহীনতার অনিবার্য্য লজ্জা, আত্মপরিচয় গ্রহণের অশক্তি, জীবনব্রত সাধনের অক্ষমতা, আত্মশক্তিযোগ্য কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনের বুদ্ধিহীনতা, প্রতিদিন দুর্ব্বলতার ক্রমবিস্তার ও তাহারি দারিদ্র্য; দিনে দিনে বৃদ্ধ হইলাম অথচ আত্ম-প্রসাদ কিম্বা আত্মীয় স্বজনের প্রসন্নতার কোন সাধনাই সন্তোষজনক হইল না। তবে আর আলোক কোথা হইতে আসিবে অন্ধকার যে ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতে চলিল! জীবনের সকল ব্যাধির মুক্তি সম্বন্ধে ধর্ম্মযাজক গত রবিবাসরে উপদেশ দিয়াছিলেন, দুঃখভারাক্রান্ত, শ্রান্ত দুর্ব্বলগণ আমার আশ্রয় গ্রহণ কর আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। তোমাদের হৃদয় যদি ব্যথায় পীড়িত, অনুতাপদাহে ক্লিষ্ট হয় তবে স্মরণ রাখিও করুণাময়ের দয়ার অন্ত নাই; তাঁহার মত অসীম শক্তিই বা আর কাহার আছে?

উষ্ণ দক্ষিণ বায়ু বহিতেছে, আকাশে আনীল আভা! তরুশ্রেণীর ঘনপল্লবমুকুট পায়ের কাছে খসিয়া পড়িয়াছে, শীতের জরাশিথিল অঙ্গুলি তাহাদের স্পর্শ করিয়াছে। যে স্ত্রীলোকটি আমাদের দ্বাররক্ষার কাজ করে সে এই-মাত্র আমার চিঠীপত্র দিয়া গেল। অসহায় দরিদ্রা নারী, কি তার জীবন? সারারাত্রি পীড়িত স্বামী ও ভগ্নীর সেবায় নিদ্রাহীন, বিশ্রামহীন, সমস্ত দিন অশ্রান্ত পরি-শ্রমে কাটিয়া যায়। বিধাতার বিধানে সন্তুষ্ট; অক্লান্ত, ভক্তিনম্র; যত দিন মৃত্যুর আহ্বান না আসে তত দিন নীরবে আপন কর্ত্তব্য করিয়াই চলিয়াছে!

এই সকল জীবনই প্রত্যক্ষ প্রমাণপ্রয়োগে বুঝাইয়া দেয় যে নৈতিক অজ্ঞতাই যথার্থ অজ্ঞান! কর্ম্ম এবং কর্ম্মভোগ বেদনাই মানবের প্রালব্ধ। ধর্ম্ম বুদ্ধি, নৈতিক বিবেকের দ্বারা জাতিবিচার অপেক্ষা ভ্রান্তি এবং স্খলনের সম্বন্ধ মীমাংসা হীনতর! ঈশ্বরের রাজ্যে জ্ঞানী অপেক্ষা সাধুপুরুষের অধিকার অধিক। শ্রেষ্ঠ হইতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ হওয়া আবশ্যক। বিনয়ী, সংযমী, একাগ্রচিত্ত, স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি মাত্রই শ্রেষ্ঠতম মানব নামের যোগ্য। সেইজন্য শাস্ত্রে বলে, যে এখানে সকলের পিছনে পড়িয়া থাকিতে শিখিয়াছে, মহাসম্মানের প্রথম পদবী তাহারই প্রাপ্য। সমাজের সম্যক স্থাপনা বিবেকের উপর নির্ভর করে, বিজ্ঞানের আশ্রয় ধরিয়া নাই! সভ্যতা নৈতিক চরমোৎকর্ষ! সততা, ধর্ম্মনীতির প্রতি সম্মান, কর্ত্তব্য, পূজা, প্রতি-বেশীর প্রতি প্রেম ভিন্ন, এক কথায় পুণ্য ব্যতীত সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস মুখে পতিত হইবার উপক্রম হয়। ভিত্তি যদি শিথিল থাকে তবে সাহিত্য, চারুশিল্প, বিলাস, ব্যবসায়, বাগ্মিতা, শান্তি রক্ষা কিম্বা বাণিজ্য সাবধানতা কিছুতেই সমাজকে সুরক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না!

প্রাতঃকালে যে আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ছিল এখন আবার তাহা সুকুমার নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে—দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর শিখর-প্রহরিগণের পাষাণ বর্ম্ম প্রশান্ত সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল পরিস্নাত।

তবুও মন কেন ভারাক্রান্ত বিষাদে অবসাদগ্রস্ত? আজ আমি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপাঠ করিয়াছি। জ্ঞানভারে হৃদয় তবে কি শ্রান্ত? না সম্মুখের অনুপম সুন্দর দৃশ্যের মহিমা, সূর্য্যাস্তের বিচিত্র বর্ণবিন্যাস,

সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব গৌরব, অসীমের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ক্ষুদ্র আমার হৃদয়ে এই প্রশান্ত বৈরাগ্যের দুঃখ আনিয়া দিল কি?

"দিনেক অতিথি তুমি, প্রহরের চঞ্চলতা তব!"

কোন্ বেদনায় ক্লান্ত হৃদয় কাতর তাহা আমি বুঝিয়াছি, স্বকীয় একান্ত দৈন্য, অক্ষম ক্ষুদ্রতার নিরতিশয় ব্যথায় জীবন পীড়িত ক্লিষ্ট! এই পৃথিবীর মহৎদিগের নাম আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে—প্রকৃতি মহারাজ্ঞী নিরুদ্বেগে আমায় বলিতেছেন "কাল হয়ত তুমি ক্ষণিক মুগ্ধ প্রজাপতির মত কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে—অথচ জীবনের অর্থ যে কি, স্বাদ যে কত অপরিমেয় মধুর তাহার কিছুই জানিলে না! অনন্তের নিশ্বাস কি আমার হৃদয়-কুহরে বেদনার অশেষ রাগিণী বাজাইয়া তুলিল? মর্ম্মের প্রত্যেক তন্ত্রী শোকে নিপীড়িত হইতে লাগিল? মানুষ তবে কি? এই সুকুমার অঙ্কুর নিমেষের তীব্র সূর্য্যালোকপাতেই যে মুমূর্ষু হইয়া উঠিল! আমাদের এই জীবন, মানব জীবন অপরিসীম শূন্যের মধ্যে কোথায় তাহার অস্তিত্ব? আমার মনে আকস্মিক বিভীষিকার সঞ্চার হইতেছে—কেবল আমার নিজের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য সহানুভূতির বেদনা কেন আজ জাগিয়া উঠিল? বুদ্ধের ন্যায় আমিও দেখিতেছি অখণ্ড চক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মায়াচক্র; মূক বেদনা আমার সমস্ত মনকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল, আমি যে একেবারে নিরুপায় হইলাম। মিশর দেবী আইসিস রহস্য যবনিকার ক্ষুদ্রতম প্রান্ত তুলিয়া ধরিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া অসীম রহস্য একবার যে দেখিল তাহার বুদ্ধি সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল! আমার যেন নিঃশ্বাস গ্রহণের শক্তি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আমি অদৃষ্টের অতল শূন্যের উপর সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া আছি। অসীমের সহিত এই কি তবে প্রত্যক্ষ পরিচয়? মৃত্যুর পূর্ব্বরাগ? শেষ—চিরদিনের জন্য পরিসমাপ্তি! মনে এখনও যে আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। চারিদিকের অপরিসীমতার ন্যায়ই তাহা বিপুল এবং বিশাল। প্রতিভা, আত্মদান, প্রেম সকলেই একত্র জাগ্রত হইয়া জীবন পিপাসায় আমার উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছে। মজ্জনোন্মুখ ভগ্নতরীর নাবিকের ন্যায় উন্মত্ত ভাবে আমি জীবনকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছি অথচ নিরাশা এবং অনুতাপের পীড়া আমার হৃদয়কে পেষণ করিতেছে আমি ব্যাকুল হইয়া বারম্বার আর্ত্তস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি! লুক্কায়িত গভীর বেদনা প্রসারিত ব্যাপ্ত হইয়া বাষ্পের ন্যায় কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল। শ্রান্তিতে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ হইল। শুনিলাম হৃদয় বলিতেছে, যাহা অনিবার্য্য সেখানে আত্মসমর্পণ কর। যৌবনের ভ্রান্ত মায়া মরীচিকা হইতে আপনাকে অন্তরালে রাখ, ছায়ার আশ্রয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর, সেই পথেই মরণতীর্থে উপস্থিত হইও। অন্ধকারের পথিক; মধুকরের ন্যায় গুঞ্জন স্বরে, দেবতার অবিরাম সান্ধ্যবন্দনাগান কর। প্রভু যখনি তাঁহার মুখমারুতে তোমার মৃন্ময় দীপ নির্ব্বাণ করিবেন তখনি নীরবে হাসিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইও। কত অসংখ্য অজ্ঞাত জীবনের সমষ্টি এক একটি মৃৎপিণ্ড, কোটি কোটি কীটাণু একত্র হইলে তবে তাহা দৃষ্টি গোচর হয়। তোমার একান্ত সুলভতা নিতান্ত ক্ষুদ্র সন্তুষ্ট মনে স্বীকার কর।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আকাশের চাঁদ।

ওগো আকাশের চাঁদ, ওগো সুধাকর,
চাহিয়া তোমার পানে অজানা রহস্য টানে
সিন্ধু ধায় মত্ত গানে, ব্যাকুল অন্তর!
ছিলে অতি সঙ্গোপনে মিশায়ে অতলসনে
প্রকাশিলে শুভক্ষণে দেবতার বর,
জীবন-মন্থন-ধন, ওগো মনোহর!

ওগো আকাশের চাঁদ, সাধনার ধন,
চাহিয়া তোমার পানে কিরণ-অমৃতপানে
বসুন্ধরা স্তব্ধ প্রাণে ধেয়ান মগন,
আশাতীত দুরাশায় তৃষিত চকোর হায়
অনন্ত আকাশে ধায়, সুধালুব্ধ মন—
সুদূর দুলর্ভ লাগি অসাধ্য সাধন!

২৩।৯।১১। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বেদান্তবাদ

অষ্টম প্রপাঠক

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(১)

শ্রীরামানুজদর্শন

এই দর্শনেও মূল তিনটি তত্ত্ব বা পদার্থ স্বীকৃত হইয়া থাকে, যথা চিৎ অর্থাৎ চেতন, অচিৎ অর্থাৎ জড়, ও ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্ম। এই বিশ্ব সংসারে যাহা

কিছু রহিয়াছে, হয় তাহা চিৎ, না হয় অচিৎ, কিংবা ঈশ্বর; ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তরে এতন্মতাবলম্বী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, শরীরের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, এই চিদচিদ্-বস্তুময় জগৎপ্রপঞ্চের সহিত ঈশ্বরেরও সেই সম্বন্ধ। জীব যেমন পাঞ্চভৌতিক দেহের আত্মা এবং ঐ দেহ যেমন সেই জীবের শরীর বলিয়া উক্ত হয়, ঈশ্বরও সেইরূপ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট জগতের আত্মা, এবং এই চিদচিদ্‌বিশিষ্ট জগৎ ইঁহার শরীর। আত্মা যেমন সমগ্র শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, আত্মভূত ঈশ্বরও সেইরূপ শরীরস্বরূপ এই চিদচিন্ময় সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। আত্মা যেরূপ শরীরবিশিষ্ট ও এক, ঈশ্বর বা ব্রহ্মও সেইরূপ চিদচিৎ-শরীর-বিশিষ্ট ও এক। এই নিমিত্তই আলোচ্য দর্শনের নাম বি শি ষ্টা দ্বৈ ত বা দ।

চিদচিন্ময় জগতের সহিত ব্রহ্মের যে শরীর-আত্মা সম্বন্ধ, তাহা সমর্থনের জন্য তাঁহারা এই সকল শ্রুতি-বচনের উল্লেখ করিয়া থাকেন:—"যিনি পৃথিবীতে থাকেন ও পৃথিবীর অন্তরবর্ত্তী, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, যিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মার অন্তরবর্ত্তী, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্ত্তী গিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত।" ১ "যিনি পৃথিবীর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর,...পৃথিবী যাঁহাকে জানে না,... তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা, অপহতপাপ্মা, দিব্য, দেব এক নারায়ণ।" ২ তিনি "অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোকের শাস্তা ও সকলের আত্মা।" ৩ এই সমস্ত শ্রুতিতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভোক্তৃ-ও ভোগ্য-রূপে অবস্থিত এই যে চিৎ ও অচিৎ, ইহারা পরম পুরুষের শরীর, তিনিই ইহাদিগকে নিয়মিত করেন, এবং তাঁহা হইতে ইহারা পৃথক্-ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। ৪

চিৎ, অচিৎ ও পরমাত্মা অর্থাৎ চেতন, অচেতন ও ব্রহ্ম এই তিনটি পদার্থ পরস্পর ভিন্ন। চেতন জীব অচেতন জড় হইতে যে, স্বরূপত ও স্বভাবত ভিন্ন তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ব্রহ্মও জীব হইতে ভিন্ন; জীব বন্ধনাদি দুঃখক্লেশের অধীন, কিন্তু ব্রহ্ম আনন্দময়; জীবে কত হেয় গুণ রহিয়াছে, আর ব্রহ্মে তাহার স্পর্শও নাই; ব্রহ্ম নিয়ামক, আর জীব নিয়াম্য। অতএব জীব ও ব্রহ্মে বিশেষ ভেদ রহিয়াছে। চেতন, অচেতন ও ব্রহ্মের এই যে ভেদ দেখা যাইতেছে, ইহা স্বাভাবিক।

এই স্থানেই শঙ্করাচার্য্যের মতের সহিত রামানুজাচার্য্যের মতের পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শঙ্কর বলেন—জীবের সহিত ব্রহ্মের বস্তুত কোন ভেদ নাই, জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈত বা অভেদ; আর রামানুজ বলেন—জীব হইতে ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন। শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, সমস্ত বেদান্ত ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে; আর রামানুজ বলেন—ব্রহ্ম সবিশেষ, ইহাই সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য, নির্ব্বিশেষ বস্তু বেদান্তে প্রতিপাদিত হয় নাই। শঙ্কর বলেন—এই জগৎ মিথ্যা, ভ্রমমাত্র; আর রামানুজ বলেন—ইহা সত্য, ইহা কখনো ভ্রম হইতে পারে না। ৫

ব্রহ্ম ও জীব যে পরস্পর ভিন্ন তাহা সমর্থনের জন্য আলোচ্য দর্শনে এই সকল শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে—"তিনি প্রধান (প্রকৃতি-জড়) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (অর্থাৎ জীবের) পতি;" ৬ "তিনি নিত্য- (জীব-) সমূহের নিত্য, এবং চেতনসমূহের চেতন;" ৭ জ্ঞ (ব্রহ্ম) ও অজ্ঞ (জীব) ইঁহারা উভয়ে জন্মহীন, এবং যথাক্রমে ঈশ ও অনীশ;" ৮ ইত্যাদি। স্মৃতিবচনসমূহও এই কথা বলে—"লোকে এই দুইটি পুরুষ আছে, ক্ষর ও অক্ষর; ক্ষর বলিতে সমস্ত ভূত এবং অক্ষর বলিতে কূটস্থ (মুক্তস্বরূপ)। আর এক উত্তম পুরুষ আছেন, ইঁহাকে পরমাত্মা বলা হইয়া থাকে।" ৯ বেদান্তদর্শনের সূত্রগুলিও এই তত্ত্ব প্রকাশ করে। ১০

ভেদপ্রতিপাদক ও ভেদনিষেধক উভয়রূপই শ্রুতি পাওয়া যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ যেরূপ ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি উদ্ধৃত করেন, অদ্বৈতবাদিগণও সেই প্রকার ভেদনিষেধক শ্রুতিসমূহ প্রদর্শিত করেন—"এখানে কিছু নানা নাই, যে এখানে নানার ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর নিকট হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" ১১ "যখন ইনি ইঁহাতে অল্পও ভেদ করেন, তখন ইঁহার ভয় হয়;" ১২

১। বৃহদা. ৫. ৭. ২। ২। সুবাল. ৭।

৩। তৈত্তিরীয়ারণ্যক, ৩. ১১. ২০।

৪। শ্রীভাষ্য, ১. ১. ১ (১০১ পৃ. বেদান্তগ্রন্থমালা, মান্দ্রাজ।

৫। এ সম্বন্ধে রামানুজের সংক্ষেপোক্তি এই—"অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্ব্বিশেষবস্তুপ্রতিপাদনমস্তি, নাপ্যর্থজাতস্য ভ্রান্তত্বং, নাপি চিদচিদী-শ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ—শ্রীভাষ্য, ১. ১. ১।

৬। শ্বেতাশ্ব. ৬. ১৬।

৭। শ্বেতাশ্ব. ৬. ১৩; কঠ. ২. ৫. ১৩।

৮। শ্বেতাশ্ব. ১. ৯।

৯। গীতা. ১৫. ১৬-১৭।

১০। দ্রষ্টব্য—১. ১. ১৭; ১. ২. ৩-৪; ১. ৩. ৪; ইত্যাদি।

১১। বৃহদা. ৬. ৪. ১৯।

১২। তৈত্তিরীয়. ৭. ২।

যখন ইঁহার সবই আত্মা হয়, তখন ইনি কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবেন ?” ১৩

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ উত্তর করেন—এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য,—ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এবং ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে ইহার মধ্যে রহিয়াছেন, এই হেতু ব্রহ্ম ইহার আত্মা ; এই জন্য এই সমস্ত জগৎ এক, ইহার মধ্যে কোন ভেদ নাই। ভেদনিষেধক শ্রুতিসমূহ ইহাই প্রতিপাদন করে। ১৪

কথাটা একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা যাউক। মৃত্তিকা হইতে ঘট-শরাব-প্রভৃতি বিবিধ পাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে যেমন ঘটশরাবাদি অনেক হইলেও মৃত্তিকারূপে বস্তুত তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই,—নানা বলিয়া কিছু নাই ; যদি কেহ তাহাদিগকে গো-মহিষাদির ন্যায় ভিন্ন-ভিন্ন বলিয়া মনে করে, তবে তাহা ভ্রম করা হয় ; বস্তুত তাহারা সকলই এক ; এইরূপ জগৎও ব্রহ্মের কার্য্য, এবং ইহা বিচিত্র-বস্তু-বিশিষ্ট হইলেও ব্রহ্ম ও সেই সমস্ত বস্তুর মধ্যে বস্তুত ভেদ নাই। আবার যেমন হস্তপদকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিলেও তাহাদের আত্মা এক, ও সেই আত্মা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, এবং সেইজন্যই ঐ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে লইয়া একত্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে, আত্মার সহিত সমস্ত শরীরকে এক বলিয়া মনে করা হয়, এই হিসাবে সেখানে কোন ভেদ থাকে না, নানা থাকে না, সবই এক ; অপর পক্ষে যে ঐ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ভিন্ন-ভিন্ন মনে করে, তাহার ভ্রম করা হয় ; এইরূপই ব্রহ্ম এই সমগ্র জগতের অন্তর্য্যামী, তিনি এই সমগ্র জগতের আত্মা, অতএব জগতে বিবিধ বিচিত্র পদার্থ থাকিলেও, সেখানে কোন ভেদ নাই, নানা নাই।

ভেদনিষেধক শ্রুতিসমূহের ইহাই তাৎপর্য্য। এই সমস্ত শ্রুতি ইহা প্রতিপাদন করে না যে, এই যে বিচিত্র সৃষ্টিভেদ রহিয়াছে, তাহা কিছুই নহে,—এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ তাহা বস্তুত নাই, তাহা ভ্রমমাত্র। “তিনি দেখিলেন (চিন্তা করিলেন) আমি বহু হইব, প্রজাত হইব,” ১৫ ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টিরূপে ব্রহ্মের যে বহুত্ব-নানাত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা কখনই নিষিদ্ধ হয় নাই।

স্থূল কথা এই—দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, স্থাবরাদিরূপে জগতের যে ভেদ দেখা যাইতেছে, তাহা সত্য। কিন্তু এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহারই দ্বারা জীবিত থাকে, ও তাঁহাতেই লীন হয় ; তিনিই এই জগতের আত্মা ও অন্তর্য্যামী, তিনিই ইহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন ; ইহা ব্রহ্মাত্মক ; এবং এই জন্যই শরীর-বিশিষ্ট আত্মার ন্যায় জগদ্রূপ শরীর বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক, ইহাতে কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি ইহাতে স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করিব, তাহার ভয় উপস্থিত হইবে। “এই সমস্তই ব্রহ্ম,” ১৬ ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহাই বুঝাইতেছে। এইরূপে জগতের যে ব্রহ্মাত্মকত্ব দর্শন, ইহাই শান্তি-ও অভয় প্রাপ্তির হেতু।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

অপার্থিব।

কালো মেঘে হানিয়া বিজুলি,
কে তুমি চলিয়া যাও পরাণ আকুলি ?
ওগো মোর আকাশের আলো,
তোমারি লাগিয়া হায় বিশ্ব হল কালো ;
অগ্নিহোত্র নিশিদিন জ্বলিতেছে ভ্রান্তিহীন
হায় আমি তাও গেছি ভুলি,
তোমা লাগি সুদুর্লভ ক্ষণিক বিজুলি !

ওগো মোর স্বর্গ-পারিজাত,
ত্রিদিব সৌরভ বার্ত্তা দিলে অকস্মাৎ !
শ্যামল নিকুঞ্জে বসুধার,
শত পুষ্প নিশিদিন ফোটে অনিবার !
বকুল যূথিকা বেলা ভূচম্পক সারাবেলা
ঢালিতেছে সুরভি প্রপাত,
ব্যর্থসব, তোমা লাগি স্বর্গ পারিজাত !

২৩।৯।১১।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

১৩। বৃহদা. ৪. ৪. ১৪।

১৪। “কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যতয়া তদন্তর্য্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ তৎপ্রত্যনীকনানাত্বং প্রতিষিধ্যতে”—শ্রীভাষ্য, ১. ১. ১।

১৫। ছান্দোগ্য. ৬. ২. ১।

১৬। ছান্দোগ্য. ৩. ১৪. ১।

শান্তিনিকেতনের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

মহর্ষিদেবের দীক্ষা দিন—উপলক্ষ্যে গত ৭ই পৌষের উৎসবে নানা স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। সুদূর ত্রিপুরা, ঢাকা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকে কেবল উৎসবে ও উপাসনায় যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭ই পৌষের অতি প্রত্যূষে আশ্রম বালকদিগের মধুর বৈতালিক গীতে জাগরিত হইয়া সকলেই মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আশ্রমবালকগণ রাত্রি থাকিতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া লতা-পুষ্পপত্রে মন্দির সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও সৌজন্যতা উৎসবকে আরো আনন্দময় করিয়াছিল। তার পর সেই দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যস্থিত আশ্রম নবসূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইবামাত্র, আশ্রমবাসিগণ ও সমাগত অতিথিসকল মন্দিরে সমাগত হইয়াছিলেন। সাতটার সময় প্রাতের উপাসনা আরম্ভ হয়। পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন। আশ্রমবালকদিগের মধুর সঙ্গীতে উপাসনামন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনান্তে সমবেত ভক্তমণ্ডলী "কর তাঁর নাম গান" ইত্যাদি সঙ্গীত সমস্বরে গান করিতে করিতে সপ্তপর্ণী তরুতলে মহর্ষিদেবের বেদীর নিকট উপস্থিত হন, এবং বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া গান করেন।

বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ববৎ মেলাস্থলে অনেক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়াছিল। নানাপ্রকার দ্রব্যে সজ্জিত বিপণী-শ্রেণীর দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। চারি পাঁচ মাইল দূর হইতে বহু লোক উৎসব ও মেলা দেখিবার জন্য উপস্থিত ছিল। বেলা দুইটার সময় হইতে দর্শকের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, জনতা ভেদ করিয়া গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও সাধারণের মনোরঞ্জন জন্য মেলাস্থলে যাত্রার গীতাভিনয় হইয়াছিল। তা' ছাড়া দেশীয় সার্কাস নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌশল প্রভৃতি 'আমোদ' দেখাইবার জন্য স্থানে স্থানে তাঁবু পড়িয়াছিল।

সন্ধ্যাগমে শত শত দীপে মন্দির আলোকিত হইলে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন এবং আশ্রম বালকগণ সঙ্গীত করেন। উপাসনান্তে নানাপ্রকার আতসবাজি পুড়াইয়া উৎসবের শেষ হয়।

এ বৎসরে বিদেশাগত অতিথির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বিদ্যালয়ের কোনো কোনো গৃহে তাঁহাদিগকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। আশ্রম বালকগণ ইঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আশ্রম-কথা।

৭ই পৌষের উৎসবে প্রভাতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। সায়ংকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৮ই পৌষ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বার্ষিক উৎসব। এতদুপলক্ষ্যে ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও অধ্যাপক অনেকেই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ছাতিমতলায় উৎসব-সভা বসিয়াছিল। সভাস্থান ছাত্রগণ বিশেষ যত্নের সহিত সাজাইয়াছিলেন।

অধ্যাপকগণকে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ পুষ্পচন্দনের দ্বারা বরণ করিয়া সভায় আসন পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন এবং সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়কে পাদ্য ও অর্ঘ্যের দ্বারা বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

প্রথমে একটি বেদগান হয়। তার পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনা শেষ হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বাগ্রে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় কতকটা পাঠ করেন, তার পর অবশিষ্ট অংশ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিয়াছিলেন।

কার্য্যবিবরণী পাঠ সমাপ্ত হইলে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের সময়ের আশ্রমজীবনের স্মৃতি পাঠ করেন। সভায় যে সকল অতিথি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার জন্য সভাপতি মহাশয় অনুরোধ করিলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন এবং আর একজন অতিথিও আশ্রমদর্শনে তাঁহার মনের আনন্দ সভার নিকটে জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহাশয় তার পরে আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার আদর্শ এবং তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। এই আদর্শ যাঁহার জীবন ও সাধনা হইতে প্রতিফলিত হইতেছে তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত

উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে শুধু এদেশে নয়, সকল দেশের পক্ষেই এ আদর্শের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া অন্যান্য দেশেও ইহার বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষের জীবনের সকল দিকের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্যবিধান,—এ আদর্শ এ যুগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

সভাপতির বক্তব্য শেষ হইলে আশ্রমসঙ্গীত করিয়া সভাভঙ্গ হয়। সকলে আশ্রমসঙ্গীত করিতে করিতে আশ্রম পরিভ্রমণ করেন।

দ্বিপ্রহরে ছাত্রগণ ক্রীড়াপ্রদর্শন করে। সন্ধ্যার পর ভ্রমণে যাওয়া হয় এবং তৎপরে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণযোগে অধ্যাপক সরকার মহাশয় অজন্তা গুহার কতকগুলি চিত্র ছাত্রগণকে দেখান এবং সে সম্বন্ধে কিছু বলেন।

৯ই পৌষ প্রভাতে আশ্রমের পরলোকগত অধ্যাপক ও ছাত্রসকলকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিবার জন্য উপাসনা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বেদ হইতে শ্রাদ্ধসম্বন্ধে বিশেষ কতগুলি মন্ত্রাদি তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য ও পিতৃগণ, সকলকে স্মরণ করিয়া ও সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তৎপরে তিনি আশ্রমের পরলোকগত বন্ধুদিগকে স্মরণ করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে মৃত্যুসম্বন্ধে বৈদিক ঋষিদিগের কতকগুলি মন্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। জীবন ঈশ্বরের পিতৃরূপ এবং মৃত্যু তাঁহার মাতৃরূপ; একটি কর্ম্মের মূর্ত্তি, প্রয়াসের মূর্ত্তি—অন্যটি বিশ্রামের মূর্ত্তি, শান্তির মূর্ত্তি;—তাঁহারি অনন্ত প্রাণসমুদ্রের মধ্যে যে এই দুই রূপের নিরন্তর আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিতেছে—জীবনে এবং মৃত্যুতে প্রাণের যে কোথাও ছেদ নাই—এইরূপ ভাবের অনেক আশ্চর্য্য মন্ত্র তিনি সংগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়ার ভিতরকার তাৎপর্য্য আমাদের কাছে সুন্দররূপে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুসম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন ঋষিদের চিন্তা যে কিরূপ আশ্চর্য্য দ্বিধা ও ভয়শূন্য হইয়াছিল তাহাও আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন।

৯ই পৌষ রাত্রে ছাত্রগণ তাহাদের পরলোকগত বন্ধুদিগের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের শ্রদ্ধার স্মৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।

১০ই পৌষ প্রভাতে খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আমরা নিম্নে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিলাম।

—

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

(১৩১৮—১৩১৯)

(৮ই পৌষে বার্ষিক সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক পঠিত)*

অদ্য আমাদের আশ্রম ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল।

গত কল্য ৭ই পৌষ বিদ্যালয়ের যে আর একটি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই বৎসরের জন্য বিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষের পদ আমাকে দেওয়া হইয়াছিল,—এই কারণে বিদ্যালয়ের গত দ্বাদশমাসব্যাপী জীবনের এক বৃত্তান্ত লিখিতে আমিই অনুরুদ্ধ হইয়াছি। স্থির মহাসমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যেমন সহজ আমরাও সেই প্রকার সহজে পাড়ি জমাইয়াছি, ইহাতে কর্ণধারের মোটেই কৃতিত্ব নাই। তিনি তাঁর নিজের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটিতে বসিয়া কম্পাস্ দেখিয়াছেন এবং চার্ট মিলাইয়াছেন এবং এক একবার লিভারের ডাণ্ডাটিকে দুর্ব্বল হস্তে মোচড় দিয়াছেন মাত্র। যে সকল দক্ষ নাবিক শৈলময় পথগুলিকে এড়াইয়া এবং ঝটিকাসঙ্কুল প্রদেশ বর্জ্জন করিয়া জাহাজের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, কৃতিত্ব তাঁহাদেরি, এবং আরো কৃতিত্ব তাঁহাদের যাঁহারা কলে ইন্ধন জোগাইয়াছেন, কলটিকে সুব্যবস্থ রাখিয়াছেন, রশারশি শক্ত করিয়া কসিয়া ধরিয়া আছেন। সেই সকল সুদক্ষ নাবিকের অনেকেই আজ সভাস্থলে উপস্থিত, তাঁহারা বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক বিবরণ লেখার ভার গ্রহণ না করিয়া এই অক্ষম কুণো লোকটির ঘাড়ে সেই ভার চাপাইয়া অবিচার করিয়াছেন। ভাঙা গাড়ির উপর বেশি ভার চাপাইলে সে যেমন তাহার ভগ্ন চক্রের প্রত্যেক আবর্ত্তনেই আর্ত্তস্বরে বেদনা জানায়, আমার এই প্রতিবেদন পাছে সেই প্রকার আর্ত্তস্বরে পরিণত হয় এই আশঙ্কা হইতেছে। ভাঙাচাকার কচ্‌কচানিতে বাঁশির সুরের আশা কেহ না করেন।

বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ আজকাল দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানেরই একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে এই কার্য্যটিকে একবারে বাহুল্য বলা যায় না। এক বৎসর কালে আমরা লক্ষ্যের দিকে

* গত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকার "আশ্রম সংবাদে" ছাত্রগণ আশ্রমসম্মিলনী, গ্রামাবিদ্যালয়, সেবাভাণ্ডার, ক্রীড়াবিভাগ, সাহিত্যসভা ও হস্তলিখিত পত্রিকা পরিচালনা প্রভৃতি অনেকগুলি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়াছে। সেইগুলির কথা তাই এই কার্য্যবিবরণী হইতে বাদ পড়িল। পত্রিকা পাঠকগণ কার্ত্তিক মাসের সেই আশ্রমসংবাদ এই কার্য্যবিবরণীর সহিত জুড়িয়া পড়িলেই সকল সকল সংবাদ একসঙ্গেই জানিতে পারিবেন।

সহঃ সম্পাদক।

কত দূর অগ্রসর হইয়াছি, পিছনে তাকাইয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। যাত্রিগণ যখন দূর তীর্থ দর্শনে গমন করেন তখন মন্দিরের চূড়া দেখা না দেখা লইয়া পথের হিসাব করেন না, কত দিনে কতগুলি সরাই কত দুর্গম নদনদী অতিক্রম করা হইল, তাহা লইয়াই হিসাবে বসেন। তা ছাড়া কত কাজ আমাদের অসমাপ্ত আছে তাহাও আমরা এই প্রকার আলোচনা হইতে বুঝিয়া লইতে পারি। এই বুঝাপড়াটাও নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নয়।

গত বৎসরের কথা আলোচনা আরম্ভ করিলেই আশ্রমের প্রধান অবলম্বন পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতির কথা প্রথমে মনে পড়িয়া যায়। আশ্রমের প্রতিষ্ঠার পর এত দীর্ঘকালের জন্য তিনি কখনই অনুপস্থিত ছিলেন না। তাই আশ্রমের কার্য্যের মধ্যে প্রতিদিনই তাঁহার অভাব আমরা তীব্ররূপে অনুভব করিয়াছি, তাঁহার অনুপস্থিতিতে উৎসবগুলিও আমাদিগকে পূর্ণানন্দ দিতে পারে নাই; আজ এই উৎসব-বাসরের শুভ প্রত্যূষে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার কথা মনে পড়িতেছে। যেখানে বহু লোক লইয়া কাজ সেখানে কখনো কখনো মতদ্বৈধ এবং ছোটখাটো তর্কদ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি এই গুলির জ্বালা প্রশমিত করিয়াছে। গত বৎসরে আমরা যে, সে প্রকার অবস্থায় পড়ি নাই এ কথা বলা যায় না। তিনি বিদেশ গমনকালে আমাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া সকল সঙ্কট হইতে জগদীশ্বরের কৃপায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য আমাদের যে বেদনা তাহা তাঁহার উপস্থিতি ব্যতীত আর কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-প্রণালী চাক্ষুষ দেখিয়া আসা, এবং তাহার মধ্যে যাহা ভাল ও আমাদের দেশের উপযোগী তদনুসারে কোন নূতন ও উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি দাঁড় করানো, তাঁহার বিদেশযাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। আশ্রমের কল্যাণ কামনা করিতে করিতেই তিনি যাত্রা সুরু করিয়াছেন, এবং অতি দূরে থাকিয়া তিনি কেবল আশ্রমের কথাই ভাবিতেছেন। এই কথাগুলি যখন আমরা মনে করি তখন তাঁহার অনুপস্থিতিজনিত বেদনা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসে। প্রতি সপ্তাহেই তিনি আমাদিগকে যে নানা উপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেছেন, সেগুলি আমাদিগকে নূতন শক্তি দান করিতেছে। জলপথে, স্থলপথে এবং হোটেলে বসিয়া নানা ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়া তিনি এক সপ্তাহও পত্র লিখিতে বিরত হন নাই। যে দিন বিদেশের চিঠিপত্র আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হয়, সে দিন আমাদের পরম আনন্দের দিন। ছাত্র ও অধ্যাপকগণ তাঁহার আশীর্ব্বাদযুক্ত পত্রের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, কোন সপ্তাহেই নিরাশ হন না। তিনি সুস্থ হইয়া নূতন বল সঞ্চয় করিয়া, আমাদের মধ্যে শীঘ্র ফিরিয়া আসুন, জগদীশ্বরের নিকট আমাদের আজ এই প্রার্থনা এবং আমাদের উপরে তিনি যে গুরুভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেই ভার বহন করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে শক্তি প্রদান করুন ইহাও আমাদের একান্ত প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শকে এই আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেইটি আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া দিনে দিনে যেন ফুটিয়া উঠে, আমরা সকলে যেন পথভ্রান্ত না হইয়া সেই আদর্শ ও লক্ষ্যের দিকে যেন ক্রমেই অগ্রসর হইতে পারি।

উৎসবে বাঁশির রবে যখন চতুর্দ্দিক মুখরিত, তখন হঠাৎ শোকের করুণ ক্রন্দনরোলে সকল আনন্দ কোলাহল থামিয়া গেল, এ প্রকার ঘটনা সংসারে দুর্লভ নয়। আনন্দের মাঝে এই প্রকার নিরানন্দকে আনিয়া ভগবান সৃষ্টির কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করেন জানি না। মৃত্যুর কালিমা স্পর্শ করে নাই এ প্রকার পরিবার প্রকৃতই দুর্লভ। গত বৎসরে দুইবার আমাদের এই বৃহৎ আশ্রমপরিবার মৃত্যুর স্পর্শে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম আশ্রমবালক সুহৃদকুমার সেনের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু। পিতৃ-মাতৃগৃহের এবং আশ্রমের এই আনন্দ-দীপখানি যে এই প্রকারে অকালে নির্ব্বাপিত হইবে একথা আমরা মনেই করিতে পারি নাই। তাহার হাস্যোজ্জ্বল সরলতা-মাখানো মুখখানি এখনো আমাদের মনে জাগিতেছে। তাহার মৃত্যুতে আমাদের ও তাহার আশ্রমভ্রাতৃবৃন্দের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহার বেদনা ঘুচিয়া যাইবার নয়। তাহার ন্যায় পবিত্র-হৃদয় উৎসাহশীল অচঞ্চল প্রিয়দর্শন বালকের মৃত্যু আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইতেছে। দ্বিতীয়, প্রবীণকুমারের মৃত্যু। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে আশ্রমের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না। সে যখন আশ্রম ত্যাগ করিয়া যায়, তখন আমরা কখনই মনে করিতে পারি নাই যৌবনের প্রারম্ভে সে মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। আমাদের সহিত সে দেড়বৎসর কাল বাস করিয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার অকাল মৃত্যুও আমাদিগকে যথেষ্ট আঘাত দিয়াছে। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই একত্র বাস একত্র আহার এবং একত্র পাঠ ও ক্রীড়া অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে যেমন ভক্তি ও স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছে, ছাত্রদের পরস্পরের হৃদয়ও সেই প্রকার এক অপূর্ব্ব বন্ধুতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। আশ্রম-বালকগণ পরস্পরকে সহোদরের ন্যায়ই দেখে। সুহৃদ-

কুমারের মৃত্যুর পর সমস্ত আশ্রমবালকদিগকে যে প্রকার বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি, তাহা কেবল পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই সাধারণতঃ দেখা যায়। বহুকাল হইল আশ্রম-বালক যোগরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা এবং সরোজচন্দ্র মজুম-দারের মৃত্যু হইয়াছে। এই আশ্রমেই তাহাদের মৃত্যু হয়। আশ্রমভ্রাতৃগণ এই দুই লোকান্তরিত বালকের স্মৃতি রক্ষার জন্য আশ্রমের অদূরে শ্মশানক্ষেত্রে প্রত্যেকের উদ্দেশে যে দুইটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা হইতে ইংাদের বন্ধুতা যে কত দৃঢ় অনুমান করা যায়। অপরাহ্নে অধ্যয়ন শেষ করিয়া খেলাধূলা ফেলিয়া তাহারা সেই শ্মশানক্ষেত্রে ছুটিয়াছে, নিজেরা চূণ সুরকি প্রস্তুত করিয়া নিজেদের হাতে ধীরে ধীরে সেই স্তম্ভ দু'টিকে গড়িয়াছে। কত দিন দেখিয়াছি, দিবসের কঠোর শ্রমের পর তাহারা জ্যোৎস্না রাত্রিতে সেই স্তম্ভদ্বয় গাঁথিতেছে। যে সকল ছাত্র এই পরলোকগত আশ্রমবালকদিগের সহিত একত্র ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই একে একে আশ্রমের শিক্ষা শেষ করিয়া অন্যত্র যাইবেন, এবং যে সকল অধ্যাপক তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও হয় ত দীর্ঘকাল পরে আশ্রমে থাকিবেন না,—তখন আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্তম্ভ-যুগল, ঐ পরলোকগত আশ্রমবালকদ্বয়ের স্মৃতি রক্ষা করিতে থাকিবে। প্রতি বৎসরেই পরলোকগত আশ্রম-ভ্রাতৃগণের শ্রাদ্ধবাসরে বালকগণ যে হবিষ্যান্ন আহার করে এবং দীনদরিদ্রগণকে ভোজন করায়, তাহা হইতেও আশ্রমবাসীদিগের পরস্পরের হৃদয়ের যোগ বুঝিতে পারা যায়।

অধ্যাপক পরিবর্ত্তন

গত বৎসর সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয়, এবং গণিত ও বাংলা ইত্যাদির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন ও তেজেশচন্দ্র সেন, দীনেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও কালীমোহন ঘোষ মহাশয়গণ নানা অনিবার্য্য কারণে নানাসময়ে আশ্রম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বহুশাস্ত্রবিদ্ সুপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অভাব সহজে পূরণ হইবার নয়। নানা পারিবারিক সঙ্কটে পড়িয়া অনিচ্ছায় তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা, জ্ঞানপিপাসা এবং নিরভিমান ও সরল হৃদয়-খানি আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেরি সুদৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। কিন্তু আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ একবারে ছিন্ন হয় নাই, আমাদের প্রবাসী ছাত্রেরা অনেক সময়ই তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারে, তিনি একটু অবসর পাইলেই আশ্রমে ছুটিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত আশ্রমের সম্বন্ধ প্রায় ৭ বৎসরের। তিনি আমেরি-কায় বিজ্ঞান-শিক্ষা করিতে গিয়াছেন,—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। তাঁহাকে যে আমরা একবারে হারাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। হয়ত এই আশ্রমেরই এক কোণে তাঁহাকে আবার আসন পাতিতে দেখিব। শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেনও শিক্ষাব্যপদেশে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের শিশু আশ্রম-বাসীদের পরম বন্ধু এই অধ্যাপকটিকেও আমরা একবারে হারাই নাই। এমন দিন হয়ত আসিবে যখন আমাদের আশ্রমজননীর এই "আকাশ জোড়া" কোলে তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় আশ্রমের মঙ্গল কামনা করিয়াই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন ইংলণ্ডে London Universityতে শিক্ষা-লাভ করিতেছেন। শিক্ষাদান—পদ্ধতি বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়া পরে এই আশ্রমের কার্য্যে যোগদান করেন ইহাই তাঁহার বিদেশ গমনের সংকল্প। সুতরাং তাঁহার আশ্রমত্যাগের জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই। এই সকল অধ্যাপকদিগের স্থানে আমরা শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন রায় এবং কিশোরী মোহন জোয়াদ্দার, সুধাকান্ত রায়, রমনীরঞ্জন রায় মহাশয়গণকে পাইয়াছি। এক গণিতের অধ্যাপকের পদ আজও শূন্য আছে, শীঘ্রই একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আশ্র-মের দীর্ঘকালো যোগ ছিল। অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধ্যপনা-কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল এবং আশ্রমবালক-দিগকে সঙ্গীত শিক্ষাদানে তাঁহার যে সাহায্য পাওয়া যাইত, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আশ্রম ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র রায় মহাশয় দীর্ঘকাল আশ্রমের পীড়িতদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গত বৎসরে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। কলি-কাতায় তিনি এখন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে-ছেন ভবিষ্যতে এই আশ্রমকেই আরো ভাল করিয়া সেবা করিতে পারেন, সেই সংকল্প লইয়াই তিনি আমা-দিগকে ত্যাগ করিয়াছেন।

ছাত্রদের কথা

আশ্রমে বাংলা দেশ ছাড়া বোম্বাই, বর্ম্মা, নেপাল ও উড়িষ্যারও বালক আছে। এখন ত্রিপুরা জিলার বাল-

কের সংখ্যাই অধিক। গত বৎসর কেবল এই জিলা হইতেই ৪৩ জন বালক আসিয়াছে। নিম্নে আমরা জিলা হিসাবে একটি তালিকা দিলাম।

এই সকল বালকের মধ্যে, ২১ জন বালক আশ্রমের ব্যয়ভার বহন করিতে একেবারে অক্ষম। অবশিষ্টের মধ্যেও সকলে পূর্ণ বেতন ১৮৲ টাকা দিতে অসমর্থ বলিয়া—

২৮ জন	১৫৲ টাকা	হিসাবে
৭ "	১৩৲ "	"
২ "	১০৲ "	"
৫ "	১২৲ "	"
১ "	৪৲ "	"
১ "	৫৲ "	"

বেতন দিয়াছে।

ছাত্রপরিচালনের সুবিধার জন্য বয়স ও পাঠোন্নতি হিসাবে আদ্য, মধ্য ও শিশু এই তিন বিভাগে সমুদয় বালকদিগকে বিভক্ত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় আদ্যবিভাগের, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যবিভাগের এবং শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন ও সুধাকান্ত রায় মহাশয় শিশুবিভাগের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন।

গত বৎসর এই সময়ে বালকের সংখ্যা ১৭৭ ছিল, এখন ১৮৬ জন। তা ছাড়া বহু নূতন বালক প্রবেশ-প্রার্থী রহিয়াছেন। এবারে ছাত্রসংখ্যা দুই শতের অধিক হইয়া যাইবে।

ত্রিপুরা	...	...	৪৩
ঢাকা	...	...	৩২
ময়মনসিংহ	...	...	১২
শ্রীহট্ট	...	...	১৬
ফরিদপুর	...	...	৭
বরিশাল	...	...	৯
চট্টগ্রাম	...	...	১
পাবনা	...	...	১০
রাজসাহী	...	...	৫
রংপুর	...	...	২
দিনাজপুর	...	...	১
ভাগলপুর	...	...	৫
পূর্ণিয়া	...	...	২
দারজিলিং	...	...	৪
মালদহ	...	...	২
মুঙ্গের	...	...	১
যশোহর	...	...	৫
খুলনা	...	...	৫
কলিকাতা	...	...	৪২
নদীয়া	...	...	৬
মুরসিদাবাদ	...	...	৫
হাওড়া	...	...	১
হুগলী	...	...	৬
বর্দ্ধমান	...	...	৩
মানভূম	...	...	১
বাঁকুড়া	...	...	২
বীরভূম	...	...	৩
হাজারিবাগ	...	...	৩
মেদিনীপুর	...	...	১
উড়িষ্যা	...	...	৩
আসাম	...	...	১
ব্রহ্মদেশ	...	...	৩
বোম্বাই	...	...	৩
রাজপুতনা	...	...	৩
পঞ্জাব	...	...	১

সাধারণ শিক্ষা

ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত, ভূগোল ও গণিত ব্যতীত আশ্রমে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা সকল ছাত্রকেই দেওয়া হয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সাধারণ সূত্রগুলি বুঝিয়া যাহাতে প্রতিদিনের নানা প্রাকৃতিক কার্য্যের কারণ আপনা হইতেই বালক ধরিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ (Nature Study) দ্বারা বালকদের সূক্ষ্ম দর্শন ক্ষমতা এবং অনুসন্ধিৎসা যে প্রকার জাগিয়া উঠে এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। আমরা এই বিষয়ে পূর্ব্বে অধিক দৃষ্টি দিতে পারি নাই। গত বৎসরে প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের কাজ আরম্ভ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। আমাদের চারিদিকে যে সকল গাছপালা রহিয়াছে বালকগণ তাহাদের নানা পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আনন্দ পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভও করিয়াছে। ইহারা কেবল পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা অনেক কীটপতঙ্গ ও গুটিপোকার জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৎসরে কত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এবং প্রতিদিন কি প্রকারে আমাদের চতুর্দ্দিকের বায়ুর উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, বারিমান (Rain Gauge) এবং উষ্ণতামান যন্ত্র দিয়া ছাত্রগণ পরিমাণ করিতেছে এবং তাহা লিপিবদ্ধ রাখিতেছে। তা ছাড়া বয়স্ক ছাত্রদিগকে রাত্রিতে একটু জ্যোতিষের শিক্ষা দেওয়াও হইয়াছে, এবং দুরবীণ্ দিয়া বৃহৎ গ্রহগুলির সহিত তাহাদের পরিচয় স্থাপন করানো হইয়াছে। বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন রাশিচক্রগুলিকে এবং বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রগুলিকে চিনিয়া লইয়াছে।

ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা

আশ্রমগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় ও ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আশ্রমবালকগণকে ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, কালিদাস বসু, নগেন্দ্রনাথ আইচ ও অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অধ্যাপকগণও এই কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহেই দুই দিন প্রত্যূষে আশ্রমবালকগণ মন্দিরে সমবেত হইয়াছে। এই দুই দিনের একদিন বয়স্ক ছাত্রদের উপযোগী করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, অপর দিন শিশুদের লইয়া মন্দিরের কার্য্য চলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিনই প্রাতে ও সন্ধ্যায় বালকগণ পৃথক পৃথক বসিয়া উপাসনা করিয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের দৈনিক উপাসনার শেষে আশ্রম বালকগণ একত্র হইয়া উপনিষদের স্তোত্রপাঠ করিয়া অধ্যয়নাদি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

আশ্রমবাসী বালক ও অধ্যাপকগণ যাহাতে স্বদেশ-বিদেশের সাধু মহাত্মাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারেন তাহার যে ব্যবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ছিল, গত বৎসরও তদনুসারে কার্য্য চলিয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় দিনে ঈশা, মহম্মদ, গৌতমবুদ্ধ, কবীর, চৈতন্য, নানক, রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা হইয়াছে, এবং ইহাতে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যোগদান করিয়াছেন। মন্দিরেও এই উপলক্ষ্যে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

সঙ্গীত শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা

সাধারণতঃ সন্ধ্যা বা রাত্রিতে আশ্রম বালকগণ পাঠ করে না। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ প্রয়োজন অনুসারে রাত্রিতে পাঠ করিতে পারে। এজন্য সান্ধ্য উপাসনার পর হইতে রাত্রির ভোজনকাল পর্য্যন্ত সময়টাকে বিনোদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় কতকগুলি বালককে লইয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, নগেন্দ্রনাথ আইচ, নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি মনোরঞ্জক অথচ শিক্ষাপ্রদ গল্প বলিয়া বালকদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। কোনো কোনো দিন এই সময়ে কতকগুলি ছাত্রকে লইয়া আকাশের নক্ষত্রগুলির সহিত তাহাদের পরিচয় স্থাপন করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিদিন রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে এবং অতি প্রত্যূষে উত্থানের পূর্ব্বে একদল গায়ক ছাত্র বৈতালিক গীত গান করিয়া আশ্রম পরিভ্রমণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণ মিলিয়া গত গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটির পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের "রাজা রাণী" এবং "শারদোৎসব" নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। ইহার জন্য যে আয়োজন তাহা বিনোদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ঘরের ছাত্রগণ গতবৎসরে মাঝে মাঝে নিজেদের ঘরগুলিকে সাজাইয়া যে সকল আবৃত্তি এবং ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকাগার ও ল্যাবরেটরি

আশ্রমবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তক যথেষ্ট না থাকিলেও সর্ব্ববিধ পুস্তক আছে। প্রতি বৎসর কিছু কিছু নূতন পুস্তক গ্রন্থাগারের শোভা ও সম্মানবর্দ্ধন করিয়া থাকে। পুস্তকাগারের দুইটি অংশ আছে। একটিতে ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক অপরটিতে প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থাদি আছে।

সাধারণ বিভাগটিতে ইংরাজী-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রকারের প্রায় তিন সহস্র পুস্তক আছে। তন্মধ্যে :—

১।	ইংরাজী সাহিত্য	৭৯০
২।	শিক্ষাবিজ্ঞান	৬৩
৩।	ইতিহাস প্রাচীন, বর্ত্তমান ভারতীয় প্রভৃতি	৩৬৫
৪।	বিজ্ঞান	১০০
৫।	দর্শন	২১৭
৬।	গণিত	৯৪
৭।	ভূগোল ও ভ্রমণ-সম্বন্ধীয়	১০৩
৮।	অভিধান প্রভৃতি	১২৫
৯।	পাঠ্য পুস্তক	২০০
১০।	নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের Reports	২৫
১১।	অন্যান্য পুস্তক ও মাসিক পত্র	১০০
১২।	বাংলা—	৬০০
	পত্রিকা।	১৩০

আশ্রম-গ্রন্থাগারে কয়েকখানি মহামূল্য গ্রন্থ আছে। মহর্ষিদেব অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া স্বয়ং দাগ দিয়া রাখিতেন—সেরূপ পুস্তক দুই একখানি থাকায় এই গ্রন্থাগারের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্র বাবু, আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে নোট করা পুস্তক অনেক আছে।

এখানকার প্রাচ্য গ্রন্থালয়ে সংস্কৃত, পালি, পার্সি, তিব্বতীয় এবং হিন্দী ভাষায় লিখিত পুস্তক আছে।

সংস্কৃত	৫৫০
পালি গ্রন্থ ও অনুবাদ—প্রায়	১০০
এসিয়াটিক ও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা	১৪০

পার্সি গ্রন্থ—প্রায়	৫০
তিব্বতীয়	৫
হিন্দী—প্রায়	৩১

ভারতীয় নানা ভাষার প্রায় ১০০০ পুস্তকও এই গ্রন্থালয়ে আছে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য আশ্রম-গ্রন্থালয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র বীক্ষণাগার (Laboratory) আছে। তাহাতে যে জিনিষপত্র আছে তাহার দ্বারা সামান্য সামান্য পরীক্ষা চলে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ সারঞ্জাম আছে। তাহা ছাড়া একটি দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র ও (Spectroscope) আছে।

জলবায়ু মেঘ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণের কোনো প্রকার যন্ত্র নাই বলিলেই চলে, যে সামান্য তাপমান যন্ত্র আছে তাহার দ্বারাই বালকগণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাহা দ্বারা ফল ঠিক পাওয়া যায় না এবং পর্য্যবেক্ষকগণ আনন্দলাভ করে না। সেই অভাব গুলি মোচন হইলে যে পর্য্যবেক্ষণের ফল খুবই চমৎকার হইবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

পূর্ত্ত বিভাগ

গত বৎসর আশ্রমবালকগণ আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা-বিধান এবং পূর্ত্ত কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল। সরকারী রাস্তা হইতে আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করিবার যে প্রশস্ত পথটি আছে তাহা আশ্রম বালকগণেরই প্রস্তুত। সেই রাস্তার সংস্কার বালকগণই করিয়া থাকে। গত বৎসর গর্ত্ত ভরাইয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া বাগান তৈয়ারী করিয়া তাহারা আশ্রমের সৌন্দর্য্য অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পূর্ত্ত বিভাগের ভার বঙ্কিম বাবু ও সত্যজ্ঞান বাবু গ্রহণ করিয়া সুন্দররূপে কার্য্য চালাইয়াছেন।

বনভোজন ও ভ্রমণ

মাঝে মাঝে ছুটির দিনে আশ্রমবালকগণ যাহাতে বনভোজন করিয়া আনন্দ পাইতে পারে এবং নিকটবর্ত্তী দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া শুনিয়া আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা আছে। গত বৎসরে কবি চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুর প্রভৃতি গ্রাম কতকগুলি বালক দেখিয়া আসিয়াছে, এবং নিকটবর্ত্তী নদী ও গ্রামগুলিতে দলে দলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছে।

আশ্রমের রুগ্নাবাস

পীড়িত আশ্রম-বাসী বালক ও অধ্যাপকদিগের চিকিৎসাদির সুব্যবস্থার জন্য আশ্রমেই একটি রুগ্নাবাস আছে। আশ্রম-বৈদ্য শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বৰ্দ্ধন মহাশয়দ্বয় রুগ্নাবাসের কার্য্য চালাইয়াছেন। পীড়িতদের শুশ্রূষা ও সেবার জন্য তিনটি ভৃত্যও ছিল। এখন দশ জন রোগীকে অনায়াসে রুগ্নাবাসে স্থান দেওয়া যায়, কিন্তু আশ্রম যে প্রকারে প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে এই স্থান যথেষ্ট নয়। আশ্রম-বৈদ্য ও তাঁহার সহকারী মহাশয় সর্ব্বদা রোগীদের নিকট থাকিয়াছেন এবং রাত্রিতেও রোগীদের মধ্যে শয়ন করিয়াছেন। সাধারণতঃ এলোপ্যাথিক্ মতে চিকিৎসা করা হইয়াছে, আবশ্যকমত হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা চলিয়াছে। উভয় চিকিৎসার উপযোগী ঔষধাদি ঔষধালয়ে সংগৃহীত থাকে।

পূর্ব্বোক্ত আশ্রম-বৈদ্য এবং তাঁহার সহকারী ছাড়া বোলপুরের আসিষ্টান্ সার্জ্জনও আশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রয়োজন হইলে তিনিও আসিয়া আশ্রম-বালকদিগের চিকিৎসাদি করিয়াছেন।

আশ্রমের ঔষধালয় হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিবার রীতি আছে। গত বৎসর ভুবনডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামবাসী অনেক দরিদ্র আশ্রম হইতে ঔষধ পথ্য পাইয়াছে এবং আশ্রম-বৈদ্য মহাশয় পীড়িতদিগকে দেখিয়া আসিয়া চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদের সহিত যোগরক্ষার ইহা পরম সহায় হইয়াছে।

গোষ্ঠ

আশ্রমসংলগ্ন গোষ্ঠই গত বৎসরে আশ্রমের দুগ্ধ জোগাইয়াছে। ছুটির সময়ে বালক ও অধ্যাপকগণ আশ্রমে থাকেন না। সেই সময়ের দুগ্ধ হইতে ঘৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ছুটির পর এই ঘৃতও কিছুদিন ব্যবহারে লাগিয়াছে। সময় বিশেষে গোষ্ঠ হইতে প্রতিদিন আমরা দুই মণ হইতে কখন কখন তিন মণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ পাইয়াছি। গোষ্ঠচালনার ভার শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের উপর ছিল এবং শ্রীযুক্ত হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সহকারী ছিলেন। ইহারা উভয়েই আশ্রমের পুরাতন ছাত্র। শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র আশ্রমের শিক্ষা সমাপন করিয়া আমেরিকায় তিন বৎসর গো-পালন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আশ্রমের কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

সেবাভাণ্ডার

বহুবৎসর যাবৎ এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সহিত একটি সেবাভাণ্ডারের কার্য্য চলিতেছে। দরিদ্র বিদ্যার্থীদিগকে এবং অসহায় ও বিপন্ন অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও রুগ্নদিগকে এই ভাণ্ডার কিছু কিছু সাহায্য করিয়া

থাকে। ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ভাণ্ডারের পরিচালকদের নিকট ছিন্নবস্ত্র ও অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ আগন্তুক দরিদ্রেরা ছিন্নবস্ত্র, চাউল ও প্রয়োজনানুসারে সামান্য অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। ছাত্রদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত পাঁচটি বালক এই ভাণ্ডারের মাসিক ও সাময়িক দান সংগ্রহ করিয়া থাকে। ছাত্রগণ দ্বিপ্রহরের আহারের পর ভুক্তাবশেষ অন্নব্যঞ্জন উপস্থিত কাঙ্গালদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া থাকে। সংপ্রতি এই ভাণ্ডার হইতে দুইটি দরিদ্র বিদ্যার্থী মাসিক মোট ৪॥০ অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। আশ্রমের দরিদ্র সেবকগণও বিপদের সময়ে এই ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়া থাকে। সন ১৩১৯ সনের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে মাসিক ও সাময়িক দান হইতে ১০৬।৶১৫ আয় এবং ৭৮।৴৫ ব্যয় হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় একযোগে এই ভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এই সেবাভাণ্ডার এবং গ্রাম্য বিদ্যালয়, পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদের সহিত আশ্রমবাসীর সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ়তর করিয়াছে। মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন উপলক্ষ্যে ৭ই পৌষের মেলাও এইপ্রকারে আমাদিগকে পার্শ্বস্থ ভদ্র ও ইতর সকল শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচিত করিয়াছে।

বিশিষ্ট-অতিথি

গত বৎসরে বালকদিগের অভিভাবক ব্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট-অতিথিকে আমরা কয়েকদিনের জন্য পাইয়াছি। নিউইয়র্কের সুপ্রসিদ্ধ Advocate Myren Phelps. মহাশয় এবং দিল্লির অধ্যাপক W. W. pearson আশ্রম দেখিবার জন্য কয়েকদিন এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্, সিবিল সার্জ্জন্ এবং বাংলার ডেপুটি স্যানিটারি কমিশনার সাহেবও আশ্রম দেখিয়া গিয়াছেন।

অভিভাবকগণের সহিত যোগরক্ষা

এই আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিভাবকগণের সহিত যোগরক্ষা করিয়াছে। অভিভাবকগণও এখানে প্রায় আসিয়াছেন ও আমাদের ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের প্রদর্শিত ত্রুটির যথাসাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আমরা সেই আশ্রমহিতাকাঙ্ক্ষিগণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

আদিসমাজের সহিত আশ্রমের যোগ

গত বৎসরে আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এবং ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রত্যেকে মাসে একবার করিয়া কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন এবং পুরাতন ছাত্র অধ্যাপক ও আশ্রমসুহৃদ্‌গণ কলিকাতায় যে, আশ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহারও সাপ্তাহিক অধিবেশনে ইহাঁরা যোগ দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও একাধিকবার সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
চৈত্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩।

৮৩৬ সংখ্যা | ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

বেদান্তবাদ

অষ্টম প্রপাঠক

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(১)

শ্রীরামানুজদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

শঙ্কর-মতে উক্ত হইয়া থাকে যে, জ্ঞানই আত্মা; জ্ঞানের অতিরিক্ত তাহার আশ্রয়স্বরূপ জ্ঞাতা বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই, ঐ জ্ঞান স্বপ্রকাশ, এবং তাহাই আত্মা। "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞানে জ্ঞাতার প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় তাহা ভ্রান্ত। "আমি মনুষ্য" এই জ্ঞানে যেমন 'আমি'-রূপ আত্মাকে মানবদেহবিশিষ্ট বলিয়া মনে করা হয়, এবং তাহা ভ্রান্ত, কেননা নির্ব্বিকার আত্মার বস্তুত ঐরূপ দেহ থাকিতে পারে না, সেইরূপ "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞানে যে, আত্মাকে জ্ঞাতা বলিয়া জানা যায়, তাহাও ভ্রান্ত। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, তাহা জ্ঞানের আশ্রয় নহে; আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, তাহা চৈতন্যের আশ্রয় নহে; শুক্লতা যেমন শঙ্খের গুণ, জ্ঞান বা চৈতন্য সেইরূপ আত্মার গুণ নহে।

রামানুজ বলেন, একই তেজ দ্রব্য, যথা দীপ, সূর্য্য ইত্যাদি, প্রভা ও প্রভাবিশিষ্ট এই উভয়রূপে বিদ্যমান থাকে। প্রভাকে প্রভাবিশিষ্টের গুণ বলিয়া ব্যবহার করা যায় সত্য, কিন্তু বস্তুত তাহা তেজ দ্রব্য ভিন্ন কিছু নহে। বস্ত্রের শুক্লতাদি গুণ যে প্রকার, প্রভা সে প্রকার নহে। শুক্লতাদি গুণ স্বকীয় আশ্রয় দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রভা সেরূপ নহে, ইহা আশ্রয়ভূত দীপাদির অন্যত্রও বর্ত্তমান থাকে। দীপাদির যেমন প্রকাশ আছে, প্রভারও সেইরূপ প্রকাশ আছে, কেননা ইহা নিজকে ও অন্যকে প্রকাশ করে। অতএব এই প্রভা বস্তুত তেজোরূপ দ্রব্যই। তবে যে, ইহাকে গুণ বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহার কারণ এই যে, ইহা সব সময়েই দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া তাহার অঙ্গভূত হইয়া থাকে। আত্মাও এইরূপ চিৎস্বরূপ। চিৎস্বরূপ-শব্দের তাৎপর্য্য স্বয়ং-প্রকাশতা, অর্থাৎ আত্মা নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করে। আত্মা চৈতন্য-গুণ, চৈতন্য ইহার গুণ, ইহা চৈতন্যের আশ্রয়, অপর কথায় ইহা জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মা চিৎস্বরূপ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা প্রকাশমাত্র নহে—কেবল প্রকাশ নহে, প্রকাশের আশ্রয়ও বটে, ইহা জ্ঞানের আশ্রয়ও, অর্থাৎ ইহা জ্ঞাতাও। সূর্য্য যেমন প্রভাস্বরূপ এবং প্রভার আশ্রয়, আত্মাও সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ ও চৈতন্যগুণ। আরও, জ্ঞান যখন প্রকাশ, তখন তাহা অবশ্য কাহারো প্রকাশ হইবে, যথা দীপ-প্রভৃতিরই প্রকাশ থাকে; শুধু প্রকাশ বলিলে চলে না। অতএব সংবিৎ বা জ্ঞানকে আত্মা বলিতে পারা যায় না। আবার শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণও বলিয়া থাকেন যে, সংবিৎ, অনুভূতি ও জ্ঞান-প্রভৃতি শব্দ কাহারো সহিত নিজেদের সম্বন্ধ সূচনা করে। যেমন পুত্র-প্রভৃতি শব্দ পিতা-প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করে, ঐ সকল শব্দও সেইরূপ। সংবিৎ, অনুভূতি ও জ্ঞান শব্দ যথাক্রমে সংবেত্তা, অনুভবিতা ও জ্ঞাতার সূচনা করে। বিশেষত, জ্ঞান আছে অথচ তাহার জ্ঞাতা নাই, এরূপ কখনো হইতে পারে না। "পুরুষ দ্রষ্টা, শ্রোতা রসয়িতা, ঘ্রাতা,

মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা" ইত্যাদি ১ শ্রুতি এই কথাই বলিয়া থাকে।

"সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্ম," ২ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মকে যে, জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহারও ইহাই তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানাশ্রয় এই উভয়ই। জ্ঞানস্বরূপ বলিতে এই বুঝায় যে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ।৩ ব্রহ্ম যে জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞাতা, তাহা শ্রুতিসমূহে সুস্পষ্ট রহিয়াছে :—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ," ৪ ইত্যাদি।

"আনন্দ ব্রহ্ম," ৫ "বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম," ৬ ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া শঙ্করদর্শনে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম আনন্দবান্, আনন্দস্বরূপ নহেন। অনুকূল যে জ্ঞান তাহাই আনন্দ; বস্তুত জ্ঞান হইতে আনন্দ পৃথক্ কিছু নহে। "বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম," ৭ ইহার অর্থ ব্রহ্ম আনন্দরূপ জ্ঞান। এবং বর্ণিত প্রকারে ইহার তাৎপর্য্যার্থ ব্রহ্ম আনন্দরূপ জ্ঞানের আশ্রয়। এইরূপে ব্রহ্ম আনন্দযুক্ত, কেবল আনন্দ নহে। "ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া," ৮ এস্থলে আনন্দ ও ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়; ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইলে "আনন্দ ব্রহ্মকে জানিয়া" এইরূপ লিখিত হইত। অতএব ব্রহ্ম আনন্দমাত্র নহেন, তিনি আনন্দবান্, এবং আনন্দবান্ ও জ্ঞাতা বস্তুত একই কথা।

রামানুজ দর্শনে ব্রহ্ম সগুণ। শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ৯ নির্গুণতা-প্রতিপাদক বচন থাকিলেও, তৎসমুদয় ব্রহ্মের সমস্ত গুণকে নিষেধ করে নাই। সংসারে যে সমস্ত হেয় অপকৃষ্ট গুণ আছে, যথা, পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি, ব্রহ্মের এই সমস্ত গুণ নাই, ইহাই ঐ শ্রুতিবচনসমূহ প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাই তাহাদের তাৎপর্য্য। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে—"ইনি অপহতপাপ্মা, ইহার জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই।" ৯ শ্রুতিসমূহ এইরূপে ব্রহ্মের হেয় গুণসমূহকে প্রতিষিদ্ধ করিয়া তাঁহার অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছে—"তিনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প," ১০ "তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ," ১১ ইত্যাদি। ১২ অতএব ব্রহ্ম সগুণ,

১। প্রশ্ন. ৪. ৯ ; ব্র :—বৃহ ৪. ৪. ১৪, ৬. ৩. ৩০ ; ইত্যাদি।
২। তৈত্তি. ২. ১. ১।
৩। "এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণ ইতি। চিদ্রূপতা হি স্বয়ং প্রকাশতা"—শ্রীভাষ্য. ১.১.১।
৪। মুণ্ড. ১.১.৯।
৫। তৈত্তি. ৩. ৬. ১।
৬। বৃহ. ৩. ৯. ২৮।
৭। তৈত্তি. ২. ৯. ১।
৮। যথা, "নির্গুণ," শ্বেত. ৬. ১১ ; "নিরঞ্জন," ঐ ৬. "১৯ ; অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ," বৃহ. ৫. ৮. ৮।
৯। ছান্দোগ্য, ৮.১.৫।
১০। মুণ্ডক, ১. ১.৯ ; ২.২.৭।
১১। শ্রীভাষ্য, ৩.২.১১-২৫।
১২। শ্রীভাষ্য, ১.১.১।

তিনি কখনো নির্গুণ নহেন; তিনি সবিশেষ, নির্বিশেষ নহেন। শাঙ্করদর্শনে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু রামানুজ বলেন, তাহা হইতেই পারে না। যে-কোন প্রমাণই থাকুক না কেন, তাহা সবিশেষ বস্তুকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ১৩

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান চিৎ ও অচিৎ, চেতন ও জড় ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্ম তাহাদের আত্মা, এবং চিদাচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। এই ব্রহ্মই কার্য্যকারণভাবে অবস্থিত জগদ্‌রূপে প্রকাশিত হইতেছেন। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এখানে বীজ কারণ ও বৃক্ষ কার্য্য। এই যে কার্য্য ও কারণ, তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্মই কারণরূপে সূক্ষ্মভাবে থাকেন, এবং ব্রহ্মই কার্য্যরূপে স্থূলভাবে থাকেন। বৃক্ষরূপ কার্য্যটি যখন তাহার বীজরূপ কারণের মধ্যে লীন থাকে, তখন তাহার নাম ও রূপ বিভাগপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট হয় না; এই কাণ্ড, এই শাখা, এই প্রশাখা, এই পল্লব, এই পুষ্প, এই ফল, ইত্যাদি প্রকারে নাম অর্থাৎ সংজ্ঞা ও রূপ অর্থাৎ আকৃতির বিভাগপূর্ব্বক নির্দ্দেশ বীজে করিতে পারা যায় না, কেননা তখন তাহাতে তৎসমুদয় সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে। বৃক্ষের এই যে, অবিভক্তনামরূপ সূক্ষ্মাবস্থা, ইহাই তাহার কারণ। আর যখন কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা-প্রভৃতির নাম ও রূপ বিভক্ত করিতে পারা যায়, তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন বৃক্ষের ঐ যে বিভক্তনামরূপ স্থূলাবস্থা, ইহারই নাম কার্য্য। কার্য্য ও কারণ বস্তুত অভিন্ন। স্থূলাবস্থাই কার্য্য, আর সূক্ষ্মাবস্থার নাম কারণ। এইরূপে সূক্ষ্ম-চিদাচিদ্‌বস্তুরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই কারণ, এবং স্থূল-চিদ্‌চিদ্‌বস্তুরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য। বৃক্ষ যখন বীজরূপে থাকে, তখন তাহা নামরূপ বিভাগের অযোগ্য, এবং এক বীজমাত্র সেই সময়ে পরিদৃষ্ট হয়, শাখাপ্রশাখাদি বিস্তার তখন থাকে না। এইপ্রকারই সৃষ্টির পূর্ব্বে এই চিদচিদ্‌বিশিষ্ট জগৎ নামরূপ-বিভাগের অযোগ্য ছিল, সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল। তখন এই নামরূপবিভাগের অযোগ্য-সূক্ষ্মাবস্থ-জগদ্‌-রূপ শরীর-বিশিষ্ট কেবল এক অদ্বিতীয় সৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্মই ছিলেন। ইহাই উক্ত হইয়াছে—"হে সোম্য, অগ্রে ইহা একই অদ্বিতীয় সৎই ছিল;" ১৪ এবং তিনিই সঙ্কল্প করিয়াছেন—"আমি বহু হইব;" ১৫—ইহার অর্থঃ— মৃৎপিণ্ড যেমন বিভক্তনামরূপ স্থূল ঘটশরাবাদিরূপে বহু হইয়া থাকে, আমিও সেইরূপ বিভক্তনামরূপ স্থূল চিদচিদ্‌রূপে বহু হইব। অতএব সূক্ষ্ম-চিদচিদ্‌বস্তুরূপ-শরীর-

১৩। ছান্দোগ্য, ৬.২.১।
১৪। ছান্দোগ্য, ৬.২.২।
১৫। শ্রীভাষ্য, "এবং সর্ব্বাবস্থাবস্থিত—," ১.১.১ ; বেদান্তদীপ. "অতঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতস্য—," ১.১.১ ; সকলাচার্য্যমতসংগ্রহ, রামানুজাচার্য্যমত।

বিশিষ্ট পরমাত্মাই কারণ, এবং স্থূল-চিদচিদ্‌বস্তুরূপশরীর-বিশিষ্ট পরমাত্মাই কার্য্য। ১৬

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদ্রূপে পরিণত করিয়াছেন। যখন নামরূপের বিভাগ হয় নাই, তখন তিনিই কর্ত্তা; এবং যখন নামরূপের বিভাগ হয়. তখন তিনিই কার্য্য। ব্রহ্ম যে, নিজেকে জগদ্রূপে পরিণত করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—প্রলয়াবস্থায় ব্রহ্মের শরীরভূত এই স্থূল জগৎপ্রপঞ্চ স্ব-স্ব কারণে লীন হইতে হইতে এক অতি-সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বেদান্তে এই অবস্থাকে "তমঃ" শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১৭ এই তম এত সূক্ষ্ম যে, তাহাকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দেশ করিবার যোগ্যতাও তাহার থাকে না, তখন তাহা ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ তমোরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্ম সঙ্কল্প করেন যে, আমার এই অবিভক্তনামরূপ চিদ-চিন্ময় প্রপঞ্চরূপ শরীর যেন বিভক্তনামরূপ হয়। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জগদ্রূপে নিজেকে পরিণত করেন।

ব্রহ্মের পরিণাম হয় এই বলিলেই যে, তাঁহার বিকার হইবে তাহা নহে। শরীরের আত্মার যেরূপ বিকার নাই, শরীরেই বিকার হইয়া থাকে, সেইরূপ জগৎসৃষ্টি-সম্বন্ধেও শরীরভূত চিৎ-অচিৎ বস্তুরই বিকার হয়, তাহাদের আত্মভূত ব্রহ্মের বিকার হয় না। ১৮ এস্থলে আর একটি কথা লক্ষণীয়। সৃষ্টিতে ব্রহ্মের পরি-ণাম হয় সত্য, কিন্তু বস্তুত এই পরিণাম তাঁহার চিৎ ও অচিৎ এই উভয় শরীরের মধ্যে কেবল অচিতেরই হইয়া থাকে; অচিৎ অংশেরই পরিণামরূপ সৃষ্টি; আর চিতের সৃষ্টি বলিতে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়াবস্থায় চিৎসমূহ ইন্দ্রিয় ও কলেবর-বিহীন এবং ভোগ-মোক্ষ-শূন্য হইয়া অচিতের ন্যায় হইয়া থাকে, তাহাদের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে; সৃষ্টির সময় পরমাত্মা তাহাদিগকে শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রদান করেন, এবং তাহাদের জ্ঞানকে বিকসিত করিয়া দেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

গীতাপাঠ।

প্রশ্ন। বিগত বারের অধিবেশনে তোমার কথাবার্ত্তার ভাবে আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে, সাধক যখন আর সমস্ত বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া তাহাকে মোট জ্ঞানের মোট সত্যে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থিরীভূত করেন তাঁহার সেই সময়কার সেইরূপ অবস্থাই সমাধি নামে সংজ্ঞিত হয়। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধকের সেইরূপ সমাধিমগ্ন অবস্থার নামই কি মুক্ত অবস্থা? অথবা মুক্ত অবস্থা তাহা ভিন্ন আর-কোনো কিছু?

উত্তর। তোমার প্রশ্নটি অতিশয় দুরূহ। তাহার মীমাংসার পথে যাত্রারম্ভ করিবার পূর্ব্বে পথের যত কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার মধ্য হইতে তাহার একটি খুদ-কুঁড়াও বাদ না দিয়া সমস্তই পোঁটলাবন্ধী করিয়া সঙ্গে গুছাইয়া না লইলে, পথের মাঝখানে কখন্ কি দুর্বিপাক ঘটে—সেই ভাবনাতেই পথযাত্রীর আহারনিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। গতবারে তাই আমি প্রশ্নোত্তর-ছলে যতগুলি কথা ধারাবাহিক পরম্পরাক্রমে বলিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তটা এইখানে আর একবার ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় পাথেয় সম্বলের মোট বাঁধিয়া লইয়া গন্তব্য পথে যাত্রারম্ভ করিব মনে করিয়াছি; তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মুখ্য প্রশ্নটি হ'চ্চে—সমাধি অবস্থা এবং মুক্ত অবস্থার মধ্যে প্রভেদ কি রূপ? ইহার মীমাংসাসূত্রে প্রথমে বলিয়াছিলাম—মুক্তি কি? না বন্ধন-মুক্তি। তাহার পরে প্রশ্ন উঠিল—কিসের বন্ধন? ইহার উত্তর দেওয়া হইল—"ত্রিগুণের বন্ধন"। ইহাতে ফলে দাঁড়াইল—মুক্ত অবস্থা একপ্রকার গুণাতীত অবস্থা; আর তাহা হইতে সিদ্ধান্ত স্থির করা হইল এইরূপ যে, সমাধিকালে যখন সাধকের মন নির্গুণ ব্রহ্মে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়, তখন সাধক ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাহার পরে প্রশ্ন উঠিল এই যে, এটা যখন স্পষ্ট দেখি-তেছি যে, গুণের সহিত যাহা একেবারেই সম্পর্করহিত—এরূপ বস্তু—জ্ঞানের বা ভাবের বা ধ্যানের বিষয় হইতে পারে না, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, নির্গুণ বস্তুর ধ্যান একপ্রকার সোণার পাথর-বাটি। পাথর-বাটি যেমন সোণার বাটি হইতে পারে না, তেমনি যাহা মূলেই ধ্যানের বিষয় নহে তাহার ধ্যান হইতে পারে না। ইহার উত্তরে এইরূপ বলা হইয়াছিল যে, নির্গুণ বলিতে কেহ যদি এরূপ বোঝেন যে, তাহা গুণের সহিত একেবারেই সম্পর্করহিত, তবে তাঁহার কাছে নির্গুণ বস্তুর ধ্যান সোণার পাথর-বাটি হইবারই কথা। আমি কিন্তু সগুণ নির্গুণ বলিতে আর একরূপ বুঝি—এইরূপ বুঝি যে,

(১) সগুণ=প্রাদুর্ভূত-গুণ।

(২) নির্গুণ=অন্তর্লীন-গুণ।

১৬। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"; নাসদাসীন্ ন সদাসীৎ কিন্তমমনীমভূৎতমঃ,"

১৭। শ্রীভাষ্য ও বেদান্তদীপ, ১.৪.২৯।

১৮। সভাষ্য তত্ত্বত্রয় (কাশী-চৌখাম্বা) ১১২-১১৩।

সগুণ-নির্গুণের এইরূপ, সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করিয়া তাহার পরে, অন্তর্লীন ভাব—বলে কাহাকে, তাহার গোটাকত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যেকার তৃতীয় দৃষ্টান্তটি এইরূপ :—

জ্যামিতি শাস্ত্রে লেখে এই যে, চক্র বলিয়া যে একটি গোলাকার নিষ্কোণ জ্যামিতিক বস্তু আছে, তাহার ভিতরে নানা কোণ-বিশিষ্ট বহু কোণ-ফলক সন্নুক্ত করা যাইতে পারে (অর্থাৎ inscribe করা যাইতে পারে)—যেমন চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ, ষট্‌কোণ, সপ্তকোণ ইত্যাদি। এইরূপে যদি একটা চক্রের মধ্যে সহস্র কোণ-বিশিষ্ট বহু কোণ-ফলক সন্নুক্ত করা যায়, তাহা হইলে অণুবীক্ষণের বিনা-সাহায্যে শুধু-চক্ষে দেখিলে কে বলিবে যে তাহা (অর্থাৎ বহুকোণ-ফলকটা) চক্র নহে। কিন্তু চক্রের অন্তর্ভুক্ত বহুকোণ ফলকের কোণাবলী যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে সংখ্যাতীত হয়, তাহা হইলে বহুকোণ ফলকটি আর বহু-কোণ থাকে না—তাহা হইলে তাহা তাহার আধার চক্রের সহিত একেবারেই একীভূত হইয়া যায়। চারিকোণ-বিশিষ্ট বহুকোণকে যেমন চতুষ্কোণ বলা যায়, পঞ্চকোণ-বিশিষ্ট বহু কোণকে যেমন পঞ্চকোণ বলা যায়, তেমনি, সংখ্যাতীত কোণ-বিশিষ্ট বহুকোণকে অসংখ্য কোণ বলিয়া সংজ্ঞিত করা হউক। এমতে এইরূপ দাঁড়া-ইতেছে যে, নিষ্কোণ চক্র নিজেও যা, আর নিষ্কোণ চক্রের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য-কোণ ফলকও তা, দুয়ের মধ্যে মূলেই কোন প্রভেদ নাই। তবে-আর কেমন করিয়া বলিব যে, চক্র নিষ্কোণ বলিয়া তাহা কোণের সহিত একেবারেই সম্পর্করহিত? উল্টা আরো বলা উচিত যে, চক্র নিষ্কোণ বলিয়াই তাহা আপনার পরিধির অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাতীত কোণাবলীর লয়স্থান বা সমাধিস্থান। তবেই হইতেছে যে চক্রকে নিষ্কোণ বলিলেও এরূপ বোঝায় না যে, চক্র কোনো অংশে কোণের সহিত সম্পর্করহিত, আর আত্মাকে নির্গুণ বলিলেও এরূপ বুঝায় না যে, আত্মা কোনো অংশে গুণের সহিত সম্পর্করহিত। চক্রকে নিষ্কোণ বলিলে বুঝায় শুধু এই যে, চক্র আপনার অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য কোণের লয়স্থান;—আত্মাকে নির্গুণ বলিলে বুঝায় শুধু এই যে, আত্মা আপনার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গুণের লয়স্থান।

এই দৃষ্টান্ত এবং আর তিনটি দৃষ্টান্ত যাহা গতবারে দেখানো হইয়াছিল, সব-কটা'রই সঙ্গে নির্গুণভাবের বড্ড-যেন দূর সম্পর্ক, আর সেইজন্য তাহা শ্রোতার মনঃপূত না হইতে পারে। এক্ষণে তাই নির্গুণ-ভাবের খুব নিকট সম্পর্কীয় আর দুইটি ভাবের দৃষ্টান্ত দেখানো শ্রেয়ঃ বোধ করিতেছি। সে দুইটি ভাব হ'চ্চে নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কাম ভাব।

স্বর্ণ মুদ্রার সারাংশ যেমন সোণা, আর অসারাংশ তাঁবা; তেমনি শাস্ত্রবচনের সারাংশ তাহার ভাবার্থ, অসারাংশ শব্দার্থ। শাস্ত্রীয় ভাষার পোদ্দারদিগের নিকট শাস্ত্রবচনের ব্যাঙ্কনোট ভাঙাইতে গেলে অনেক সময়ে ঠকিতে হয়। তাঁহাদের হস্ত হইতে ব্যাঙ্কনোটের বিনি-ময়ে স্বর্ণমুদ্রা যাহা গণিয়া পাওয়া যায়, তাহা কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখিলে অনেক সময় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাকে স্বর্ণমুদ্রা বলিলে স্বর্ণের অপমান করা হয়, কেননা তাহা সোণালি রঙের তাম্রমুদ্রা বই আর কিছুই নহে। তার সাক্ষী :—এই যে দুইটি শাস্ত্রীয় ভাষার ব্যাঙ্ক নোট—নির্গুণ এবং নিঃস্বার্থ শব্দ, অভিধান-পোদ্দা-রের নিকটে তাহা ভাঙাইতে গেলে তাহার বিনিময়ে নগদ মুদ্রা শুধু পাওয়া যায় এই যে, গুণের সহিত যাহার মূলেই কোন সম্পর্ক নাই, সেইরূপ একটা অজ্ঞাত অপরিচিত বস্তুর নাম নির্গুণ আত্মা; আর যাহাতে কাহারো কোন স্বার্থ নাই, সেইরূপ অর্থশূন্য কার্য্যের নাম নিঃস্বার্থ কার্য্য। নির্গুণ এবং নিঃস্বার্থ শব্দের অর্থ যদি ঐ বই আর কিছুই না হয়, তবে তাহা অভিধানের অনুমোদিত ব্যাকরণ শুদ্ধ নিখুঁত শব্দার্থ হইলেও ফলে-দাঁড়ায় এই যে, [☞ •] এই শূন্যাঙ্কটি নির্গুণ আত্মার সেরা নমুনা; আর, পানা-সক্ত ব্যক্তির যেরূপ আত্ম-হিতের প্রতি লক্ষ্যশূন্যতা, সেইরূপ স্বার্থান্ধতা নিঃস্বার্থ ভাবের সেরা নমুনা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আপনার মধ্যেও যে-আপনি রহিয়াছে—পরের মধ্যেও সেই-আপনি রহি-য়াছে; দুই আপনিই আপনি; আর সেইজন্য আপনার ইষ্টসাধন করিলেও পরের ইষ্টসাধন করা হয়, পরের ইষ্ট-সাধন করিলেও আপনার ইষ্টসাধন করা হয়। তার সাক্ষী :—গুরু যদি আগে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া আপ-নার ইষ্টসাধন না করেন, তাহা হইলে পরে তিনি শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া শিষ্যের ইষ্টসাধন করিতে পারেন না। আবার গুরু যদি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইতে বিধিমতে প্রয়াস পান, তবে সেই সঙ্গে তাঁহার আপনার জ্ঞানচক্ষু পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ-মাত্রা ফুটিয়া ওঠে। আমি তাই বলি যে, "আপনার ইষ্ট কিছুই নহে" এরূপ ভাবের নামও নিঃস্বার্থ ভাব নহে, আর "আপনার ইষ্টই সর্ব্বস্ব" এরূপ ভাবের নামও নিঃস্বার্থ ভাব নহে। তবে কি? না "পরের ইষ্ট আপনারই ইষ্ট" আর "আপনার ইষ্টও পরের ইষ্ট"—আত্মপরের মধ্যে এইরূপ সমদর্শিতার নামই নিঃস্বার্থ ভাব। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, দুর্জ্জনেরা যেমন পরের ইষ্টকে আপনার অনিষ্ট মনে করে, আর সেইজন্য জো পাইলে পরের অনিষ্ট সাধন করিয়া "মস্ত একটা ভাল কাজ করিলাম" বলিয়া মনকে প্রবোধ দ্যায়; সাধুজনেরা তেমনি পরের ইষ্টকে আপনারই ইষ্ট

মনে করেন, আর সেইজন্য সুবিধা পাইলে পরের হিত-সাধন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই :—আপনার ইষ্টকে বলে—স্বার্থ; পরের ইষ্টকে বলে—পরার্থ; আর যাহার গুণে স্বার্থ এবং পরার্থ দুইই প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়িয়া একীভূত হইয়া যায়, তাহাকে বলে—পরমার্থ। বিষয় বুদ্ধি স্বার্থের রাজ্য; প্রকৃতি পরার্থের রাজ্য; তত্ত্বজ্ঞান পরমার্থের রাজ্য! পরমার্থ-রাজ্যে সবারই স্বার্থ সবারই সাধারণ সম্পত্তি, তা'বই,—কোন স্বার্থই কাহারো অ্যাকলার স্বার্থ নহে; এইজন্য পারমার্থিক ভাবেরই আর এক নাম হইয়াছে "নিঃস্বার্থ ভাব", এই সঙ্গে—নিঃস্বার্থ কার্য্যের সহিত নিষ্কাম প্রেমের কিরূপ সম্বন্ধ সেটাও মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। নিষ্কাম প্রেম কিরূপ প্রেম তাহার যদি একটা নমুনা দেখিতে চাও, তবে—তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবে না—জানিয়া, তোমার একটি হৃদয়ের বস্তু তোমার হৃদয় হইতে টানিয়া লইয়া এই দণ্ডে তোমাকে আমি তাহা দেখাইতেছি। এ কথা আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, দেবদত্তের নিকট হইতে তুমি কোনো উপকারের প্রত্যাশা কর না অথচ তুমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসো। আমার তাই মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা যে, দেবদত্তের প্রতি তোমার এই যে প্রীতি—এ প্রীতি অহেতুকী প্রীতি, আর সেই-জন্য তাহাকে আমি বলি নিষ্কাম প্রেম। এখন দেখিতে হইবে এই যে, নিষ্কাম প্রেমই নিঃস্বার্থ কার্য্যের মূল উৎস। পতিপ্রাণা দময়ন্তীকে, স্বদেশপ্রাণ রামমোহন রায়কে, ঈশ্বর প্রাণ ঈশা-মহাপ্রভুকে, নিঃস্বার্থ কার্য্য শিক্ষা দিবার গুরু যদি কেহ থাকেন, তবে সে গুরু, আর কেহ না,—নিষ্কাম প্রেম। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, দম্পতি প্রেম বেগবতী নদী; স্বদেশ-প্রেম বিস্তীর্ণ সরোবর; ঈশ্বর-প্রেম অপার পারাবার। কিন্তু যাহাই হো'ক না কেন—নিষ্কাম প্রেম নদীই হো'ক, সরোবরই হো'ক, আর, সাগরই হো'ক—তাহার একটি সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা অন্তঃকরণে প্রবল হইলে "আত্ম" এবং "পর" এই দুই কূল ভাসাইয়া দুইকে অ্যাক করিয় ফ্যালে! নিষ্কাম প্রেমের নিকটে আপনি এবং পর দুইই আপনি, আর, সেইজন্য উভয়ে উভয়ের দর্পণ-স্বরূপ। ঈশা মহা প্রভু তাঁহার শিষ্যবর্গকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে "Love thy neighbour as thyself" "আপনাকে তুমি যেমনতর ভালবাসো, তোমার প্রতি-বেশীকে তেমনিতর ভালবাসিবে।" এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, লোকে আপনাকে কেমনতর ভালবাসে? তুমি তোমার আপনার মধ্যে কোনোপ্রকার ভাল গুণ দেখিতে পাও বলিয়া তাহারি জন্য কি আপনাকে ভালবাসো? আমার তো তাহা বোধ হয় না। আমি বেস্ জানি যে, তোমার মধ্যে ভালবাসিবার উপযুক্ত কোনোপ্রকার গুণ আছে কি নাই সে কথা তুমি একটিবারও জিজ্ঞাসাও কর না—আপনাকেও তাহা জিজ্ঞাসা কর না—দোসরা কোনো ব্যক্তিকেও তাহা জিজ্ঞাসা কর না, অথচ তুমি আপনাকে ভালবাসিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত হও না। তা ছাড়া, গুণবান্ ব্যক্তি আপনাকে আপনি যেমনতর ভালবাসে গুণহীন ব্যক্তিও আপনাকে আপনি ঠিক্ তেমনিতর ভালবাসে। এটা বুঝিতে পারা কিছুই কঠিন নহে যে, পৃথিবীশুদ্ধ সকল লোকেই আপনার বিশেষ কোনো গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জন্মাবধি আপনাকে ভালবাসে। তবে—মনুষ্যের ভিতরে তাহার ভাল মন্দ মাঝারি সমস্ত গুণের যে একটি লয়স্থান বা সমাধিস্থান আছে, তাহাকে "গুণ" বলিতে যদি কাহারো কোনো আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বলিলেও বলা যাইতে পারে যে, সেই-গুণটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লোকে আপনাকে আপনি ভালবাসে। কিন্তু সে গুণের নাম কি—যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি নিরুত্তর। ইতিহাস শাস্ত্রে তুমি একজন অদ্বিতীয় এম্ এ—এ কথা জগতে রাষ্ট্র; সুতরাং নেপোলিয়ন-বোনাপার্ট যে, কত গ্রন্থ-কারের হস্তে কত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন তাহা তোমার জানিতে বাকি নাই। কেহ বলেন—নেপোলিয়ন বড্ড পাষাণ হৃদয় ছিলেন; কেহ বলেন—নেপোলিয়ন যেমন জনসাধারণের ব্যথারব্যথী ছিলেন এমন আর দেখা যায় না; কেহ বলেন—নেপোলিয়ন বড্ড যথেচ্ছাচারী ছিলেন; কেহ বলেন—নেপোলিয়নের মতো ন্যায়বান্ রাজ্যেশ্বর পৃথিবীতে অদ্যাপি জন্মে নাই। নেপোলিয়নের এই সকল ভাল মন্দ সমস্ত গুণ একসঙ্গে তাল পাকাইয়া সেই গুণসমষ্টির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে, নেপোলিয়নের এই মোট-গুণটির নাম কি? তবে তুমি তাহার কি উত্তর দিবে? সে গুণটিকে তুমি নিষ্ঠুরতাও বলিতে পার না, দয়া-শীলতাও বলিতে পার না; যথেচ্ছাচারিতাও বলিতে পার না, ন্যায় পরায়ণতাও বলিতে পার না। কিন্তু তবুও যখন দেখিতেছি যে, তোমার মত ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা "নাম নাম" করিয়া পাগল, তখন নামের প্রতি নিতান্তই বিমুখ হইয়া চুপ করিয়া থাকা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না; অতএব নাম-রসের রসিক-দিগের মনস্তুটির জন্য নেপোলিয়নের ঐ মোট গুণটির নাম আমি দিলাম "নেপোলিয়নত্ব"। নাম দিয়া ফেলিয়া এখন পস্তাইতেছি; দেখিতেছি যে, নেপোলিয়নত্ব গুণ—ন্যায়পরতা পরহিত পরায়ণতা প্রভৃতির ন্যায় বিশেষ কোনো প্রকার ভাল গুণও নহে, আর, নিষ্ঠুরতা

স্বেচ্ছাচরিতা প্রভৃতির ন্যায় বিশেষ কোনো প্রকার মন্দ গুণও নহে; কাজেই বলিতে হয় যে, নেপোলিয়নত্ব গুণ গুণই নহে—তাহা নেপোলিয়ন স্বয়ং! এখন দেখিতে হইবে এই যে, নেপোলিয়নত্ব গুণ যে হিসাবে গুণই নহে, সে হিসাবে নেপোলিয়নত্ব গুণের আধার-বস্তু (অর্থাৎ আদত নেপোলিয়ন বা অখণ্ড নেপোলিয়ন) নির্গুণ; আবার, যে হিসাবে নেপোলিয়নত্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশাবতারের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্তৃক নেপোলিয়নের উপরে অধ্যারোপিত হইয়া থাকে, সে হিসাবে নেপোলিয়ন সগুণ। এক সময়ে যখন নেপোলিয়নের রুষীয় প্রতিযোদ্ধারা রণে ভঙ্গ দিয়া বরফে ঢাকা নদী নালার উপর দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিল, সেই সময়ে (ইতিহাসে লেখে তো জানি—কিন্তু সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না) নেপোলিয়ন স্বপক্ষের জয়োৎফুল্ল সৈন্যবর্গকে হাঁকিয়া বলিলেন—পলায়নপরায়ণ রুষীয় সেনাগণের একমাত্র ভরসা সেই যে বরফের কঠিন পৃষ্ঠ তাহার উপরে বিধিমত-প্রকারে গোলা চালাইতে। এ সময়ের নেপোলিয়ন নেপোলিয়নত্বের রুদ্র অবতার। আবার, যে সময়ে ফরাসী রাজ্য ভীষণ বিপ্লবানলে ছারখার হইয়া যাইতেছিল সেই সময়ে সেই-নেপোলিয়নই সেই দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অর্দ্ধ মৃত শরীরে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া অনুপম শ্রী সমৃদ্ধিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ সময়ের নেপোলিয়ন নেপোলিয়নত্বের বিষ্ণু অবতার। আবার, যে সময়ে বিপুল ফরাসীস্ রাজ্যে যথেচ্ছাচারিতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল—সে সময়ে সেই নেপোলিয়নই সভ্যজগতের আদর্শভূত রাজ্য শাসনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধান ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ সময়ের নেপোলিয়ন নেপোলিয়নত্বের বিধি-অবতার বা ব্রহ্মাবতার। নেপোলিয়নের এই যে ব্রহ্মাবতার বা বিষ্ণু-অবতার বা রুদ্র অবতার যাহার কীর্ত্তিকাহিনী শত শত গ্রন্থের শত শত পত্র পৃষ্ঠা ছাপাইয়া উঠিয়া সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এই যে বাহিরের নেপোলিয়ন—এই নেপোলিয়নই সগুণ নেপোলিয়ন। পরন্তু নেপোলিয়নত্বের ঐ তিনটি অবতার ছাড়া আরএকটি অবতার যিনি আছেন—যাঁহার একটি কথাও ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সে অবতারটিকে বলা যাইতে পারে—নেপোলিয়নত্বের চতুর্থ অবতার বা তুরীয় অবতার বা পূর্ণাবতার; সে অবতারটির ভিতরে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর একীভূত হইয়া ওঙ্কারে পর্য্যবসিত। নেপোলিয়নত্বের এই যে তুরীয় অবতার ইনি নেপোলিয়নের জীবনের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা আছেন তাহাই আছেন। এই যে ভিতরের নেপোলিয়ন—ইনিই নির্গুণ নেপোলিয়ন। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে নেপোলিয়নের এই-যেমন নেপোলিয়নত্ব, তেমনি, তোমারই বা কি, আমারই বা কি, আর, অপর কোন ব্যক্তিরই বা কি—প্রতিজনেরই একটি আপনিত্ব আছে; সেই আপনিত্বটি তাহার ভাল মন্দ সমস্ত গুণেরই লয়স্থান, অথচ, তাহা নাম-করিতে-পারিবার-মতো বিশেষ কোনো গুণ নহে; তাহা না হো'ক্—তাহা বিশেষ কোন গুণ না হো'ক্—কিন্তু তাহা যে পরম ভালবাসিবার বস্তু সে বিষয়ে আর সন্দেহ-মাত্র নাই; তা'র সাক্ষী—তুমি তোমার সেই আপনিত্বটির জন্য আপনাকে যেমন ভালবাসো এমন আর কিছুরই জন্য নহে। ঈশা-মহাপ্রভু স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন—"যাহার মধ্যে ভালবাসিবার উপযুক্ত ভাল গুণ দেখিতে পাইবে তাহাকে ভালবাসিবে।" কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন—"তোমার প্রতিবেশীকে তুমি আপনার মতো করিয়া ভালবাসিবে।" কাজেই, তাঁহার ঐ উপদেশ-বাক্যটির অভিপ্রায় এ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না যে, তুমি যেমন শুদ্ধ কেবল তোমার আপনিত্বের জন্য আপনাকে ভালবাসো, তোমার প্রতিবেশীকেও তেমনি শুদ্ধ কেবল তাহার আপনিত্বের জন্য ভালবাসিবে; কেন না আপনিত্ব সকলেতেই সমান। বলা বাহুল্য যে, সবা'রই আপনার প্রতি আপনার যে একপ্রকার অহেতুকী প্রীতি স্বভাবতই আছে—শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তঃকরণে পরস্পরের প্রতি সেই প্রকার অহেতুকী প্রীতি বা নিষ্কাম প্রেম জাগাইয়া তোলাই ঈশা-মহাপ্রভুর ঐ উপদেশ-বাক্যটির মর্ম্মগত অভিপ্রায়। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মার আপনিত্বের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাও যা, আর, আত্মার কোনো বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মোট আত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাও তা—একই কথা।

শাস্ত্রে যাহাকে বলে "নির্গুণ-আত্মা" তাহা যে সোনার পাথরবাটির ন্যায় একটা ফাঁকা আওয়াজ নহে—পরন্তু তাহা যে সকলেরই পরম প্রিয়বস্তু—তাহাই আমি আজ এতক্ষণ ধরিয়া সাধ্যানুসারে বিবৃত করিয়া দেখাইলাম। জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটির মীমাংসার পথে যাত্রারম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় পাথেয় সম্বলের মোট বাঁধিয়া লইলাম। আগামীঅধিবেশনে গন্তব্য পথে বিধিমতে যাত্রারম্ভ করা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অধ্যাপক অয়কেনের একটি লেখা।

অধ্যাপক অয়কেনের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। আধুনিককালে পাশ্চাত্য জগতে

চিন্তার ক্ষেত্রে যাহারা নেতৃত্ব করিতেছেন, অধ্যাপক অয়কেন তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। ইনি দার্শনিক বলিয়া খ্যাত, কিন্তু ইহাঁর তত্ত্বালোচনা ধর্ম্মসাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। ইনি তত্ত্বকে সেই একটি সমগ্র এবং বৃহৎ দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করেন, যে দৃষ্টিটি ধর্ম্মজীবনের গভীরতার মধ্যে না পৌঁছিলে মানুষের কখনই খুলিতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

পুস্তিকাটির নাম Back to Religion, অর্থাৎ ধর্ম্মে ফিরিয়া আসা। অধ্যাপক এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধারম্ভ করিয়াছেন যে, যাঁহারা ভাবেন আধুনিক যুগে মানব জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মভাবের বিপরীত, তাঁহারা এ কালের মর্ম্মের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। আধুনিক যুগ ধর্ম্মকে চায় না এ কথা নানালোকের মুখে রটিয়া বেড়াইতেছে বটে, কিন্তু এই সময়েই মানুষের চিত্তের মধ্যে, তাহার সকল মহৎ প্রয়াসের মধ্যে ধর্ম্মের প্রয়োজন-বোধ সর্ব্বাপেক্ষা সুতীব্ররূপে অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য এখনও ধর্ম্মের স্রোত অন্তঃসলিলা নদীর মত ভিতরে ভিতরে গোপনে প্রবাহিত হইতেছে এবং উপরিভাগে এই স্রোতের উল্টাস্রোত বহিতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু যাহার দৃষ্টি অভ্যন্তরগামী, সে নিশ্চিত জানে যে এই তলার স্রোত যেদিন উপরের দিকে ভাসিয়া উঠিবে, সেদিন আর আর সকল স্রোতের মুখ ফিরিয়া যাইবে। সেদিন সকল কর্ম্ম সকল সাধনা সকল ব্যাপারে ধর্ম্মের প্রভাব প্রবলতম হইয়া উঠিবে।

অয়কেন বলেন যে আধুনিক পশ্চিমদেশীয় সভ্যতা কেবলি বহির্ম্মুখীন হইয়াছে কিন্তু অন্তর্ম্মুখীন হয় নাই। ইউরোপ জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রতন্ত্রের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিয়াছে, কিন্তু মানুষের ভিতরকার প্রয়োজনের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার তাহার অবকাশ ঘটে নাই। ক্রমাগত প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া উঠিবার চেষ্টায়, প্রকৃতির সকল শক্তিকে আপনার বশে আনিয়া নানা কাজে লাগাইবার চেষ্টায় সে অহোরাত্র প্রকৃতির রাজ্যের মধ্যেই দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে। ইউরোপ শক্তিকে লাভ করিয়াছে, কিন্তু শান্তিকে পায় নাই। বড় বড় কর্ম্মজাল রচনা করিয়াছে কিন্তু তাহাতে সে আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সে বাহিরে আপনার শক্তিকে নিঃশেষে প্রয়োগ করিতে গিয়া অন্তরে রিক্ত ও দরিদ্র হইয়াছে।

এইজন্যই অয়কেন লিখিতেছেন—Back to Religion—ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু তিনি আধুনিক ইউরোপের যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহা আংশিকভাবে সত্য মাত্র। ইউরোপে কর্ম্মব্যস্ততা যে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার মধ্যে যে একটা ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকতা ও অসুস্থতা আছে, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে আগাগোড়াই বালির উপর বাসানির্ম্মাণ, অথবা বুদ্বুদমালার রচনার মত শক্তির অপব্যয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। শক্তিকে যেখানেই মানুষ বড় ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেয়, সেখানেই সে আপনার একটি মহত্ত্বকে অনুভব করিবার সুযোগ পায়। ইউরোপে এই কর্ম্মশক্তির প্রাবল্যে মানুষ আপনার কোন্ মহৎ রূপের পরিচয় লাভ করিয়াছে? ক্রমাগতই আপনাকে দান করিবার, ত্যাগ করিবার, সংযত করিবার, সকলের সঙ্গে সংযুক্ত হইবার যে পরমাশ্চর্য্য আনন্দ, তাহার স্বাদ সেখানকার মানুষ অনেকটা পরিমাণে জানিয়াছে। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল প্রতিষ্ঠানে সেইজন্য তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিষ সকল চেষ্টাকে জর্জ্জরিত ও দুর্ব্বল করিয়া দেয় না। একটা ক্লব, একটা কাগজ, একটা সামাজিক উদ্যোগ, একটা বিদ্যালয়—যাই বল—যদি আজ তাহার সূত্রপাত হইল, তবে কাল তাহা আরও শক্তি লাভ করিবে এবং এমনি করিয়া উত্তরোত্তর বলশালী হইয়া তাহা একটি মঙ্গলকেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিবে। সকল মানুষের সকল শক্তিকে সে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, উন্মুক্ত করিতে থাকিবে। কোন একটি ভাবের সূত্র পাইলেই হইল, তারপর নানা মানুষ তাহাকে অবলম্বন করিয়া স্বভাবতই দানা বাঁধিয়া উঠিবেই।

অয়কেন যে ইউরোপের এই মহত্ত্বের দিক্ দেখিতে পাননা এমন কথা মনে করিতে পারি না। কিন্তু তিনি তাহাতেই পরিতৃপ্ত নন্। বস্তুত ইউরোপের যেখানে দারিদ্র্য, সে জায়গায় তাহাকে প্রাণপণ বলে সচেতন করিবার জন্যই ইউরোপের যে শক্তির কথা আমরা বিস্ময়ের সহিত স্বীকার করি তিনি তাহাকেই তাহার জয়ের কারণ না বলিয়া পরাভবের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, খণ্ডকালকে চিরন্তনকালের চেয়ে বেশি করিয়া যখনই মানুষ দেখে, তখনি তাহার কাছে অনিত্য জিনিস নিত্যপদার্থের অপেক্ষা মূল্যবান হইয়া উঠে। চিরন্তনের চেয়ে সাময়িক ইউরোপের কাছে অনেক বড় হইয়া আছে; ক্রমাগতই সেই খণ্ড কালটুকুকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইউরোপ মনে করিতেছে সে উন্নতি লাভ করিতেছে, অথচ সে যে একই জায়গায় ঘুরিতেছে সে বোধ তাহার নাই। বৈরাগ্য জিনিসটা সর্ব্বদা মনের মধ্যে জাগরূক থাকিলে মানুষের কর্ম্মোৎসাহ নিভিয়া আসিতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ যদি একেবারেই ভাবিয়া বসে যে বর্ত্তমানের ক্ষণিক ও চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলিকে সে কোনমতে একটা সূত্রে ভরিয়া গাঁথিয়া রাখিবে—যাহা প্রতিমুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া বিলীন হইতেছে

তাহাকেই ধরিয়া রাখিবে—তবে সে চেষ্টা নদীতীরে বসিয়া তরঙ্গ হাতে করিয়া ধরিয়া রাখিবার মত ব্যর্থ চেষ্টা হইবে মাত্র। যাহাকে সে 'মডার্ণ' বলিয়া এখন এত আদর এত যত্ন করিতেছে—সে কি জানে না যে কয়েক বৎসর বাদে তাহা অত্যন্ত সেকেলে হইয়া যাইবে, হয়ত একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? চিরন্তনকে অনন্তকে কোথাও দেখিতে না পাইবার জন্য এবং স্বীকার না করিবার জন্য যুগের সঙ্গে যুগ অন্তরতর ঐক্যে মিলিত হইতেছে না, জীবনের বিচিত্র ভাগের বিচ্ছিন্নতা দূর হইতেছে না।

সুতরাং ইউরোপ এখন বহির্জগতে ক্রমাগত শক্তিকে পুঞ্জীভূত করিয়া বিশাল করিয়া তুলিবার যে সাধনায় রত রহিয়াছে তাহা যে ধর্ম্মসাধনার বিপরীত, অয়কেনের লেখায় ইহার আভাস পাইলেও ইহা তাঁহার মুখ্য বক্তব্য বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। কারণ, তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেছেন যে :অনন্তের বোধ, কালের চঞ্চল-প্রবাহের ঊর্দ্ধে শাশ্বত কোন ভূমিতে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা এ কালকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং তাহার নানা চিহ্ন স্পষ্টতই দৃশ্যমান। সেই আকাঙ্ক্ষা কি আধুনিক কালের অত্যধিক কর্ম্মশীলতা ও বৈষয়িকতার প্রতিক্রিয়া? না। কারণ, প্রতিক্রিয়া ঘড়ির দোলকের মত যত জোরে একদিকে হেলিয়া পড়ে ঠিক ততজোরেই অন্যদিকে নীত হয়—সে কখনই স্থিতিলাভ করে না। যদি কর্ম্মশীলতার প্রতিক্রিয়ারূপে ইউরোপে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইত, তবে তাহা উল্টা পাল্টা কাণ্ড করিত, অর্থাৎ হয়ত কিছুকাল সকল প্রকার কর্ম্মোদ্যম বন্ধ করিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। অয়কেন কখনই কোন লেখায় একথা বলিতে চান না যে কর্ম্মকে ব্যূহবদ্ধ করিবার জন্য ইউরোপ যে পরম একটি শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা তাহাকে কিছুই উন্নত করে নাই। ইউরোপের মানুষ কেবলি কাড়াকাড়ি ও হানাহানির মধ্যে দিন যাপন করিতেছে, তাহার জীবনে ইহা অপেক্ষা কোন উচ্চতর দিক নাই—এমন কোনো অপবাদ তিনি কোথাও দেন নাই। সুতরাং একথা আমাদিগকে জানিতেই হইবে যে এক্ষণে অনন্তের জন্য ব্যাকুলতা যদি ইউরোপীয় চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, তবে তাহা স্বাভাবিক পরিণতিক্রমেই ঘটিয়াছে, প্রতিক্রিয়ারূপে ঘটে নাই।

যে চাকা খুব ঘোরে তাহার গতি আর দেখা যায় না—শক্তি যেখানে আপনাতে আপনি ধৃত ও সংস্থিত সেখানে তাহার আর কোন সংক্ষোভ লক্ষ্যগোচর হয় না। ইউরোপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তির বিষম হাঁসফাঁস ও ছটফটানি দেখা যাইতেছে, ততক্ষণ তাহা শক্তির চরম প্রকাশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ অবিচার করিতেও সাহস হয় না যে এ শক্তি প্রলয়ই ঘটাইবে—ইহার মধ্যে সৃজনী শক্তি নাই। এটা রাজসিক—এটা সাত্ত্বিক নয়—ইত্যাদি কথা সাজাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টাও হাস্যকর। কারণ যে শক্তি প্রথমে আপনাকে জড়তার বাধা হইতে কাটাইয়া বাহির করিয়া আনে তাহাই পরিণত অবস্থায় শান্তসুন্দর সংযত রূপ ধারণ করে। এক সময়ে পৃথিবীর শৈশবে যে ঘন ঘন আগ্নেয় উচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প হইত—যখন উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা যোজন যোজন উচ্চে আকাশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—তখন সে এক সময়, আর এখন যখন সে 'শ্যাম কল্পধেনু'র মত যেন স্থির দাঁড়াইয়া আছে এবং পশুপক্ষী তরুলতা তাহাকে অজস্র দোহন করিয়া লই-তেছে—এও এক সময়! সেই ভীষণ পৃথিবীই এই শান্ত পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে।

অয়কেন এই প্রবন্ধের মধ্যে আর একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা ইউরোপের অপেক্ষা আমাদের অধিক ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন যে আধুনিক যুগের আর একটি বিশেষ সম্পত্তি, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতার সুযোগ দান। যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি কোনখানে বাধাগ্রস্ত না হয়, তাহার শক্তি যাহাতে অপরাজিত তেজে আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিতে পারে, বর্ত্তমান শতাব্দীতে সকল সভ্যজাতির ইহাই প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত অধ্যাত্মলোক একেবারে ছায়ার মত মিলাইয়া যায় নাই, ততদিন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়া দেখা দেয় নাই এবং প্রত্যেকেই আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও এক বড় সূত্রে বিধৃত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এখন ধর্ম্মের বন্ধন নাই বলিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ কিসের উপর দাঁড়াইবে? এখন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বোচ্চে স্থাপন করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলে কিসে তাহাকে ঠেকাইবে?

যদি বল, কেন কাজ যেরূপ বৃহদায়তন ও যন্ত্রবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এরূপ উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন সম্ভাবনা তো দেখা যায় না? কিন্তু অয়কেন বলিতেছেন যে কাজের মিলে ভাবের মিল ও বিশ্বাসের মিল হয় না। সেইজন্য একদিকে যেমন প্রকাণ্ড ও বিপুল উদ্যোগ সকল দেখা যাইতেছে, অন্য দিকে তেমনি দলাদলির অন্ত নাই, মানুষের মধ্যে আদর্শের ঐক্য ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, পরস্পরকে পরস্পর খুব কম বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করিতেছে এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে যে মিলন ঘটায় তদপেক্ষা এই বিচ্ছেদ কোন অংশেই কম প্রবল নহে।

আবার শুধু কর্ম্মে নয়, যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় আনন্দে

সম্মিলিত হইতেছে. সেখানেও যথার্থ হৃদ্যতার চেয়ে বাহিরের চিকণ-চাকণ ও ভব্যতাই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। অতএব কর্ম্ম মানুষকে মিলাইতে পারে এ কথা মনে করিয়া যদি আমরা সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করি, তবে আমাদিগকে নিঃসন্দেহ নিরাশ হইতে হইবে। সোস্যা-লিজম্ বল—যে কোন পন্থা বা উপায় বল—তাহা এক হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আঘাত করিয়া বাহির হইতে মানুষকে বাঁধিতে চায়। অথচ ধর্ম্মের বাঁধন তো বাহিরের বাঁধন নয়,—সে ধীর ভাবে অত্যন্ত সঙ্গোপনে অন্তরে অন্তরে যোগ স্থাপন করিয়া দেয়। সে যোগ—আদর্শের যোগ, বিশ্বাসের যোগ, ভাবের যোগ। যে যোগ ভিতরে ভিতরে হইয়া আছে সে যে তাহাকেই চেতনার মধ্যে উপনীত করিয়া দেয় মাত্র। সুতরাং যদি আমরা আধু-নিক কালের এই অত্যুগ্র বিচ্ছেদপরায়ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে নরম করিয়া মানুষে মানুষে দৃঢ়তর সত্যতর সম্বন্ধ স্থাপন করা প্রয়োজন বোধ করি, তবে যথার্থ ধর্ম্মজীবনকে গ্রহণ করা ভিন্ন আমাদের আর উপায়ান্তর কি থাকিতে পারে?

অয়কেনের এই কথা ইউরোপের সম্বন্ধেই শুধু খাটে না, আমাদের দেশের সম্বন্ধেও যথেষ্ট খাটে বলিয়াই আমার কাছে ইহা নূতন লাগিয়াছে। আমাদের দেশে সামাজিক সম্বন্ধের কত বিচিত্রতা ও স্নেহপ্রীতির চর্চ্চার কতই অবকাশ—তথাপি আমার মনে হয় যে আধুনিক কালে আমরা চিত্তের দিক্ দিয়া মিলিতেছি না। এখন তো সাবেক কালের সামাজিক মিলনের মধ্যে, হাসি-গান-গল্প-আমোদের মধ্যে উৎসব-পূজা-পার্ব্বণের মধ্যে আমা-দের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইতে পারে না—এখন যে আমাদের চিত্ত উদ্বোধিত হইয়াছে, জ্ঞানস্পৃহা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, ভাবের ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়াছে! সেই জন্য বাহ্য আমোদ-উৎসবের অভাব না ঘটিলেও আমাদের চিত্ত কি ভয়ঙ্কর একলা, আপনার-মধ্যে-আপনি! বড় জায়গায় আমাদের মিলন হয় না বলিয়া আমাদের সমাজের মধ্যে সেই একটি আলো বিকীর্ণ হইতেছে না যাহা চেত-নাকে ক্রমাগত আঘাত দিবে এবং তরঙ্গিত করিতে থাকিবে। সাহিত্য বল, শিল্প বল, সঙ্গীত বল, এই অত্যন্ত একলা নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতার মধ্যে তাহারা কিছুই ফুটিয়া উঠিতে পারে না। এইজন্য যদি বা আমাদের দেশে কোন ভাগ্যবান পুরুষ ভাবের ধারা বহাইয়া দেন, তবে নানা চিত্তের ঝরণা আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিতে পায় না এবং তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া বৃহৎ করিয়া লোকালয়ের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয় না। দেশের চারিদিকে চাহিয়া কোথাও এমন একটি জনহৃদয়সম্মিলনক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে মানুষের চিত্তের সঙ্গে চিত্তের অবিরত ঘাতপ্রতিঘাতে নানা বিস্ময়কর ভাবরাশি ক্রমাগতই উন্মথিত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সৃজনলীলা চলিতেছে, আলোক এবং উত্তাপ এবং প্রাণ এবং উৎসাহ চতুর্দ্দিকে উৎসারিত হইতেছে। অথচ ভারতবর্ষের ইতি-হাসে কখনো কি মানুষের মধ্যে আনন্দের উৎস খুলিয়া যায় নাই? বৌদ্ধযুগে? বাংলাদেশে বৈষ্ণব যুগে? শিখধর্ম্মের অভ্যুত্থান কালে? যখনই ধর্ম্মজীবন বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে তখনই মানুষ জাগ্রত হইয়াছে এবং সে জাগরণ কেবল একদিকেই দেখা দেয় নাই—সাহিত্য শিল্প সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে সেই জাগরণকে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে—তাহা একই সময়ে প্রত্যেকের জাগরণ এবং সমগ্র জাতির জাগরণ হইয়াছে।

অয়কেন মানুষে মানুষে ঐক্য স্থাপন করিবার জন্য কোন বাহিরের পন্থা অথবা আয়োজনে বিশ্বাস করেন না। বহু এবং বিচিত্র জনগণকে মণ্ডলীবদ্ধ করিলে অথবা বিশেষ বিশেষ মহৎ ব্যক্তিকে সকলের আদর্শস্থানীয় করিয়া সকলের শীর্ষে বরণ করিলে যে ধর্ম্মজীবন আপনি বিকশিত হইয়া উঠিবে, তাঁহার এরূপ প্রতীতি নহে। মণ্ডলীই রচনা কর, বা গুরুই বরণ কর—মনুষ্যপ্রকৃতি যতক্ষণ না ভিতর হইতে আপনাকে আপনি অতিক্রম করিয়া উন্নত হইয়া উঠিতেছে, ততক্ষণ বাহিরের কোন আয়োজন বা ব্যবস্থায় সাফল্যের আশা করা যায় না। কেবল নিজের শক্তির সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিলে, কেবল প্রকৃতিরাজ্যে আপনার অধিকার প্রশস্ততর করিবার প্রয়াসে ব্যস্ত থাকিলে এবং অন্তর্জীবনের দিকে উদাসীন থাকিলে মানুষকে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেই হইবে, অথচ সে দুর্ব্বলতা দূর করিবার কোন উপায় বাহির হইতে কোন প্রকার চেষ্টার দ্বারা আবিষ্কার করিবার শক্তি তাহার থাকিবে না। বাহিরের কোন আয়োজনের আবশ্যকতা নাই—ভিতর হইতে সত্য ধর্ম্মজীবন ও সাধনার প্রয়োজন হই-য়াছে। ধর্ম্মকে আধুনিক যুগ সকলের চেয়ে বড় করিয়া চায় না বলিয়াই, তাহার প্রয়োজন এই যুগেই এত গুরু-তর হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য ধর্ম্মে ফিরিয়া আসা বলিতে ধর্ম্মের বাহ্য প্রথা ও আচারে ফিরিয়া আসা মনে করিলেও ভুল হইবে। কি ইউরোপে, কি এ দেশে, ধর্ম্ম বাহ্যিক ও অভ্যাস-গত ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতি লোকে আস্থা হারাইয়াছিল। জীবনের ভিতর হইতে ধর্ম্মকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে হইবে—সমস্ত জীবন তাহারি দ্বারা বৃহৎ ও উদার, সত্য ও পরিপূর্ণ হইয়া সকল গ্রন্থি ছিন্ন করিবে, সকল সংশয় দূর করিবে। অনন্ত আর শূন্য অবচ্ছিন্ন সত্তামাত্র হইয়া থাকিবেন না—

প্রত্যেক কালের মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট হইবেন এবং তাহার নিত্য দিক্‌টিকে অনিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অধ্যাত্ম জীবনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিবেন—প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে, কাজে, চিন্তায়, সর্ব্বত্র অনন্ত আপনাকে প্রকাশিত করিবেন, সমস্তকে আপনার মহান্‌ আবির্ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবেন। রুনেবার্গের একটি বচন অয়কেন উদ্ধার করিয়াছেন সেটি আধুনিক মানুষের এই অনন্তবোধের ভাবটিকে সম্যক্‌ প্রকাশ করে :—"যে প্রাচীন কখনো প্রাচীন হয় না, যিনি তাহাকেই ধরিয়া থাকিতে চান্‌ তিনি নিশ্চয়ই সেই পুরাতনকে পরিত্যাগ করিবেন, যাহা জীর্ণ হইয়া যাইতে বাধ্য।"

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

অটল।

শত্রুর করে সঁপিবে দুর্গ
নহে কাপুরুষ হেন,
মেঘভেদী তার অটল ললাট
কালের ফলক যেন!
বজ্র আঘাতে হৃদয় যাহার
বজ্রমণির মত;
খড়্গ কৃপাণ কি করিবে তার
তীক্ষ্ণবাণ শত শত?
মেঘের কেতন উড়াতে যে জানে
বান্ধা উত্তরী যার,
সহজে বিদ্যুতে করে যে পোষণ
বক্ষে উপবীত হার,
বরুণের পাশে মাথার পাগড়ী
যে জন বাঁধিতে পারে
সে কি ডরে শীতের বাতাসে
ত্রিযামা অন্ধকারে?
বৃথাই সেথায় কালের ভ্রূকুটি
দৈব দানব বল,
উপাধান যেথা হয়েছে আকাশ
শয্যা সাগর জল!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আমেরিকায় নিগ্রোহত্যা ও আমেরিকানের প্রায়শ্চিত্ত।

কয়েক সপ্তাহ হইল আমেরিকা হইতে একপত্রে সেখানকার খবরের কাগজের একটি টুকরা এবং নিম্নলিখিত সংবাদ পাই :—

"এখানে একটা সহরে একজন কাফ্রিকে সেখানকার লোকে lynch করে ষ্টেজের উপর পুড়িয়ে মেরেছিল, শুনেছি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত তার দর্শকদের মধ্যে ছিল। chapman তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েছিলেন। এই cutting থেকে তাঁর কতকটা পরিচয় পাবে। ঠিক জানিনে এটা একটুখানি বেশি রকম নাটকের বেশ ধ'রেছিল কিনা—অর্থাৎ পোড়ানোটা যেমন নাটকের বেশে ঘটেছিল তার জবাবটাও ঠিক তেমনি নাটকের বেশ ধ'রেছিল কিনা। কিন্তু সেটা মানুষের উপরে এবং তার অন্তরের ভাবের উপর নির্ভর করে। যাই হোক স্বদেশের পাপের জন্য স্বদেশবাসী প্রত্যেকের প্রায়শ্চিত্ত দরকার—দণ্ড ত প্রত্যেকেই পাচ্চি কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত ত করিনি। আমাদের নিম্নশ্রেণীর প্রতি আমাদের যুগসঞ্চিত পাপ জমে আছে এবং যুগে যুগে তার দণ্ড চলচে—কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ত—ভিতরের দিকে বেদনাকে না জাগালে বাইরের দিক থেকে শাসন নিতান্ত অপমানের মত এসে পড়ে।"

খবরের কাগজের টুকরায় লেখা আছে :—"লিঞ্চিং এর পর এক বৎসর অন্তে জন্‌ চ্যাপম্যান এক প্রার্থনা-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। মাত্র চারিজন লোক উপস্থিত ছিল। এই সভার উদ্দেশ্য কোন অভিযোগ উত্থাপন করা নয়, কিন্তু পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চ্যাপম্যান, তাঁহার এক বন্ধু, একজন নিগ্রো স্ত্রীলোক এবং একজন মাত্র কৌতূহলী দর্শক এই চারিজন প্রাণী ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইবার কোন তাগিদ অনুভব করিল না। চ্যাপম্যান লিখিয়াছেন, যে সহরে সেই লোমহর্ষক কাণ্ডটি সংঘটিত হইয়াছিল, সেইখানে যখন তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন, তখন সেখানকার লোকদের কোন সহানুভূতি পাইলেন না। খবরের কাগজওয়ালারা সেই ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত-সভার কোন উল্লেখ করিতেই রাজি হইল না। অনেক কষ্টে তাহাদিগকে তিনি সম্মত করাইতে পারেন! যেখানে তিনি সভা করিলেন, তাহার নিকটেই গির্জ্জায় উপাসনা চলিতেছিল, ক্রমাগত লোকজন সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, অথচ ভিতরে আসিয়া যোগদান করিবার জন্য কাহারও আগ্রহ হইল না। চ্যাপম্যান সভাগৃহ লোকে যেন পরিপূর্ণ এইরূপ মনে করিয়া প্রার্থনা এবং বক্তৃতাদি করিয়া গেলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"বন্ধুগণ! অদ্য আমরা মানব ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ একটি পাপের সাম্বৎসরিক দিনটিকে স্মরণ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সেই পাপকে গালি দিবার

জন্য আসি নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে আমাদেরও যে অংশ আছে সেই কথা মনে করিয়া অন্তরের অনুতাপ প্রকাশ করিবার জন্য আসিয়াছি। যাহারা এই পাপে লিপ্ত ছিল তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে তাহা জানি। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, সমস্ত সমাজ, এমন কি সমস্ত দেশ এই পাপে বাস্তবিকই জড়িত হইয়া আছে। অভিযোগ আনয়ন করিবার চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার দ্বারা এই অপরাধের গুরুত্বই অনুমিত হয়—সকলেই যে ইহার মধ্যে কিছু না কিছু জড়িত তাহাই সপ্রমাণ হয়।

"আমি কেন আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি সেই কথাটি তোমাদিগকে জানাইতে চাই। এক বৎসর পূর্ব্বে খবরের কাগজে যখন আমি পাঠ করিলাম যে একটি জ্যান্ত মানুষকে দগ্ধ করিয়া মারা হইয়াছে—তাহাকে লোহার খাটে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সে যখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া নিস্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে তখন তাহার নিষ্ঠুর প্রাণহন্তাগণ কাঁটা দিয়া তাহাকে খোঁচাইয়া ঠেলিয়া দিয়াছে আর হাজার হাজার সুসজ্জিত আমেরিকান নরনারী ভয়ে হোক, ঔদাসীন্যে হোক, নিষ্ঠুর কৌতুকে হোক, নিঃশব্দে বসিয়া তাহা দেখিয়াছে—একজনও ইহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করে নাই, খৃষ্ট বা মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করে নাই,—যখন আমি খবরের কাগজে এই ঘটনাটি পড়িলাম আমি যেন চকিতের মত এ দেশের নিশ্চেতন আত্মার ছবিটি দেখিতে পাইলাম। আমেরিকান হৃদয়ের সেই চিত্র আমার কাছে পরম ভীষণ এক পাপী হৃদয়ের চিত্রের মত বোধ হইল—তেমনি কঠিন, তেমনি ভয়ঙ্কর!

"আমি মনে মনে বলিলাম, আমি ইহা বিস্মৃত হইব—আমরা সকলেই বিস্মৃত হইব—কিন্তু ইহাতো মুছিয়া যাইবার নয়। আমি যাহা দেখিলাম তাহাতো মায়া নয়। তাহা সত্য। আমি এই জাতির হৃদয়ের মধ্যে মৃত্যুকে দেখিতে পাইলাম। একজন মানুষের মৃত্যু-যন্ত্রণা স্থির হইয়া বসিয়া বসিয়া যে দেখিতে পারে তাহার হৃদয়কে মৃত বলিব না কি বলিব! ধর্ম্মের অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অনেক সময় এরূপ অনেক নিষ্ঠুর আচরণ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছে, স্বাদেশিক উত্তেজনার দ্বারাও এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণাপরবশ হইয়া মানুষ এরূপ ভীষণ কার্য্য করিতে পারে, এবং রোমসাম্রাজ্যের পতন দশায় এম্ফিথিয়েটারে জনগণের হৃদয়হীন উন্মত্ততায় ইহা সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু এখানে এ সকলের একটি কারণও বিদ্যমান ছিল না—ধর্ম্ম সংস্কার নয়, প্রথা নয়, বিদ্বেষ বা ক্রোধের কোন কারণই ছিল না—তথাপি নিতান্ত অহেতুক ভাবে নরহত্যা সম্পাদিত হইল এবং সুসভ্য দর্শকবৃন্দ তাহার সাহায্য করিতে কুণ্ঠা মাত্র বোধ করিল না।

"এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই দিন আমি এই জাতির অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলাম এবং বুঝিলাম যে কেবল স্বার্থচেষ্টায় অন্ধভাবে ভ্রাম্যমাণ এই জাতির হৃদয়ের সকল স্নায়ুপেশী কিরূপ অসাড় হইয়া গিয়াছে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে। কোন আইন, কোন শিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রণালী কিছুতেই ইহার আরোগ্য নাই। এ যে মৃত্যু। একমাত্র জীবন ভিন্ন ইহাকে রক্ষা করে কে? ঈশ্বরের প্রেম এবং মানবের প্রতি শ্রদ্ধা ইহাই এক্ষণে একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া আমি অনুভব করিলাম। এই সত্য প্রয়োজন যেমনি আমি দেখিতে পাইলাম অমনি আমার ভয় হইল পাছে আমি ইহা আবার বিস্মৃত হই। পাছে বলিয়া বেড়াই যে শিক্ষার আরও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আবশ্যক, কারণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে যাহা আবশ্যক তাহা শিক্ষার অপেক্ষাও গভীরতর। তাই আমার মনে হইল যে এই দিনটিকে স্মরণ করা আমাদের প্রয়োজন। যে সহরে এই পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই খানেই সকলে মিলিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করা চাই। আমাদের হৃদয় যাহাতে তাঁহারি দিকে ফিরিতে পারে এবং তাঁহার করুণা যাহাতে আমাদের চিত্তে অবতীর্ণ হইতে পারে, সেই জন্য তাঁহার নাম কীর্ত্তন করা চাই।

"এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে আর একটি কথা আমি বলিতে চাই। এ ব্যাপার কথনই স্থানীয় নয়, কেবল এই সহরটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ নয়। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি এ সম্বন্ধে যখন এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'এ তো আমাদের প্রদেশে ঘটে নাই।' কিন্তু আমি জানি যে এই নিষ্ঠুরতা এই সহরের নয় এবং এই বর্ত্তমান কালেরও নয়। ইহা সমস্ত আমেরিকার এবং তিনশত বৎসর কালের নিষ্ঠুরতা—ইহা সেই ক্রীতদাস ব্যবসায়ের নিষ্ঠুরতা। কোন একটি স্থান, কোন একদল লোককে ইহার জন্য দোষী করা যায় না। তিন শত বৎসর ধরিয়া একটা জাতি অমানুষিক অপরাধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার পক্ষে সহসা তাহার কালিমা মুছিয়া ফেলা শক্ত হয়। সেই পাপের চিহ্ন আমাদের মুখের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া আছে। ইউরোপে এমন কোন দেশ নাই—হয়ত জগতে এমন কোন দেশ নাই—যেখানে এই ঘটনার তুল্য লোমহর্ষক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে পারিত।

"যে দিন এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে, কত শত শতলোক গাড়ীতে চড়িয়া আসিয়া এই নিদারুণ ব্যাপার দেখিয়া-

ছিল, কত পথিক দলে দলে আসিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু একজনও ইহার বিরুদ্ধে কিছুই করে নাই।

"পরদিন প্রভাতে খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রচারিত হইল এবং এই পক্ষাঘাত সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত দেশ নিঃশব্দে এই ভীষণ নরহত্যার কথা শ্রবণ করিল—অথচ কোন সাড়া দিল না। কি যে করা কর্ত্তব্য তাহাও স্থির করিতে পারিল না। সে কথাও আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না।

"আমি নিশ্চয় জানি যে এ ব্যাধি অতীত হইতে আমাদের মধ্যে আসিয়াছে। ক্রীতদাস প্রথা এই কারণেই অন্যায় যে তাহা মানুষকে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন করিয়া দেয়।

"এ কথা আমরা যেন কেহ না বলি তুমি আমি এ কার্য্য করি নাই অতএব ইহার জন্য আমাদের অনুতপ্ত হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা ইহাতে জড়িত হইয়া আছি—ইহাতে জড়িত হইয়া আছি। এখনও যে আমরা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি। এ যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা—কেবল আমাদের এই জাতির ইতিহাসের নহে, আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসের ঘটনা। আমাদের এখন জীবনের প্রয়োজন—গ্রন্থ, সভাসমিতি, নিয়ম কিছুই আমাদিগের কোন কাজে লাগিবে না। যাহাতে নবপ্রাণ নবপ্রেম নব আশা ও নব বিশ্বাস আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সচেষ্টভাবে সাধনা করিতে হইবে।"

আমেরিকার এই ঘটনার মত নৃশংস ব্যাপার আমাদের দেশে হয়ত ঘটিতে পারে না, কিন্তু তথাপি "আমাদের নিম্নশ্রেণীর প্রতি আমাদের যুগসঞ্চিত পাপ জ'মে আছে এবং যুগে যুগে তার দণ্ড চলচে" সে কথাটি যেন আমরা কদাচ বিস্মৃত না হই। ইহা যেন মনে রাখি যে সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি তবে যাহাদের নিয়ত অপমানিত করিতেছি একদিন "অপমান হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।" এই ভারতবর্ষে যে ছয়কোটি লোককে অস্পৃশ্য করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শক্তিকেই পঙ্গু করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছি। আমাদের পাপ তিনশত বৎসরের নয়, তাহা বহুযুগের। সুতরাং তাহাকে দূর করিবার জন্য কেবল কি বাহিরের উত্তেজনা, সভাসমিতি বক্তৃতা, শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি এমন কি শিক্ষাসংস্কার পর্য্যাপ্ত হইতে পারে? আমাদেরি কি ভগবৎকরুণার কোন প্রয়োজন হইবে না?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

উৎসর্গ।

ওগো শতদল কমল আমার
ওগো দিনকর-প্রিয়া।
তরুণ দিনের লাবণ্য আধার,
জীবনে যৌবন হিয়া!
লীলার কমল করিতে তোমারে
পরাণ নাহিক চায়,
পূজার অর্ঘ্য রচনা কেমন
আজিও জানি না হায়!
পূজা নিবেদন নাই যদি হয়,
ক্লান্ত নয়ন পরে,
দিনের আলোক মিলাবার আগে
নীরবে পড়িও ঝরে'!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ব্যক্তিত্ব-বোধ।

ব্যক্তিত্বের বোধ এ কালের একটি বিশেষ জিনিস। এ যুগের সভ্যতায় মানুষ যতই রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে ও সকল ব্যাপারে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইবার অবকাশ পাইতেছে, ততই এই বোধ তাহার মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। ইহাকে আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

ব্যক্তিত্ব কথাটা যদি চ ইংরাজী Personality কথাটার অনুবাদ—তথাপি ঐ বৈদেশিক শব্দের চেয়ে আমাদের দেশীয় শব্দ অনেক বেশি ভাবপ্রকাশক। ব্যক্তি মানেই যাহা ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। অস্ফুট অপরিজ্ঞাত অবস্থা হইতে সুস্পষ্ট সুবিজ্ঞাত অবস্থায় যাহা মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই ব্যক্তি বলা যায়। সুতরাং Personality শব্দের আধুনিক ভাবকে এই 'ব্যক্তিত্ব' কথাটি যেমন সুন্দররূপে খুলিয়া দেয়, এমন ঐ ইংরাজী শব্দটিও দেয় কিনা সন্দেহ।

তাহার কারণ, ব্যক্তিত্ব বুঝিতে এ যুগে কোন লোকের শুদ্ধ মাত্র প্রকাশ-অংশটুকু বুঝায় না, যাহা অপ্রকাশে চাপা রহিয়াছে তাহাকেও বুঝায়। মানুষ যেটুকু আপনাকে বহির্জগতে ভাষায় বা কর্ম্মে বা আচরণে ব্যক্ত করিয়াছে সেইটুকুতেই যে তাহার ব্যক্তিত্ব পরিসমাপ্ত তাহা নহে; তাহার অস্ফুট অপরিণত ভিতরকার সত্তা যাহা বাহির হইতে কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহাও তাহার ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত। প্রকাশ এবং অপ্রকাশ এই দুয়ের একত্র সংযোগে যে বৃহৎ একটি সত্তা আমাদের

মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠে তাহারই নাম ব্যক্তি—সেই কারণেই ব্যক্তি কথাটাকে এত চমৎকার বলিতেছিলাম।

কবি রবার্ট ব্রাউনিং তাঁহার 'র‍্যাবিবেন্ এজ্‌রা' নামক এক কাব্যে ব্যক্তিত্বের এই আধুনিক ভাবটিকে সুন্দররূপে জ্ঞাপিত করিয়াছেন :—

"জগতের রূঢ় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যাহাকে স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিতে গিয়া হার মানে, সকল স্থূল হিসাবের মধ্য হইতে যাহা বাদ পড়িয়া যায়—সেই সকল অপরিণত সহজ সংস্কার, সেই সকল অদৃঢ় বাসনারাশিকে প্রত্যক্ষ কাজের মত ওজন করিয়া দেখা চলে না অথচ তাহারা মানুষের মূল্য কতই বাড়াইয়া দেয়! যে সকল চিন্তাকে ক্ষুদ্র কাজের মধ্যে ঠাসিয়া ধরা যায় না, সে সকল কল্পনাকে ভাষা বাঁধিতে পারে না,—সেই সকল অনির্ব্বচনীয় ভাবনা-কল্পনা-সমন্বিত যে আমি, সেইতো আমার প্রকৃত আমি! সে 'আমি'কে মানুষ অস্বীকার করিলেও তাহারই একমাত্র মূল্য ভগবানের দরবারে!"

কিন্তু এই যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত মিলাইয়া আমার আমিত্ব, তাহার যথার্থ স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে নির্ণীত করা কি কোনক্রমেই সম্ভব? আধুনিক কালে সেইজন্য ব্যক্তিত্ব বলিতে ঠিক কতখানি বোঝায় তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়াছে। কারণ, সাবেককালের মত ব্যক্তির যেটুকু ব্যক্ত অংশ সেইটুকু অবলম্বন করিয়াই যদি বিচারে প্রবৃত্ত হই, তবে ঠকিতে হইবে। সে ব্যক্ত অংশ বৃহত্তর অব্যক্ত অংশের তুলনায় কতটুকু? এ যুগে, মনস্তত্ব, সমাজতত্ব, নীতিতত্ব, সকল মানবতত্বই এই কারণে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিত্বের পরিধি যদি প্রকাশের মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকিত, তবে এ সকল তত্বনিরূপণের কার্য্য সুসাধ্য হইত—কিন্তু সে পরিধি যখন ক্রমেই বিস্তৃত বিস্তৃততর হইয়া ধারণার অগম্য হইয়া উঠিতেছে, তখন তত্বের মধ্যেও নানা জটিলতার সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

এইখানে একটি বড় প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। প্রতি ব্যক্তির যে আপনিত্ব-জ্ঞান, অর্থাৎ আপনাকে আপনি বলিয়া জানা, তাহা কি কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ অহং-বোধ না পরিপূর্ণ আত্মবোধ? এই প্রশ্নের ঠিকমত মীমাংসা না হইলে ব্যক্তিত্ববোধের কোন অর্থই আমাদের কাছে পরিষ্কার হইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজীতে অহং এবং আত্মার প্রভেদ স্পষ্ট বুঝাইবার মত কোন শব্দ নাই। Self কথাটা অত্যন্ত অস্পষ্ট ঝাপসা কথা—শরীরী আপনাকে Self বলিতে পারে, আত্মাও আপনাকে Self বলিতে পারে। অহং—যাহা অন্যান্য জিনিস হইতে নিজেকে পৃথক্ বলিয়া জানে—সেও আপনাকে Self বলিতে পারে। আত্মা বলিতে যে সমগ্র একটি আপনি বুঝায়, যাহার মধ্যে শরীর মনপ্রাণ বুদ্ধি সকল খণ্ড বোধের একীভূত মোট বোধ একেবারে মজুত রহিয়াছে, যে পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন নয়, কিন্তু পরমাত্মার প্রকৃতিই যাহার প্রকৃতি—ঠিক্ সেই আত্মার স্বরূপের এই বড় এবং পরিষ্কার ধারণাটি একটি মাত্র শব্দে বুঝাইবার মত কোন শব্দ ইংরাজীতে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। সেই জন্য ব্যক্তি আপনি বলিতে অহং বোঝে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন আপনি বোঝে, না—সমগ্র আপনি, অখণ্ড আপনি বা আত্মা বোঝে, সে কথাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

অন্যান্য সকল পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া যে বস্তুকে অহং বলা যায়, তাহার সঙ্গে যাহা অহং নয় এমন আর-আর সকল জিনিসের সুনির্দ্দিষ্ট রেখায় প্রভেদ নির্ণয় করা চলে কিনা প্রথমে তাহাই দেখা যাক্। অহং সকল জিনিসকেই 'আমার' বলিয়া চিহ্নিত করে—ইহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অথচ সে সকল জিনিস কি তাহার বিশেষ সম্পত্তি? আমি যাহাকে 'আমার' বলি, তুমি তাহাকেই তোমার বল, অন্য লোকে তাহাকেই তাহার বলে—একই পদার্থসকলকে প্রত্যেকের অহং নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিবার চেষ্টা করে। তার মানে কি? তার মানে আর কিছুই নয় অহং যখনি যে জিনিসকে 'আমার' বলিতে চায়, তখনি সেই জিনিসের সঙ্গে তাহাকে এক ও অভিন্ন হইতে হয় অর্থাৎ তাহাকে তাহার বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যের বেড়া ভাঙিয়া অন্য পদার্থের মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতে হয়। কারণ 'আমি' বলিয়া বাস্তবিকই কোন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি? আমি ক্রমাগতই বাহির হইয়া নানা পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত ও মিলিত হইতেছি—সেই সংযোগ ভিন্ন 'আমির' অর্থ নাই, কোন প্রকার প্রতিষ্ঠাও নাই। আমার গৃহ, আমার পরিবার, আমার সম্পত্তি, আমার কার্য্য, আমার বন্ধুবান্ধব—এই সকল বিচিত্র পদার্থগুলিকে যদি আত্মসাৎ করিয়া একেবারে সরাইয়া লওয়া যায়—তবে 'আমি' বলিয়া কোন জিনিস থাকে কি? সুতরা যাহাকে 'আমি' বলি, এবং যাহাকে বলি না—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সত্যকার পার্থক্য নাই—নিজেকে সকল হইতে স্বতন্ত্র মনে করাটা কোন ক্রমেই সত্য নহে। পদে পদেই দেখা যায় যে নিজেকে বাহির করা ও সকল পদার্থের মধ্যে প্রেরণ করাই যথার্থ নিজত্ব। বিচ্ছিন্নতার বোধ নহে, কিন্তু ঐক্যের বোধের মধ্যেই যথার্থ নিজত্ব।

অতএব সকল জিনিস হইতে স্বতন্ত্রভাবে না হোক, সকল জিনিসের সঙ্গে মিলিত ভাবে যে আপনার আপনিত্বের বোধ তাহাই ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

এ যেমন একটি, তেমনি আর একটি বড় বিশেষত্ব হচ্ছে—ইহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থার ভিতর দিয়া এই ব্যক্তিত্বের একটি অবিচ্ছিন্ন স্বরূপ বরাবর থাকিয়া যায়। সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই একটি অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাকে চিনিতে পারা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

আমরা বলিয়া আসিলাম, সকল বস্তুকে নিজের অঙ্গীভূত করা, অথবা যাহা একই কথা, সকল বস্তুর সঙ্গে একীভূত হওয়া ব্যক্তিত্বের এক বিশেষত্ব। অথচ পূর্ব্বাপর সকল অবস্থার ভিতরে ইহার যে এক অবিচ্ছিন্ন স্বরূপ ইহার অপর বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে সেটার সঙ্গে গোড়ার বিশেষত্বের সামঞ্জস্য কিরূপ? বিচিত্র বস্তুর সঙ্গে একীভূত হইতে গেলেই ব্যক্তিত্বের কোন নির্দ্দিষ্টতা থাকে কি? তাহাকে কি কেবলি রূপ রূপান্তর লাভ করিতে হয় না? শুধু তাই নয় যদি একবার এ কথা স্বীকার করি যে ব্যক্তিত্বের ধারা ক্রমাগত এই বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে একীভূত হইয়াই বিপুলতর ও স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে, তবে কেবল এই জীবনেই যে সে কার্য্য তাহার আরম্ভ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। যাহা আমি এবং যাহা আমি নয়, এ দুয়ের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া গেলে আমি-বোধকে অথবা ব্যক্তিত্ব-বোধকে একেবারে সেই সৃষ্টির প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। অর্থাৎ জীব-অভিব্যক্তির সকল পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে যে এই আমি-বোধ ক্রমশঃ স্ফুট স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে এই কথা মানিতে হয়। জড়বস্তুতে এই বোধ সুপ্ত, পশ্বাদি জীবে ইহা না-সুপ্ত না-জাগ্রত, এক প্রকার অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় নিমগ্ন, এবং মনুষ্যে ইহা পূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত হইয়াছে। এমন করিয়া দেখিলে ব্যক্তিত্বকে সর্ব্বত্র মানিতে হয়। অভিব্যক্তির অর্থই এই দাঁড়ায় যে তাহা ব্যক্তিত্বকেই অব্যক্তের অন্ধকার হইতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশের আলোকে উত্তীর্ণ করিয়া স্ফুট করিয়া তুলিতেছে। ব্যক্তি কথাটার চমৎকারিত্ব তাই আমি এত করিয়া গোড়ায় বলিয়াছি।

'আমি' বস্তু যে ক্রমাগতই যাহা 'আমি-নয়' তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত একীভূত হইতেছে, তাহার নিগূঢ় কারণই এই যে যাহাকে 'আমি-নয়' বলা যায়, তাহা বস্তুতই কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। 'আমিভাব' কোন না কোন আকারে তাহারও মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দেখা যাইতেছে যে একদিকে তাহার অণুপরমাণুর মধ্যে একটি বিশিষ্টতা রহিয়াছে যাহাকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না অথচ সেই বিশিষ্টতা ক্রমাগত আপনার জীবনের গতিবেগে অগণ্য রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়া অশেষ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বস্তু একই সময় বিশিষ্টতার দিক্ হইতে 'আমি' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার অধিকারী, অথচ সমগ্রতার দিক্ হইতে তাহার সে 'আমি'র কুত্রাপি কোন সংকীর্ণ সীমা দৃশ্যমান হইবার জো নাই।

কিন্তু আমরা যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম, এখনও তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। ব্যক্তিত্বকে যদি এই বর্ত্তমান জীবনের নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে দেখিলেই তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা নির্দ্দেশ করা শক্ত হয়, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল জীবজন্তু পক্ষী তরুলতার জীবন পর্য্যন্ত তাহাকে প্রসারিত করিয়া দিলে তাহার সেই অবিচ্ছিন্ন ঐক্যরূপকে প্রমাণ করা কি দ্বিগুণতর সুকঠিন হইবে না?

প্রশ্নটি এত কঠিন যে তাহার কোন সঙ্গত উত্তর আদৌ দেওয়া যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। সকলেই জানেন ফেডারিক মায়ার্স "Human Personality & its Survival after Death" 'মানবব্যক্তিত্ব এবং মৃত্যুর পরে তাহার অস্তিত্ব' সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য গ্রন্থে বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ঐ প্রশ্নটিরই মীমাংসা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সকলেই জানেন যে কি শারীরবিজ্ঞানে কি মনোবিজ্ঞানে—শরীর এবং মনের পরস্পরের সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, শরীরের পরিবর্ত্তন মনের দ্বারা এবং মনের পরিবর্ত্তন শরীরের দ্বারা যে ক্রমাগতই ঘটিতেছে এবিষয়ে কোন অন্য মত কেহ প্রকাশ করেন নাই। একের প্রভাব অন্যের উপর স্পষ্টতই কার্য্য করিতেছে। সুতরাং শরীরের অবসানের পরে আমাদের ব্যক্তিত্ব কি ভাবে থাকে সে সম্বন্ধে সংশয় কোনমতেই দূর হইতে চায় না। মায়ার্সকে এই কারণে আমাদের মধ্যে একটি দ্বিতীয় ব্যক্তির (Secondary Self) কথা অবতারণা করিতে হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে মগ্ন চৈতন্য অথবা Subliminal consciousness-এর তত্ত্ব উপস্থিত করিতে হইয়াছে। আমাদের চেতনার সমস্তটা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারে আসে না, তাহার অনেকটাই আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু সেই অজ্ঞাত মগ্ন চৈতন্য এবং তাহার সাক্ষী সেই আমাদের অন্তর্নিহিত দ্বিতীয় সত্তা কোন কোন সময়ে কোন বিশেষ আঘাতে যখন সহসা জাগ্রৎ চৈতন্যের ক্ষেত্রে আসিয়া কার্য্য করে তখনই আমরা মানসরাজ্যে অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য সকল ব্যাপারের পরিচয় পাই। প্রতিভার কার্য্য অনেকটা এই মগ্ন চৈতন্যলোকের অধিপতি সেই দ্বিতীয় পুরুষের কার্য্য।

মায়ার্সের এই মত সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের চৈতন্যকে আমরা যতটুকু সীমার মধ্যে

বদ্ধ বলিয়া জানি সে যে ততটুকুর মধ্যে প্রকৃত পক্ষেই সঙ্কুরণশীল নহে, এ কথা অধুনা অস্বীকার করিতে পারেন এমন কেহই নাই। আর জাগ্রৎ চেতনার নীচে যদি তদপেক্ষা বৃহত্তর মগ্ন চেতনাকে স্বীকার কর, তবে সে চেতনা কাহারও কাছে হাজির নাই, কোন চেতনাবান্ পুরুষ তাহাকে ধারণ করিতেছেন না, এ কথা বলিতে পার না। যদি সেই বৃহৎ চেতনাকে কোন পুরুষ অধিকার করিয়া আছেন একথা মান, তবে যে ব্যক্তিকে খণ্ডচেতনার অধিপতি বল, তাহার সঙ্গে আর সেই বৃহৎ ও অজ্ঞাত চেতনার অধিপতির সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া দুষ্কর। সেই জন্য মায়ার্স বাধ্য হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় পুরুষ নাম দিয়াছেন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যরূপ আছে বটে কিন্তু সে যে কি ভাবে আছে, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার অগম্য। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রকাশে পূর্ণ হইয়া আছেন আর যে ব্যক্তি অপ্রকাশে লুক্কায়িত আছেন, ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন গুরুতর ব্যবধান কল্পনা করিতে পারা যায় না, কারণ প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ে মিলিয়া ব্যক্তিত্ব—সে কথা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি। সমুদ্রের ভিতর হইতে দ্বীপ জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহার যে অংশ সমুদ্রের উপরে প্রত্যক্ষগোচর সেই অংশই দ্বীপ এবং যে অংশ সমুদ্রগর্ভে সে অংশটি কিছু নয় এ কথা তো বলা চলে না। তেমনি জাগ্রৎ চৈতন্যই বলি বা সুপ্ত চৈতন্যই বলি, ব্যক্ত পুরুষই বলি বা অজ্ঞাত পুরুষই বলি উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা কেবলমাত্র মাত্রাগত ও অবস্থাগত ব্যবধান কিন্তু বস্তুগত ব্যবধান হইতেই পারে না।

এইবার আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহারে আসিয়াছি। ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে আধুনিক যুগে এই মতে বোধ হয় আসিতে হইবে যে ব্যক্তিত্ব সমস্ত বিশ্বজগৎ জুড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু কোথাও বা তাহা সুপ্ত কোথাও বা অর্দ্ধ চেতন কোথাও বা পূর্ণমাত্রায় সচেতন। আর মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব সেই দূরকাল হইতে অভিব্যক্তির নানা স্তরের ভিতর দিয়া ক্রমশ স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাহার মধ্যে সকল চৈতন্যেরই সংস্কার ও সুপ্ত স্মৃতি মজুত রহিয়াছে; সেইজন্য চৈতন্যের খানিকটা অংশ লইয়া মানুষের কারবার কিন্তু অবশিষ্ট সমস্তই এক সুগভীর অর্দ্ধচেতন লোকে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আর এই কারণেই বোধ হয় মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুইটা দিকের দ্বন্দ্ব এত প্রবল—একটা আপনার দিকে সমস্ত টানিয়া রাখিবার দিক্, অন্যটা বিশ্বের দিকে সমস্ত উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার দিক্। মানুষ স্বার্থ নহিলে বাঁচে না অথচ এই যে জিনিসটা তাহার নিতান্তই চাই সেইটাকেই সে সকলের চেয়ে বেশি করিয়া অস্বীকার করে। মানুষের যে আপনি—সে স্বতন্ত্রও বটে এবং বিশ্বব্যাপকও বটে। কারণ সেই আপনিটিই তাহার আত্মা। তাহার মধ্যে বন্ধন ও মুক্তি এই দুয়ের রূপ। সে 'পরিভূ এবং স্বয়ম্ভূ'—যেমন পরমাত্মা স্বয়ং, যাহার সহিত তাহার প্রকৃতিগত ঐক্য এবং সাদৃশ্য রহিয়াছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

উপদেশ।*

শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী অশোকা! অদ্য তোমরা ঈশ্বরের প্রসাদে তাঁর পবিত্র সন্নিধানে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে। এতদিন জীবনপথে একাকী বিচরণ করছিলে এক্ষণে তোমাদের পরস্পর সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদনিক্ষেপ করছ সাবধান হয়ে অগ্রসর হবে। এর পথ সকল অতি দুর্গম, প্রলোভন রাশি রাশি, সাবধান যেন সংসারের মোহে অভিভূত না হও, সংসারের একরকম মোহ আছে, মত্ততা আছে, সেই মোহে পড়ে আমরা অনেক সময় জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সকল ভুলে যাই, কর্ত্তব্যের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সামান্য আমোদ-প্রমোদ, অকিঞ্চিৎকর অসার কার্য্য, হীনতর সাধনায় রত থেকে, যা কিছু উচ্চ, যা মহান্, যাতে আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ হয়, সে সব জলাঞ্জলি দিয়ে বসি। বৎসগণ! তোমাদের যেন সেরূপ না হয়। তোমরা সংসারের মোহে মুহ্যমান হয়ো না, ধনমদে উন্মত্ত হয়ো না, অর্থের লোভে পরমার্থ হারিও না।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে গেলে অবশ্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন। আমাদের শরীর রক্ষা, স্ত্রী পুত্র পরিবার পালন, পদে পদে আমরা অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করি। এই অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে ধর্ম্মের বিধান দুই প্রকার—এক বিধি, এক নিষেধ। নিষেধ এই যে অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেক না, পরদ্রব্যে লোভ করিবেক না।

ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণং।
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তদ্বারা আত্মরক্ষা করিবে, যে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে সর্ব্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়।

বিধি এই যে অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেক। ধন কেবল

* বিগত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার শুভবিবাহ উপলক্ষে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

আত্মসুখের সাধন নয়—উহা পরোপকারের সম্বল। ধনীর মনে রাখা উচিত, যাদের শ্রমের ফলে আমি ধনসঞ্চয় করেছি তারাও সে ধনের কিয়দংশের ন্যায্য অধিকারী। যেন মনে করেন ধন আমার নিজস্ব জিনিস নয়, আমি সবার জন্যে ধনের ট্রুষ্টী মাত্র। অন্যকে কষ্ট দিয়া যেমন ধনোপার্জ্জন করা অনুচিত, পরের কষ্ট নিবারণ ও সুখ বর্দ্ধনে ধনদান না করাও সেইরূপ। কৃপণের ধনসঞ্চয় অনর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র—অর্জ্জনের ফল দানে।

আমাদের শাস্ত্রে দানের মাহাত্ম্য ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তিত হয়েছে। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—

সহস্রগুণ মুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ

সূর্য্য যে পৃথিবী হতে রস আকর্ষণ করেন তা সহস্র-গুণে বর্ষণ করবার জন্যে।

নব্য ভারতেও দানধর্ম্মের প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। বোম্বায়ে যাঁরা লক্ষপতি, ক্রোড়পতি ধনকুবের তাঁহারা অনেকে সাধারণের হিতকার্য্যে কত লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করছেন, বাঙ্গলাদেশেও এইরূপ দু একটা সাধু দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে দেখা গিয়াছে। তোমরা এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সাধ্যমত ধনের সদ্ব্যয় করতে যত্নশীল থাকবে। কোন একটা সুনিয়মে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা Gladstone এর জীবনীতে দেখতে পাই যে তিনি বলেছেন আয়ের অন্ততঃ দশমাংশ সদ্ব্যয়ে নিয়োগ করা প্রতিজনেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সে যা হোক, আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ যার যা সাধ্য দান ও ধর্ম্মকার্য্যের জন্যে রেখে দেওয়া গৃহস্থ মাত্রেরই উচিত।

কিন্তু একটা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে, আয় অনুসারে ব্যয়—আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। এই অতিব্যয়েই সংসারে যত অনর্থ ঘটে। এই সকল বিষয়ের দায়িত্ব প্রধানতঃ গৃহিণীর উপর। সুগৃহিণীর অধীনেই সংসার সুশৃঙ্খলভাবে ভাল চলে। গৃহিণী অলস বিলাসিনী অমিতব্যয়ী হলে সংসারে যত বিশৃঙ্খলা ও অনর্থপাত হয়। কেন না এ কথা ঠিক যে, গৃহ কেবল ঘরবাড়ী নয়, গৃহিণীই গৃহের সমস্ত, গৃহিণী বিহনে গৃহ অরণ্য সমান।

কিন্তু অর্থোপার্জ্জন যতই কর এটা মনে রেখো যে টাকা কড়িই আমাদের সর্ব্বস্ব নয়! আমাদের সুখের মূল অন্যত্র। আত্যন্তিক ধন লালসায় কুফল এই যে তাতে আমাদের মনে সন্তোষের বদলে অসন্তোষ নিরন্তর জাগ্রত থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সন্তোষই সুখের মূল। যিনি সুখার্থী তিনি সন্তোষ অবলম্বন করে সংযত থাকবেন, কেননা পিপাসার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ। এক-জন কবি বলে গিয়েছেন, আমি বল্কলধারী তোমার দুকূল বেশ, তাতে প্রভেদ কি?

সতু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা।
মনসিচ পরিতুষ্টে কো ধনী কো দরিদ্রঃ॥

"সেই দরিদ্র যাহার তৃষ্ণার অন্ত নাই, মনে সন্তোষ থাকিলে কে ধনী, কেবা দরিদ্র?"

সেই সন্তোষ, সেই অন্তরাত্মার পরিতোষ তোমরা তখন পাবে যখন তোমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা থাকবে। তোমাদের সাংসারিক কৃচ্ছ্রতা হয় তাতে কি? তোমাদের আর্থিক ক্ষতি হয় তাতেই বা কি? তোমাদের প্রেম ও ভালবাসা থাকিলে কোন বিপদে তোমরা অবসন্ন হবে না—সহস্র বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে তোমরা উন্নতশির থাকতে পারবে, তোমাদের সকল ক্ষতি পূরণ হবে, সকল অভাব দূর হবে। প্রেমের সঞ্জী-বনী শক্তিতে তোমাদের সৎকার্য্য সাধনে সাহস ও উদ্যম কখন শিথিল হবে না—তোমাদের সাধু চেষ্টা, জীবনের উৎসাহ সতত জাগ্রত থাকবে। প্রেমের মোহনমন্ত্রে পর্ণকুটীরও প্রাসাদ তুল্য হয়, প্রেমের অভাবে সমুন্নত রাজপ্রাসাদও ধূলির সঙ্গে মিশে যায়। যে প্রাসাদ আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত উল্লাস বিলাসে পূর্ণ, অথচ যেখানে বিবাদ গৃহবিচ্ছেদ, যেখানে সদ্ভাব ও শান্তি নাই, সেই প্রাসাদের অধিকার অপেক্ষা কি ঐ পর্ণ-কুটীর-বাস শত-গুণে প্রার্থনীয় নয়—যেখানে নিত্য শান্তি বিরাজ করছে, যেখানে অতিথিসেবা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে গৃহের গৃহদেবতা?

এই পার্থিব প্রেমের সঙ্গে যখন স্বর্গীয় প্রেম মিলিত হয় তখন সে মণিকাঞ্চনের যোগ। শুধু পার্থিব অন্নে আমাদের জীবন পালিত হয় না—আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য ও উন্নতির জন্যে আধ্যাত্মিক অন্ন চাই। এ হতেই আমাদের জীবন পুষ্ট সরস ও পরিপূর্ণ হয়। আমাদের পদতল পৃথিবীর ধূলির উপরে কিন্তু মস্তক স্বর্গের দিকে। মৃত্যুময় সংসারে আমরা বাস করছি বটে কিন্তু আমরা অমৃতনিকেতনের যাত্রী। ঈশ্বরকে সর্ব্বোপরিস্থাপন কর—আপনার সঙ্গের সঙ্গী করে নেও, সকলি সুগম হয়ে আসবে, সকলি শান্তিময় হবে।

প্রিয় বৎসগণ! তোমরা সত্যস্বরূপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে পরস্পরের উন্নতি সাধন ও সুখবর্দ্ধনে যত্নশীল থাকবে তাবৎ গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলে সাধন করবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখবে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে

কোন কর্ম্ম করুন তাহা ব্রহ্মপ্রীতির উদ্দেশে করিবেন; ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রেখে কর্ম্ম করবে, তা হলে তোমাদের গৃহ শান্তির আলয় হবে, তোমাদের হৃদয় প্রেম ও কারুণ্যের উৎস হয়ে উঠবে, তোমাদের জীবন মধুময় হবে। অভ্রভেদী পর্ব্বত যেমন মেঘমালা ঝঞ্ঝা বজ্রবিদ্যুৎ বক্ষে ধারণ করে কিন্তু তার সমুন্নত শৃঙ্গোপরি সূর্য্যকিরণ নিরন্তর দীপ্তি পাইতে থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষ যিনি ঈশ্বরকে জীবনের আদর্শ করে চলেন, যাঁর লক্ষ্য সেই ধ্রুবতারার প্রতি স্থির থাকে, তিনি সংসারের এই কঠোর বাত্যাঘাতে অনাহত থাকেন. তিনি দুঃখ শোক পাপ তাপ হতে উত্তীর্ণ হয়ে চিরশান্তি ও অমৃত লাভ করেন।

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশ্রমবন্ধু সি, এফ্, এণ্ড্রুজ।

গত ৭ই ফাল্গুন আমাদের আশ্রমে দিল্লী কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি, এফ, এনড্রুজ অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে এক সপ্তাহকাল যাপন করিয়াছিলেন।

ইনি ভারতবর্ষে নয় বৎসর আছেন কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত এ আশ্রমের সঙ্গে তাঁহার কোন যোগই ছিল না। অথচ এই সাতদিনে আমরা অনুভব করিলাম যে ইনি কেবলমাত্র আমাদের আশ্রমের হিতৈষী নহেন, এখানকার আদর্শ ও কর্ম্মের সঙ্গে ইঁহার অন্তরতর যোগ ঘটিয়াছে। ইঁহাকে আমরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দূর অতিথিমাত্র মনে করিতে পারি নাই, ইঁহাকে বন্ধু ও সহযোগী মনে করিয়া আমাদের ভিতরে গ্রহণ করিয়া লইয়াছি।

ইংলণ্ডপ্রত্যাগত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে উদার ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে বিলাতবাসী ইংরাজের সহিত এদেশবাসী ইংরাজের কোন তুলনাই হয় না। যে ইংরাজ নিজদেশে স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া মনুষ্যমাত্রকেই উদার ভাবে গ্রহণ করে এবং পাছে তাহার আচরণে লেশমাত্র অভদ্রতা কোথাও প্রকাশ পায় এজন্য সর্ব্বদা সশঙ্কিত ও সতর্ক হইয়া থাকে, সেই ইংরাজ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার অনতিকাল পরেই দেখিতে দেখিতে গায়ের রং পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া যে এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ান নামক রূপান্তর লাভ করিয়া বসে, তাহা আমাদের ধারণার অগম্য। অবশ্য ভারতবর্ষ দ্বিজ হইবার দেশ; আমাদের পিতামহগণ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ হইবার অভিলাষী হইতেন, অতএব দ্বিজত্বের বীজাণু সম্ভবত এখানকার হাওয়ার মধ্যে বিস্তর পরিমাণে ছড়াইয়া আছে। নহিলে স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ এখানে আসিয়া প্রভুত্বপরায়ণ শক্তিমদগর্ব্বিত ইম্পীরিয়াল্ ইংরাজ হয় কেমন করিয়া?

এ দেশে ইংরাজের এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানত্বে নবজন্ম লাভ করিবার প্রধান কারণ,—এখানে ইংরাজের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রায় আপিসআদালতেই ঘটে, যেখানে তাহারা প্রভু। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্র এদেশে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ,—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশে সে রাজা এবং আমরা প্রজা বলিয়া এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ান্ ইংরাজের আমাদের গায়ের উপর এমনি করুণা ছুঁড়িয়া মারিবার ভাব, যে সেটা যে ব্যক্তির একটুকুও আত্মসম্মান আছে তাহাকে আঘাতের মতই বাজে। তাহার ভাবখানা যেন এই:—ইহারা আমাদের প্রজা, অতিশয় কৃপাপাত্র—ইহাদের কাজকর্ম্মে আমাদের সামান্য একটু উৎসাহবাক্য পাইলেও ইহারা কৃতার্থ হইয়া যায়! কিন্তু সেই ইহারাই যে তাহার সমকক্ষ হইতে পারে এবং কোন কোন বিষয়ে শ্রদ্ধার যোগ্যও হইতে পারে, একথা স্বপ্নেও মনে করা এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানের পক্ষে শক্ত। সুতরাং এদেশে যাহারা নিজের সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চায় অর্থাৎ যাহারা বাস্তবিকই শ্রদ্ধেয় লোক, তাহারা এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানের নিকট হইতে "শতহস্তেন" দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে। আর যাহারা তাহাদের কৃপাকটাক্ষ ও পিঠচাপড়ানকে হাতে হাতে স্বর্গলাভ বলিয়া আহ্লাদিত হয়, সেই পৌরুষবর্জ্জিত বিদূষকজাতীয় মানুষদের সঙ্গই ইহারা দুর্ভাগ্যক্রমে অধিক লাভ করে এবং তাহাতে ইহাদের রূঢ়তা, অশিষ্টতা ও প্রভুত্বলালসা অপরিমিত রূপে বাড়িয়া যাইতেই থাকে।

এনড্রুজ সাহেব দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে আছেন, অথচ তিনি কোনমতেই আপনাকে এই এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানত্বে রূপান্তরিত হইতে দেন্ নাই। তিনি পাদ্রী বলিয়াই যে এরূপ হইয়াছে এমন কথা মনে করিতে পারি না। কারণ ভারতবর্ষের পাদ্রীদের মধ্যেও এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানমূর্ত্তির অভাব নাই। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক শক্তিবশতই ঘটিয়াছে। তিনি ভারতবর্ষকে অশ্রদ্ধা না করিয়া তাহার আধুনিক সকল দুর্গতির মধ্যেও তাহার যথার্থ সত্যটিকে দেখিতে পাইয়াছেন। এইজন্য ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহার আশার অন্ত নাই। তিনি ইহার সকল সাময়িক আন্দোলনের চাপল্য ও ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের পশ্চাতে ইহার সেই অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যের উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, আশায় ও আনন্দে পরিপূর্ণ সুমহৎ ভবিষ্যৎকে অত্যন্ত সুনিশ্চিত রূপে দেখিতে পান্।

রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশের

আধুনিক সকল বড়লোক ও সকল ছোটবড় অনুষ্ঠান ও আন্দোলন সম্বন্ধে ইঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমি এই কথাটিই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ইনি আমাদের জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, ইনি কখনই তাহাকে পশ্চিমী চশ্‌মায় অন্যান্য ক্ষুদ্রচিত্ত মিশনরীর মত বিকৃত করিয়া খর্ব্ব করিয়া দেখেন্‌ না। যে সকল ক্ষণস্থায়ী আন্দোলন ও উদ্যোগ ফেণবুদ্বুদের মত কেবল উপরেই ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহাদিগকেই সম্মুখে রাখিয়া ইনি আমাদের দেশকে বিচার করেন না—এদেশের "হৃদয়-সিন্ধুতলে" যে "নুতন মহাদেশ" পলে পলে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে, সেই গভীরগোপন নিঃশব্দ লোকের সংবাদ ইনি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। আমি তো মনে করিতে পারি না যে ভারতবর্ষকে ভারতবাসীর মত ভাল না বাসিলে তাহার এই বর্ত্তমানের মধ্যে তাহার সেই সুদূর ভবিষ্যৎকে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে চিনিতে পারা আদৌ সম্ভব হয় কি না। দেশের ভবিষ্যৎকে যে অবিশ্বাস করে আমাদের মধ্যে এমন কোন্‌ দেশভক্ত আছেন যিনি তাহাকে নিঃসংশয় করিতে সমর্থ?

আমি বলিয়াছি যে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে এন্‌ড্রুজ সাহেবের নয়বৎসরকাল যোগ হয় নাই, কিন্তু এখন তিনি যে আমাদেরই একজন, এই কথা আমরা বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছি। সহসা এরূপ হইবার কারণ কি? অবশ্য আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার ইংলণ্ডে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল এবং তাঁহাকে সেখানে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ ইনি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি কেবল মাত্র কবির প্রতি অনুরাগবশত ইনি আশ্রমকে আপনার জিনিষ মনে করিয়া থাকেন, তবে আশ্রমের সঙ্গে তাঁহার সে যোগকে কখনই প্রাণগত যোগ মনে করিতে পারিব না। শুধু কবির কাব্যকে যাহারা আদর করিয়াছে, কিন্তু কবির জীবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা ও সাধনাকে যাহারা উপলব্ধি করে নাই, যাহারা জানে না কি একটি মঙ্গলব্রতে জীবনকে উৎসর্গ করিয়া কি একটি আনন্দময় ত্যাগে তাহাকে পরিসমাপ্ত করিবার ইচ্ছা কবির এই আশ্রম-সাধনার মর্ম্মের মধ্যে রহিয়াছে, তাহারা রসস্রষ্টা কবিকে যথেষ্ট ভক্তি করিলেও তপস্বী কবিকে কখনই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে নাই। অবশ্য এ কথা ঠিক্‌ যে কবির কাজ কখনই কেজো লোকের শুষ্ক কাজের মত নয়, সে কাজের সঙ্গে কেজো লোকের হিসাব মিলিবে না। কবির কাজে কেবল মাত্র প্রয়োজন সাধন নয় সেই সঙ্গে একটি অমৃত জোগাইবার আয়োজন থাকা চাই। সকল বড় প্রয়োজন-সাধনকে কলের মত করিয়া তুলিবার দিকে পৃথিবীর বারো আনা কেজো লোক অধুনা নিযুক্ত রহিয়াছে, কেহ এ কথা বলে না যে প্রয়োজনকে আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া দরকার, কাজকে বিরামের অঙ্গীভূত করিয়া তোলা আবশ্যক। কিন্তু তথাপি কাজ কাজই, তাহা জীবনের জিনিস, তাহা সুকঠিন ত্যাগ ও একনিষ্ঠ সাধনার অপেক্ষা রাখে। আর সে অংশে তাহার শুদ্ধমাত্র কবিত্ব হইতে স্বাতন্ত্র্য আছে। তাই বলিতেছি, যে, কবির কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে যাহারা তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের সাধনাকে না জানিয়াছে তাহারা আশ্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইতে পারে না।

নয় বৎসর কাল এন্‌ড্রুজ ভারতবর্ষকে নানা রকমে জানিবার চেষ্টায় ছিলেন, তিনি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে ইহার অন্তরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রদ্ধাযজ্ঞের সকল সমিৎ আহৃত হইয়াছিল, সকল অর্ঘ্য একে একে জড়ো হইয়াছিল, যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল, কেবল অপেক্ষা ছিল একটি অগ্নির—এক মুহূর্ত্তেই যাহা সমস্ত যজ্ঞায়োজনকে সার্থক করিয়া দিবে। এ দেশের জাতীয় প্রদীপের সলিতার অগ্রভাগে যে সাহিত্যের আলোটুকু জ্বলিয়াছে, সেখান হইতেই যে তাঁহাকে সেই অগ্নি সংগ্রহ করিতে হইবে এই কথাটি নয় বৎসর পরে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি এত অল্পকালের মধ্যেই এই সামান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এমন করিয়া আপনার হৃদয়কে গাঁথিয়া দিয়াছেন।

ইনি পাদ্রী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। ইতিমধ্যে একদিন আশ্রমের সকল অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় উপলক্ষ্যে এক সান্ধ্য সম্মিলনীতে ইনি আপনার জীবনের কয়েকটি কথা সরলভাবে বিবৃত করিতেছিলেন। ইঁহার পিতা ধর্ম্মযাজক ছিলেন, তাঁহার কিছু সম্পত্তি এক ট্রষ্টির হাতে ছিল। সেই ট্রষ্টি এক সময়ে হঠাৎ ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলে তাঁহার পিতা খুবই সাংসারিক ক্লেশের মধ্যে পড়িলেন। কিন্তু যে দিন সেই দারুণ সংবাদ তিনি প্রথমে জানিলেন, সে দিন পারিবারিক উপাসনায় যে ব্যক্তি তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহারি কল্যাণের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন। তিনি আইনের শরণাপন্ন হইলেন না। বালক এন্‌ড্রুজ নিজের চেষ্টায় বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। স্কুল্‌জীবন শেষ না হইতেই তাঁহার মনে অকস্মাৎ ধর্ম্মজীবনের জন্য ব্যাকুলতা ও প্রবল আত্মগ্লানি উদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে অশান্ত করিল। তারপর স্কুলজীবন শেষ করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছয়বৎসর কাল অধ্যয়ন করিলেন—সেখানে তাঁহার কর্ম্মের সুবিধাও হইয়া গেল; কিন্তু সেই সুখের ও আরামের জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন

এবং চার বৎসর কাল দুরন্ত পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া পুনরায় কেম্ব্রিজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আবার সেই দরিদ্রদিগের সেবার কাজে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। ইহার কিছুকাল পরে, তাঁহার মন ভারতবর্ষের দিকে ঝুঁকিল। সেণ্টষ্টিফেন্স কলেজের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হইতে সেইখানে যাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে প্রবল হইল। তিনি ভারতবর্ষে আসিলেন, কিন্তু কর্ণরোগ বাধাইয়া তাঁহাকে এক বৎসরের মধ্যেই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইল। তার পর ডাক্তারের নিষেধ সত্বেও ছয়মাস আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন বলিয়া পুনরায় তিনি চলিয়া আসিলেন এবং তারপর প্রায় নয় বৎসর কাল এই অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। স্বদেশী আন্দোলনের বৎসরে তিনি ভারতবর্ষে আসেন, তখন ইংরাজের সঙ্গে ভারতবাসীর খুবই মন-কষাকষি সম্বন্ধ চলিতেছিল! কিন্তু তিনি বলেন যে তিনি বরাবর খুব আশার সঙ্গে এই আন্দোলনকে দেখিয়াছেন এবং ইহা যে ভাবী ভারতবর্ষের নব জীবনের সূত্রপাত, ইহা তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষকে এনড্রুজের এত ভাল লাগিল কেন? আমাদের সকল চেষ্টার ভিত্তি যে ধর্ম্মের দ্বারা সুদৃঢ় এবং এ যুগে রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির তপস্যাই যে এক আশ্চর্য্য সাহিত্য শিল্পকে এ দেশে সম্ভব করিয়াছে—এই কথাটি তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের এবং সকল প্রকার অনুষ্ঠানের এমন যে অঙ্গাঙ্গী যোগ ইহাতো পশ্চিমদেশেও ঘটে নাই। এই সংখ্যারই এক প্রবন্ধে ইউরোপের মনীষী অয়কেনের আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে এক রচনার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি। তিনি বলিতেছেন :—"জীবনের উপকরণের ও বাহ্য অবস্থার উন্নতির দিকে আমরা সম্পূর্ণ মনোযোগ ও প্রয়াসকে প্রয়োগ করিয়াছি বটে কিন্তু আসল জীবনটাকেই হারাইতে বসিয়াছি, বাহিরে আমাদের কাজ যত বৃহদাকার হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরে আমাদের দারিদ্র্য ততই গভীর হইয়াছে।" * * * "এত অশ্রান্ত নড়াচড়া ও স্তূপাকার কাজ সত্ত্বেও সকল চেষ্টাই যে লক্ষ্যহীন—ইহাতেই আধুনিক সভ্যতাকে এত বিপজ্জনক ও ভীষণ করিয়াছে * * অতএব এক্ষণে সমস্তই যেমন আছে তেমনি রাখিয়া একটু আধটু অদল বদল করিলেই যে আমাদের সমস্যা মিটিয়া যাইবে একথা আমি মনে করি না—মানব প্রকৃতিকে ভিতর হইতে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। সেইজন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি।" বস্তুত এইজন্যই "গীতাঞ্জলি" পশ্চিমে এত সমাদর লাভ করিয়াছে—কবির অন্যান্য কাব্য ইহার তুল্য সমাদর লাভ করিবে কিনা সন্দেহ। পশ্চিমের সাহিত্যে জীবনের সকল বিচিত্র দিক্ খুব একটি গভীর এবং বৃহৎ প্রকাশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু যে অধ্যাত্মরসে তাহারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া এক ও সমগ্র হইতে পারে, জটিল না হইয়া সরল হইতে পারে, সেই রসতম রসটি সে সাহিত্যে অন্যান্য সকল রসের মত উৎকর্ষ লাভ করে নাই। পশ্চিমের ভোগ এবং প্রাচী'র ত্যাগ, পশ্চিমের বহুত্ব ও জটিলতা ও প্রাচী'র সরল ঐক্য ও গভীরতা, পশ্চিমের বিজ্ঞানবোধের বিক্ষিপ্ততা ও প্রাচী'র অধ্যাত্মবোধের আনন্দের সমগ্রতা—এই দুয়ের এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আধুনিক বাংলার কবির কাব্যের মধ্যে দেখা গিয়াছে বলিয়া তাহা রসিকসমাজে এত শ্রদ্ধা ও আদরের অধিকারী হইয়াছে।

এই সাহিত্যের সূত্রে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আরও নিকটতর হইবে এই আশ্বাস এনড্রুজ সাহেবের নিকট হইতে লাভ করিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এই কথা বুঝিয়াছি যে এদেশের মধ্যে বিধাতার কাজ চলিতেছে। আমরা তাঁহার অভিপ্রায়ের কথা কতটুকুই জানি! তাই এই সকল ব্যাপারে আমাদের গর্ব্বিত হইয়া চঞ্চল হইয়া বেড়াইলে চলিবে না—আমাদের বিনম্র বিনীত হইয়া তাঁহার কাজ যাহাতে আমাদের মধ্যে কোন ব্যাঘাত না পায় এবং আরও সফল হইতে থাকে এজন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

আশ্রমের ছাত্রদের ইনি দুইদিন কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। একদিন সকল ছাত্রদের সাধারণ সভায় ইনি আপনাকে তাহাদের বন্ধু বলিয়া জানান্ এবং এই আশ্রমকে যে তিনি অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে করেন ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন তাহাও বলেন। তারপর একদিন বয়স্ক ছেলেদের সভায় তিনি ইংলণ্ডের বিদ্যালয় ও সেখানকার পুরাতন ছাত্রগণ বিদ্যালয় ত্যাগের পরে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের সঙ্গে কি ভাবে যোগরক্ষা করে সে সম্বন্ধে খুব চমৎকার একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সর্ব্ব বিষয়ে বিদ্যালয়ের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপনাদিগকেই দায়ী বলিয়া মনে করে, অধ্যাপকদিগের সে সম্বন্ধে কোন দায় আছে একথা ভাবে না। ছাত্রদের অধ্যয়ন, ক্রীড়া, চরিত্র, ধর্ম্মোৎসাহ, বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান সকলদিকে যাহাতে আদর্শ না খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং উন্নতি ক্রমাগতই ঘটিতে থাকে, সে বিষয়ে ছাত্ররা, বিশেষত বয়স্ক ছাত্ররা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে। এইজন্য নিজ বিদ্যালয়ের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সকল ছাত্রের মনে এমন দৃঢ় হইয়া যায় যে যখন তাহারা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যায় তখনও বিদ্যালয়ের নামেই তাহারা পরিচিত হয়। অমুক

ছাত্র ইটোনিয়ান্ বা হ্যারোনিয়ান্—এমনি করিয়া কালেজেও তাহারা বিদ্যালয়ের পরিচয়কেই বহন করিয়া লইয়া যায়। এই ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ যেখানেই যাক্ তাহারা একটা সম্মিলনী করিয়া বিদ্যালয়কে সাহায্য করিবার চেষ্টা করে। ছাত্রজীবনে অবশ্য খুব বেশি অর্থ সাহায্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে, কিন্তু তথাপি যাহার যতটুকু সাধ্য ততটুকু বিদ্যালয়ের জন্য উৎসর্গ করিতে সে বিমুখ হয় না। প্রতি বিদ্যালয়ে একটা 'মিশন' থাকে। দরিদ্রদের মধ্যে গিয়া কাজ করিবার, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ও তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিবার অনুষ্ঠানকেই মিশন বলে। সেই অনুষ্ঠানটিকে পুষ্ট করিয়া জাগাইয়া রাখিবার ভার এই ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণই গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিকে তাহারা আসে এবং তাহাদের মধ্যে যে সকলের চেয়ে পুরাতন ছাত্র সেই সভাপতিত্ব করে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বক্তৃতার দ্বারা উৎসাহ প্রদান করে। তাহারা সে সময়ে আসিয়া আপনাদিগকে পুনরায় ছাত্রের মত করিয়াই অনুভব করিতে চায়। নূতন ছাত্রদের সঙ্গে তাহাদের 'ম্যাচ' খেলা হয় এবং তাহাতে 'ওল্ড বয়েজ কাপ' তাহারা উপহার দেয়। পুরাতন ছাত্ররা পরাজিত হইতেই ইচ্ছা করে এবং প্রায়ই হারিয়াও থাকে—কারণ, তাহারা নানাস্থান হইতে আসে বলিয়া তাহাদের মধ্যে খেলায় একটা ব্যূহবদ্ধ ভাব থাকে না। কিন্তু যদি তাহারা জয়লাভ করে, তবে তাহারা দুঃখিত হয় এবং মনে করে যে বিদ্যালয়কে তাহারা যে ভাবে দেখিয়া গিয়াছিল, বিদ্যালয় সে অবস্থায় নাই। অন্ততঃ খেলার দিক্ দিয়া তাহার অবনতি ঘটিয়াছে।

তারপর ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ের প্রধান বিশেষত্বই ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গেই ধর্ম্মমন্দির আছে, যেখানে প্রত্যহ উপাসনা হয়। ছাত্ররা এ বিষয়েও আদর্শ রক্ষা করিতে আপনাদিগকেই দায়ী মনে করে। যদি কোন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া যায়, তবে দেখিতে দেখিতে সকল বিষয়ে সেই বিদ্যালয়ের অবনতি ঘটিতে থাকে।

এনড্রুজ বলিলেন যে আমাদের আশ্রমে এই প্রকার নানা অনুষ্ঠান আছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন। যাহাতে এই অনুষ্ঠানগুলি ছাত্রদের চেষ্টায় আরও বলশালী হইয়া উঠে সেজন্য তিনি ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিলেন।

একদিন তাঁহাকে লইয়া সকল ছাত্র কোপাই নদী দেখিতে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ছোট ছেলেদের একটি গল্প শুনাইলেন ও সান্ধ্য উপাসনার পূর্ব্বে 'প্রেম' সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশের কথাটি সংক্ষেপে বলিয়াই তাঁহার কথা শেষ করিতে চাই।

তিনি বলিলেন যে প্রেম, এই মধুর কথাটিকে যদি কোন জিনিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া বুঝান যায় তবে তাহা সূর্য্যালোক। সূর্য্যালোক যেমন শুভ্র ও নির্ম্মল,—সমস্ত বিশ্বের প্রাণকে সে যেমন বিকশিত করিয়াছে,—আমাদের জীবনলোকে প্রেমও তেমনি প্রাণপ্রদ ও পবিত্র জিনিস। যদি চ সূর্য্যালোককে শুভ্র দেখায়, তথাপি শিশিরবিন্দু বা আকাশের বাষ্পকণার ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক যখন যায়, তখন তাহার মধ্যে আমরা রামধনুর আশ্চর্য্য বর্ণবৈচিত্র্য দেখিতে পাই। তখন প্রধানত তিনটি বর্ণ লক্ষ্যগোচর হয়,—যদি চ তদ্ভিন্ন অন্য বর্ণও আছে। একটি নীল, একটি সোনালী বা পীত, ও একটি গভীর রক্তবর্ণ। প্রেমের মধ্যেও এই তিনবর্ণ দেখা যায়। প্রেমের নীলবর্ণটি কি? ইংলণ্ডে একপ্রকার পুষ্প আছে, যাহা গন্ধমাধুর্য্যে ও শোভায় অন্য সকল পুষ্পকে পরাজিত করিয়াছে। অথচ তাহা এমনি নম্র এমনি মাটীর সঙ্গে মিশিয়া থাকে যে তাহাই তাহার সৌন্দর্য্যের প্রধানতম কারণ হয়। সে পুষ্পটির নাম ভায়লেট্। প্রেম তাহারি মত দীন ও নম্র।—কোথাও যদি প্রেম দেখ, অথচ দেখ যে সে আপনাকে সকলের নীচে রাখে নাই, তাহার মধ্যে দীনতা নাই তবে সে প্রেম নয় জানিবে। প্রেমের সোনালী বর্ণটি কি? সোনা যেমন খাঁটি—তাহাকে আগুনে পুড়াইলে সে যেমন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে—প্রেম তেমনিই খাঁটি, তেমনিই সত্য। জীবনের সহস্র বিপত্তি সহস্র পরীক্ষার মধ্যেও যথার্থ প্রেম-বস্তু কখনই ম্লান হইবে না, তাহার সত্য দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সেই অম্লান সত্য প্রেমের পীতবর্ণ। আর প্রেমের রক্তবর্ণ আমাদের হৃদয়ের বর্ণ। তাহা আত্মবিসর্জ্জন এবং তাহাই প্রেমের শ্রেষ্ঠরূপ। প্রেম আছে অথচ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা নাই—আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া সার্থক হইবার বেদনা নাই—ইহা কখনই যথার্থ প্রেমের লক্ষণ নহে। এইবার এই তিনবর্ণ যখন জীবনের মধ্যে মিলিয়া যায়, তখন তাহার সেই মিলিত রূপটিকে কেমন দেখি? ঠিক্ যেমন এই সূর্য্যালোক—এমনি শুভ্র, পবিত্র, পরিপূর্ণ। এই প্রেম—এই মিষ্ট কথাটি—ছাত্রদের কাছে তাঁহার বিদায়ের বাক্যরূপে তিনি রাখিয়া যাইতে চান্—এই কথা বলিয়া এনড্রুজ তাঁহার সুন্দর উপদেশটি শেষ করিলেন।

আমিও এইখানে তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটিই শেষ কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে চাই। তাঁহার সমস্ত জীবনের ও কার্য্যের মূল উৎস এই একটি কথায়

বুঝা যায়। মুক্তাহারের মাঝখানে একটি ইন্দ্রনীল মণি যেমন সমস্ত হারটিকে আপনার দ্যুতির দ্বারা সার্থক করিয়া দেয়, তেমনি এই একটি জিনিস এই প্রেম,—সাহিত্যানুরাগ বল, দেশানুরাগ বল, সমস্ত গুণকেই বাঁধিয়া তুলিয়া আপনার মাধুর্য্যের দ্বারা সুন্দর ও শুভ করিয়া তোলে। ইঁহাদের জীবনের নিকটে আসিলে এই কথাই বারম্বার মনে পড়ে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ।

কেঁধ্‌গাছের শুঁয়ো পোকা ও তাহার প্রজাপতি।

আমাদের আশ্রমের মধ্যে এবং বাহিরে অবারিত প্রান্তরে অনেক জাতীয় উদ্ভিদ আছে। ঐ সকল গাছের পাতায় অনেক রকমের পোকা মাকড় পাওয়া যায়। আমরা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া আশ্রমের ভিতরের এবং বাহিরের প্রান্তরের ঘাসে, গাছে, লতায় যে সকল কীট থাকে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি পোকার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পাঠকদের কাছে উপস্থিত করিয়াছি। আজ আর একটি কীট সম্বন্ধে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা পাঠকদের সমুখে উপস্থিত করিতেছি।

(পোকা)

আমরা কেঁধ্‌ গাছে শুঁয়ো পোকা জাতীয় একপ্রকার কীট পাইয়াছি এ অঞ্চলের অনেক লোককে উক্ত পোকার নাম জিজ্ঞাসা করায় কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া অগত্যা যে গাছে তাহাকে পাইয়াছি সেই গাছের নামানুসারেই উহার নামকরণ করিলাম।

কেঁধ্‌ গাছের শুঁয়ো পোকাকে দূর হইতে দেখিলে দেখা যায় যেন একটি ছোট মাকড়সার জাল পাতার গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে। নিকটে গেলে সে ভ্রম দূর হয়। তবে যতদূর বোধ হয় এই ভ্রম মানুষের পক্ষেই ক্ষণস্থায়ী। পাখী প্রভৃতি জীব যাহারা উহাদের শত্রু, তাহাদের এ ভ্রম দূর হয় না—দূর হইলে পোকাগুলির পক্ষে আমাদের নিকট পরিচিত হইবার এমন শুভ সুযোগ কখনই ঘটিত না। পাখী প্রভৃতি জীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই জাতীয় কীটগণ যে বর্ণানুকরণ করে একথা অবশ্যই সকলে জানেন। পাখী প্রভৃতি জীবই যে কেবল ইহাদের গ্রাস করে তাহা নহে। একবার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পোকার একটি প্রজাপতিকে গ্লাসকেসের কোন বিশেষ থাকে রাখিয়া দেই। একদিন বৈকালে প্রান্তরে বেড়াইতে যাইয়া ঘাসের মধ্যে এক নূতন ধরণের ফড়িং দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরি। পরে ভ্রমক্রমে হউক অথবা স্বেচ্ছায় হউক উহাকে ঐ প্রজাপতির থাকেই আটকাইয়া রাখিয়া দিলাম। বন্দীশালা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ফড়িং মশায়ের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু গ্লাসকেশ-অধিকারী তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বরং আরো ঔৎসুক্যের সহিত ফড়িংএর বাহির হইবার চেষ্টাকে দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ফড়িংটি বাহির হওয়ার আশা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রজাপতির নিকট যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। যেমনি ধরা অমনি ভক্ষণক্রিয়া আরম্ভ করিল। অগত্যা ফড়িংটিকে প্রজাপতির কেশে রাখা একেবারেই নিরাপদ নয় বিবেচনায়, উহাকে ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। ফড়িংএর এই কার্য্য যে ক্রোধের উত্তেজনায় হইয়াছিল এ কথা যেন কেহ না ভাবেন। কারণ তাহার পরেও বাহিরে আনিয়া ফড়িংকে অনেকবার প্রজাপতি খাইতে দেখিয়াছি। সুতরাং বুঝা গেল প্রজাপতি-কীটের সব সময়ই প্রাণসংশয়। কীট হইতে পতঙ্গ জীবন লাভ করিয়াও মরণের আশঙ্কা ঘোচে না। দুঃখের বিষয় ফড়িংদিগকেও আবার এইরূপ শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। তাহারাও বর্ণানুকরণে বেশ মজবুত।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই কয়েক মাসেই এই পোকার সংখ্যা অধিক হয়, এই সময় ইহাদের মধ্যে যে শ্রেণী ঈষৎ বৃহৎ তাহারা আমগাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। আজকাল ইহাদের অত বেশী দেখা যায় না। ইহারা যে গাছে থাকে সেই গাছের পাতা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। মস্তক বাদে ইহাদের শরীরের অন্যান্য অংশ মোট দশ খণ্ড মাংস দ্বারা গঠিত। ঐ দশখণ্ড মাংসের প্রত্যেক খণ্ডের উপরে একটি করিয়া দশটি বেগুনি বর্ণের গোল বিন্দু আছে। ঐ বিন্দুর পরিধির বর্ণ কৃষ্ণ। প্রত্যেক মাংসখণ্ডের উর্দ্ধাংশের (অর্থাৎ পিঠের দিকের) দুই পাশে দুইটি করিয়া দশখণ্ডে ২×১০=২০টি কাঁটা বাঁকিয়া নীচের দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক কাঁটার গায়ে অজস্র ছোট শুঁয়ো বা রোম আছে। এই অজস্র রোম এবং কাঁটাই পোকার শরীরকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে দূর হইতে দেখিলে মাকড়সার জালের অনুরূপ দৃষ্ট হয়। ইহাদের শরীরের বর্ণ সবুজে পীতাভাযুক্ত, কিন্তু মস্তকটি প্রায়ই সবুজ দেখা যায়। ইহাদের মোট ষোলটি পদ। নিম্নাংশের দুইটি পায়ের দুই চক্র, উর্দ্ধে পর পর চারিটি চক্রে দুই পাশে দুইটি করিয়া

আটটি পা থাকে এবং পুনরায় এক চক্র উর্দ্ধে পর পর তিনটি চক্রে দুই পাশে দুইটি করিয়া ছয়টি আছে। শেষোক্ত পা ছয়টি অন্যান্য পা হইতে ছোট এবং দীর্ঘ, ঐ পা ছয়টির অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ—অনেকটা চেলা বিছের পায়ের মত। এতৎ সাহায্যে ইহারা পাতা আঁকড়িয়া ধরিবার সুযোগ পায়।

(গুটি ও নির্ম্মাণ কৌশল)

অন্যান্য প্রজাপতি-কীট যেমন পুত্তলী হওয়ার পূর্ব্বে নিয়মিত ভাবে কয়েকবার চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তন করে ইহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য তিন চার বার চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তনের জন্যই উহাদের দেহের সৌন্দর্য্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি সাধিত করা হয়। গুটি নির্ম্মাণ করিবার দুই দিন পূর্ব্ব হইতে ইহারাও অন্যান্য প্রজাপতি-কীটের ন্যায় নিঝুম মারিয়া বসিয়া থাকে। ঐ প্রকার নিশ্চল অবস্থায় ইহাদের পশ্চাদংশ হইতে এক প্রকার আঠাল পদার্থ বাহির হয়। পরে ঐ আঠা শুকাইলে, পোকাটির পশ্চাৎ অংশ পাতার সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়। গুটি নির্ম্মাণ করিবার ১১।১২ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মস্তক নীচের দিকে করিয়া ঝুলিয়া পড়ে ও তদবস্থায় ক্রমাগত নিজের শরীরকে সঙ্কুচিত করিতে থাকে। ঐ সঙ্কোচনের ফলে চর্ম্মাবরণ ঝরিয়া পড়ে। চর্ম্মাবরণহীন পোকাটিকে তখন পোকা বলিয়া চেনা মুস্কিল; তখন পোকাটির বর্ণ শুভ্র হইয়া যায়। পাগুলি মিশিয়া গিয়া দেহটি একান্ত শুভ্র মাংসের ন্যায় পাতার গায়ে দুলিতে থাকে। ক্রমে উহাই একটি সুন্দর গুটিতে পরিণত হয়। গুটির বর্ণ প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত গাঢ় সবুজ থাকে। গুটিটির গড়ন অনেকটা ছোট তিনটি গ্রন্থিযুক্ত ফড়িংএর ন্যায়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকরণার্থই বুঝি উহার চারি পাশে সুন্দর সোনালী পাড় আছে। গুটির গায় দশটি কালো বিন্দু থাকে। ১৫ দিবস অতিক্রান্ত হইলে গুটির বর্ণ ক্রমে লাল হইতে থাকে।

(প্রজাপতি)

পোকাটি প্রায় ১৯ দিন পর্য্যন্ত গুটির অভ্যন্তরে থাকিয়া অবশেষে ২০ দিনের দিনে একটি অনতিবৃহৎ প্রজাপতির আকার ধারণ করিয়া আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। প্রজাপতিটির পক্ষ চতুষ্টয়ের উপরাংশ গাঢ় বাদামি, নিম্নাংশ লাল ও গোলাপী আভাযুক্ত। এ ছাড়া পাখনাগুলিতে আরো অনেক বর্ণবৈচিত্র্য আছে, এজন্য প্রজাপতিটিকে সুন্দর দেখায়। ইহাদের পুরুষজাতীয় প্রজাপতি স্ত্রী অপেক্ষা ছোট এবং সুন্দর। এতদ্ব্যতীত পুরুষজাতীয় প্রজাপতির চারিটি পাখনার মধ্যে যে ছোট ছোট দুইটি পাখনা থাকে, সেই পাখনা দুইটির উপরপিঠের উদ্ধাংশের কিনারায় একটি শাদা ঈষৎ প্রশস্ত দাগ থাকে। ইহাদের মোট চারিটি পা ও দুই শৃঙ্গ এবং একটি শুঁড় আছে। পায়ের বর্ণ ধূসর, শৃঙ্গদ্বয়ের শীর্ষভাগের বর্ণ পলাস ফুলের বর্ণের ন্যায়। শুঁড়টি শাদায় গোলাপী আভাযুক্ত। সব সময়ই উহা কোঁকড়ান থাকে। প্রজাপতিগণ ফুলের মধু পান করিবার সময় যেখানে মধু সঞ্চিত থাকে তথায় শুঁড়টি সোজা করিয়া চালনা করিয়া মধু পান করে।

শ্রী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

সংবাদ।

বিগত ২৫এ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। এতদুপলক্ষে দরিদ্রগণকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল।

বর্ষ শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩১ শে চৈত্র রবিবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষ শেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

পরদিন ১লা বৈশাখ সোমবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

পুরাতন তত্ত্ববোধিনী।

১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা আধুনিক যুগের প্রথম মাসিক পত্রিকা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ-উপাদানে ইহার কলেবর পূর্ণ। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা সাহিত্য-রত্নাকর। এমন বিষয় নাই—যাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় নাই। ১৭৬৯ শক পর্য্যন্ত পত্রিকার সকল সংখ্যা নাই। ১৭৭০ হইতে ১৮৩৪ শক পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরের এক একখণ্ড করিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। যাঁহারা এককালীন সমস্ত পত্রিকা লইবেন, তাঁহারা বাৎসরিক মূল্য একটাকা ও কাগজে বাঁধাই ব্যয় ।০ মোট ১।০ হিসাবে পাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

ম্যানেজার আদি ব্রাহ্মসমাজ।
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

Registered No. C. 462.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশকল্প
প্রথম ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৪ সংখ্যা ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা
আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৮। সম্বৎ ১৯৬৮। কলিগতাব্দ ৫০১১। ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৵৹। ডাক মাশুল ৶৹ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	৷৷০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৷৷০
উপনিষদ ব্রহ্ম	৷০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৷০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০
ব্রহ্মোপাসনা	৴১০
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	৷৷০
মাঘোৎসব	৷৷০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১৷৷০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	৷৷০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	৷৷৵০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৷৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৶০

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২৷৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	১৵০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত	৵০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	৷০
	R.A.P.
Autobiography of Maharshi D. N. Tagore	2 8 ,,
Ditto Paper Cover	2 ,, ,,
Theist's Prayer Book	,, 1 ,,
Doctrine of Christian Resurrection	,, 2 ,,
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	,, 1 ,,
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. ,, 4 ,,
Adi B. Samaj as a Church	,, 3 ,,
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	,, 4 ,,
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	৷৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷৷০
উপনীষা	৷০
ধর্ম্মমালা	৶১০
হারামণির অন্বেষণ	৷০
ধর্ম্ম	৸০
শান্তিনিকেতন	৷০
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲
হরিলীলা	১৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি	৵০
পত্রাবলী	১৲
জ্যোতিঃ	৸৵০

Registered No. C. 462.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশকল্প
প্রথম ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৫ সংখ্যা   ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সাল ১৩১৮। সম্বৎ ১৯৬৮। কলিগতাব্দ ৫০১১। ১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ৵০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত।

মূল্য—প্রথম ভাগ ২॥০, দ্বিতীয় ভাগ ১।০, তৃতীয় ভাগ ১।০, চতুর্থ ভাগ ১।০, পঞ্চম ভাগ (নব প্রকাশিত) ১।০। আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের রচিত ভাল ভাল সঙ্গীতের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই স্বরলিপি-পদ্ধতি খুব সরল ও সহজ। এমন কি, যাঁহাদের একটু সুর জ্ঞান আছে, তাঁহারা শিক্ষকের সাহায্য-ব্যতীত স্বরলিপি দেখিয়াই গানগুলি শিক্ষা করিতে পারিবেন। স্বরলিপি-পুস্তক মুদ্রাঙ্কন যেরূপ ব্যয়সাধ্য, সে হিসাবে সাধারণের সুবিধার জন্য, ইহার মূল্যও সুলভ করা হইয়াছে।

কলিকাতা, ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্, আদিব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

গীতলিপি।

(নূতন ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপিগ্রন্থ)

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্, আদিব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥৹
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥৹
ঔপনিষদ ব্রহ্ম	।৹
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	।৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹
ব্রহ্মোপাসনা	৴১০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵৹
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶৹
পরলোক ও মুক্তি	৶৹
দশোপদেশ	॥৹
মাঘোৎসব	॥৹
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥৹
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥৹
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৶৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৶৹
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	।৹
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৶৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১।৶৹
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৶৹
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৶৹

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।৹
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	১৶৹
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৶৹
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।৹
	R.A.P.
Autobiography of Maharshi D. N. Tagore	2 8 „
Ditto Paper Cover	2 „ „
Theist's Prayer Book	„ 1 „
Doctrine of Christian Resurrection	„ 2 „
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	„ 1 „
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. „ 4 „
Adi B. Samaj as a Church	„ 3 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	„ 4 „
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸৹
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥৹
সঙ্গীতমঞ্জরী	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥৹
উপদীপ্তা	।৹
ধর্ম্মমালা	৴৯০
হারামণির অন্বেষণ	।৹
ধর্ম্ম	৸৹
শান্তিনিকেতন	।৹
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲
হরিলীলা	১৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি	৸৹
পত্রাবলী	১৲
জ্যোতিঃ	৸৶৹

Registered No. C. 462.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশকল্প
প্রথম ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৭ সংখ্যা: ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সাল ১৩১৮। সম্বৎ ১৯৬৮। কলিগতাব্দ ৫০১২। ১লা শ্রাবণ, সোমবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৵০। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা
আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
উপনিষদ ব্রহ্ম	৷০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৷০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০
ব্রহ্মোপাসনা	৵১০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
দশোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৵০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১৷৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৶০

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	১৵০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	৷০
	R.A.P.
Autobiography of Maharshi D. N. Tagore	2 8 „
Ditto Paper Cover	2 „ „
Theist's Prayer Book	„ 1 „
Doctrine of Christian Resurrection	„ 2 „
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	„ 1 „
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. „ 4 „
Adi B. Samaj as a Church	„ 3 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	„ 4 „
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথ	৷০
ধর্ম্মমালা	৶১০
হারামণির অন্বেষণ	৷০
ধর্ম্ম	৸০
শান্তিনিকেতন	১॥০
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲
হরিলীলা	১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি	৸০
পত্রাবলী	১৲
জ্যোতিঃ	॥৵০

. Registered No. C. 462.

একমেবাদ্বিতীয়ং

আদশষ্টকল্প

প্রথম ভাগ।

ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮১৭ সংখ্যা ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাল ১৩১৮। সম্বৎ ১৯৬৮। কলিগতাব্দ ৫০১১। ১লা ভাদ্র, শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩. টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ৴০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা
আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
ঔপনিষদ ব্রহ্ম	।০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগরঅক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ব্রহ্মোপাসনা	৴১০
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
পরলোক ও মুক্তি	৶০
দশোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥০
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৶০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	⁄০
রামমোহন রায় (রবীন্দ্র বাবুর কৃত)	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৶০

	মূল্য।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য়ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	১৶০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৶০
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।০
	R.A.P.
Autobiography of Maharshi D. N. Tagore	2 8 „
Ditto Paper Cover	2 „ „
Theist's Prayer Book	„ 1 „
Doctrine of Christian Resurrection	„ 2 „
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	„ 1 „
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. „ 4 „
Adi B. Samaj as a Church	„ 3 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	„ 4 „
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	।০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথ	।০
ধর্ম্মমালা	৴১০
হারামণির অন্বেষণ	।০
ধর্ম্ম	৸০
শান্তিনিকেতন	॥০
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲
হরিলীলা	১।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি	৸০
পত্রাবলী	১৲
জ্যোতিঃ	॥৶০

Registered No. C. 462.

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮২০ সংখ্যা   ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

“ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।”

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩১৮। সম্বৎ ১৯৬৮। কলিগতাব্দ ৫০১১। ১লা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ৷৶০আনা। — আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥•
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥•
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸•
* আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥•
* ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥•
ঔপনিষদ ব্রহ্ম	।•
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।•
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।•
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	।•
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।•
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸•
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
* ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵•
* কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।•
ব্রহ্মোপাসনা	৶•
বৃত্তিসহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	,,•
* আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵•
* পরলোক ও মুক্তি	৵•
* দশোপদেশ	॥•
* মাঘোৎসব	॥•
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাপড়ে বাঁধা)	২৲
কাগজে বাঁধা	১॥•
মহর্ষিদেবের আত্মচরিত পরিঃ পূর্ব্ব-পরাংশ	॥•
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৵•
* ধর্ম্মশিক্ষা	৵•
	R.A.P.
Autobiography of Maharshi D. N. Tagore	2 8 ,,
Ditto Paper Cover	2 ,, ,,
Theist's Prayer Book	,, 1 ,,
Doctrine of Christian Resurrection	,, 2 ,,

ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	।•
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্য্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১।৵•
ব্রহ্মসঙ্গীত ১০ম ভাগ	৵•
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵•
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরালাপ (প্রথম ভাগ)	২॥•
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।•
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।•
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।•
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।•
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১।•
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।•
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৲
নবরত্ন-মালা	১৵•
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵•
মহাভারত	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।•
* রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥•
* রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸•
* হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥•
সঙ্গীতমঞ্জরী	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥•
উদ্গীথ	।•
ধর্ম্মমালা	৶১•
হারামণির অন্বেষণ	।•
ধর্ম্ম	৸•
শান্তিনিকেতন	।•
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲
হরিলীলা	১।•
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি	৸•
পত্রাবলী	১৲
জ্যোতিঃ	॥৵•
	R.A.P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	,, 4 ,,
Adi B. Samaj as a Church	,, 3 ,,
A Reply to the Query "What is Brahmoism ?	,, 4 ,,
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	,, 1 ,,

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া যাইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (ইংরাজি)

আর, এন্, সমাদ্দার প্রণীত। মূল্য ১॥• টাকা।

সংবাদ-পত্রে প্রশংসিত।

Registered No. C. 462.

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে পরিচালিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮২১ সংখ্যা | ১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

“ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।”

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩১৮। সম্বৎ ১৯৬৮। কলিগতাব্দ ৫০১১। ১লা পৌষ, রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

পদরাগ।

(নূতন পুস্তক)

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

সোনার জলে বাঁধাই—মূল্য ৸৹ বার আনা।

ভক্ত ও সাধকগণের একান্ত আদরের সামগ্রী—ভক্তি ও অনুরাগপূর্ণ পদাবলী।

ভগবানের শ্রীচরণ যে কত মধুর তাহা এই পদাবলী পাঠে সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে।

বঙ্গবাসী বলেন—"এই গ্রন্থের অনেকগুলি গানই চতুর্দ্দশপদী। অধিকাংশ পদ কবিত্বের পূর্ণ পরিচায়ক। এই পদ বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর বাড়াইবে। অনেকগুলি গানে তাল দিয়া কবির দেওয়া রাগে গাহিয়া বুঝা গেল কবির কথা সার্থক হইয়াছে।"

প্রাপ্তি স্থান—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্ত, ৬।১ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা ও আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আদি ব্রাহ্মসমাজে বিক্রেয় পুস্তকাবলী।

রাজা। (নূতন ধরণের অতি উপাদেয় নাটক।) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।
মূল্য ৷৷৹ আনা।

ধর্ম্ম—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী। মূল্য ৸৹ আনা।

নৈবেদ্য—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা।

খেয়া—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

শান্তিনিকেতন—১ম হইতে ১০ম খণ্ড—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।
মূল্য—প্রতি খণ্ড ।৹ আনা।

ভক্তবাণী—১ম হইতে ৩য় খণ্ড—ভক্ত সাধকগণের বাণী-সংগ্রহ।
মূল্য—প্রতি খণ্ড ।৹ আনা।

কবীর—১ম হইতে ৩য় খণ্ড—সাধক কবি কবীরের রচনাবলী—
শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক বাংলা অনুবাদসহ।
মূল্য—প্রতি খণ্ড ।৹ আনা।

মহর্ষিদেবের আত্ম-জীবনী—মূল্য—কাপড়ে বাঁধা ২৲, আবাঁধা ১৷৷৹ টাকা।

মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী—ইংরাজ সংস্করণ { শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ২৷৷৹ টাকা।

গীতলিপি—নূতন ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি গ্রন্থ—১ম হইতে ৫ম খণ্ড।
মূল্য—প্রতি খণ্ড ।৵৹ আনা।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম—(ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্যানুবাদ) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত।
কাপড়ে সুন্দররূপে বাঁধা ও সোনার জলে নাম লেখা,
উপহার দিবার উৎকৃষ্ট পুস্তক। মূল্য ।৹ আনা।

ইহা ভিন্ন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর সকল গ্রন্থই এখানে পাওয়া যায়।

অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

Tattwabodhini Patrika. Regd. No. C 462.

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে পরিচালিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮২৩ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩১৯। সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১২। ১লা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা, ডাক মাশুল ৷০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ৷৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

"ধর্ম্মশিক্ষায়" উল্লিখিত বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় আশ্রমের উদ্দেশ্য ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয়— আশ্রমের বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পঠিত। "ধর্ম্মশিক্ষার" সহিত ইহা সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক। ৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য—।০ আনা মাত্র। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী।

১। মাধ্যন্দিন-শতপথ ব্রাহ্মণ (বহুটীকা সম্বলিত আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ) প্রথম খণ্ড ৩৲; দ্বিতীয় খণ্ড ২৸০।

২। উপনিষৎসংগ্রহ (মূল, সংক্ষিপ্ত সরল সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ) ১ম খণ্ড ।০ আনা; ২য় খণ্ড ।৵০ আনা।

৩। মিলিন্দপ্রশ্ন (মূল পালি ও সটীক বঙ্গানুবাদ), ১ম খণ্ড ১৷০ আনা; ২য় খণ্ড ৸০ আনা।

৪। পালিপ্রকাশ (পালিভাষায় সম্পূর্ণ, ব্যাকরণ ও পালি পাঠাবলী একত্র) ২৸০ আনা, বাঁধান ৩৲ টাকা।

৫। বিবাহ মঙ্গল ।৵০ আনা।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন গুপ্ত ধন্বন্তরী মহাশয়ের আশুফলপ্রদ কয়টি মৌষধ।

১। সিদ্ধ মকরধ্বজ, ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ ও মকরধ্বজ। মকরধ্বজের গুণ ব্যাখ্যা করা অতিরিক্ত মাত্র। অনুপান বিশেষে অনেক রোগ ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যাঁহারা বীর্য্যহীন ও শক্তিহীন হইয়াছেন, তাঁহারা এই ঔষধ এক সপ্তাহ মাত্র ব্যবহার করিলে ঔষধের গুণ বুঝিতে পারিবেন। এক সপ্তাহের মূল্য যথাক্রমে ৩৲, ২৲ ও ১৷০ মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র—

চ্যবন প্রাশ।

চ্যবনঋষি নিজ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ও সেবন করিয়া বৃদ্ধ অবস্থাতে যৌবনত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্বাস, কাশ, সর্দ্দি,—হাঁপানি প্রভৃতি যাবতীয় হৃদরোগের ইহা এক মহৌষধ। ইহা সেবনে জরা নষ্ট হইয়া শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। এক সপ্তাহের মূল্য ১ টাকা। প্রতি সের ৮৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

চন্দ্রপ্রভা মোদক।

ইহা পুরুষত্ব হানির অমোঘ ঔষধ। এই ঔষধের গুণাবলী অশ্লীল বোধে লিখিতে পারিলাম না। সেবনেই ইহার গুণ বুঝিতে পারিবেন। এক সপ্তাহের মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তি স্থান ৩৫ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট দর্জ্জিপাড়া কলিকাতা।

ধর্ম্মের অধিকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মূল্য ৶০ আনা। ডাকমাশুল ৴১০।

ধর্ম্মশিক্ষা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ।

মূল্য ৴০ আনা; ২০ খানি ১৲ টাকা।

২১০-৩১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ প্রবাসী কার্য্যালয়ে ও আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

শান্তি ঔষধালয়।

ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুবিজ্ঞ চিকিৎসক

কবিরাজ অমৃতানন্দ গুপ্ত কাব্যবিনোদ

শান্তি ঔষধালয়ের পরিচালক ও অধ্যক্ষ।

শান্তি ঔষধালয়ের ঔষধ কেমন সস্তা, দেখুন :—

মকরধ্বজ এক তোলা পাঁচ টাকা, চ্যবনপ্রাশ এক সের তিন টাকা, নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস (কফের মহৌষধ) এক সপ্তাহ বারো আনা, অনন্তমূলাসব সালসা (রক্তদুষ্টির মহৌষধ) প্রতি আট আউন্স শিশি বারো আনা। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়।

ম্যানেজার, শান্তি ঔষধালয়, ঢাকা।

Tattwabodhini Patrika. **Regd. No. C 462.**

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে পরিচালিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮২৭ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩১৯। সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১২। ১লা আষাঢ়, শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাশুল ।০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

Tattwabodhini Patrika. **Reg. No. C. 462.**

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে পরিচালিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮২৯ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩১৯। সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১২। ১লা ভাদ্র, শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাশুল ।/০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

Tattwabodhini Patrika. Reg. No. C. 462.

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে পরিচালিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮৩১ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩১৯। সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১২। ২৬শে আশ্বিন, শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাশুল ৷৹ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ৷৵৹ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

Tattwabodhini Patrika. **Reg. No. C. 462.**

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে পরিচালিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮৩৩ সংখ্যা। ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩১৯। সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১২। ১লা পৌষ, সোমবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

Tattwabodhini Patrika. **Reg. No. C. 462.**

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে পরিচালিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

মাঘ, ব্রাহ্মসংবৎ ৮৩

৮৩৪ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩১৯। সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১২। ১লা মাঘ, মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

মাঘোৎসব উপলক্ষে সুলভ মূল্যে পুস্তক বিক্রয়।

আগামী ১১ই মাঘ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১লা হইতে ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত আদিব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ১৫ই মাঘের পূর্ব্বে মণিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল আদি-ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট যোড়াসাঁকো কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১৫ই মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠান হইবে না।

১৭৬৯ শক অবধি ১৮৭২ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খণ্ড ১৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০	॥
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০	॥৵০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথম খণ্ড	॥০	।০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০	।০
ঔপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	।০	৵০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	।০	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ	৸০	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲	৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০	৵০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০	৴০
পরলোক ও মুক্তি	৵০	৴০
দশোপদেশ	॥০	।০
মাঘোৎসব	॥০	।০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (২য় সংস্করণ কাপড়ে বাঁধা)	২।০	ৎ৲
কাগজে বাঁধা	১৸০	১॥০
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	॥৵০	॥০
ধর্ম্মশিক্ষা	৴০	৴০
ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০	৴১০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১১দশ ভাগ পর্যন্ত, ভাল বাঁধা)	১।৵০	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵০	৴০
জ্যোতিঃ	॥৵০	॥৵০

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য।
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	১৲	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (প্রথম ভাগ)	২॥০	২৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।০	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১।০	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০	৵০
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত	৵০	৵০
মহাভারত	২৲	২৲
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ	।০	।০
	R.A.P.	R.A.P
Autobiography of Maharshi D. N. Tagore	2 8	2 ,, ,,
Ditto Paper Cover	2 ,, ,,	1 8 ,,
Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore	,, 1 ,,	,, 1 ,,
	R.A.P.	R.A.P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	,, 4 ,,	,, 2 ,,
Adi B. Samaj as a Church	,, 3 ,,	,, 2 ,,
A Reply to the Query "What is Brahmoism,	,, 4 ,,	,, 2 ,,
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০	।০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০	।৵০
হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০	।০
সঙ্গীতমঞ্জরী	৫৲	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲	॥০
ঐ (বাঁধা)	১॥০	৸০
উপাখ্যা	।০	৵০
ধর্ম্মমালা	৵০	৵০
হারামণির অন্বেষণ	।০	।০
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲	২৲
হরিলীলা	১।০	॥৵০
পত্রাবলী	১৲	১৲
আমার খাতা	৸০	॥০

Tattwabodhini Patrika. **Reg. No. C. 462.**

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে পরিচালিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

চৈত্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩।

৮৩৬ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩১৯। সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১২। ১লা চৈত্র, শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ৷৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বাহির হইয়াছে।

সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের

"জীবনস্মৃতি"

ও

"ছিন্নপত্র"

বাংলাভাষার এই অমূল্য গ্রন্থ ঘরে ঘরে রক্ষিত হইবে। এমন ছাপা এবং এমন বাঁধাই পুস্তক বাংলাভাষায় আর নাই।

পুস্তকের জন্য ৫৫, আপার চিৎপুর রোডে প্রকাশকের নিকট পত্র লিখুন।

মূল্য—জীবনস্মৃতি—৫৲ ; ছিন্নপত্র - ৩৲ টাকা। একত্র এই দুইখানি গ্রন্থের জন্য অর্ডার দিলে মোট ৬৷৷০ টাকায় পাইবেন।

রেখাক্ষর বর্ণমালা।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

বাংলাভাষায় দ্রুত লিখন-প্রণালীর একমাত্র পুস্তক।

যাঁহারা ইংরাজী শর্টহাণ্ড্ লেখার চর্চ্চা করেন তাঁহারা এই পুস্তক হইতে বাংলা শর্টহাণ্ড্ লেখা শিখিতে পারিবেন। অন্যেরাও এই পুস্তক হইতে শিক্ষা করিতে পারিবেন। সমগ্র গ্রন্থখানিই লেখকের স্বহস্তের লেখার অনুলিপি—প্রত্যেক পৃষ্ঠা ব্লক প্রস্তুত করিয়া ছাপা হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—২২নং কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস এবং ৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, আদি-ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা।

ধর্ম্মের অধিকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মূল্য ৶০ আনা। ডাকমাশুল ৲১০।

ধর্ম্মশিক্ষা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ।

মূল্য ✓০ আনা ; ২০ খানি ১৲ টাকা।

২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ প্রবাসী কার্য্যালয়ে ও আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

সতীশচন্দ্রের রচনাবলী।

পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় একজন প্রতিভাবান্ কবি ছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলীর "বিচিত্র প্রবন্ধে" 'বন্ধুস্মৃতি' নামক অধ্যায়ে ইঁহার সবিশেষ পরিচয় আছে। তাঁহার সকল রচনা একত্র করিয়া প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহাতে কবিতা, গল্প, সমালোচনা, বৈদিশিক সাহিত্যের পরিচয় এবং একটি ক্ষুদ্র ডায়ারী আছে। অপূর্ব্ব রচনা—কল্পনার সম্পদ ও ভাষার সম্পদে অতুলনীয়। পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। ২৭৩ পৃষ্ঠার বই—মূল্য ১৷০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—খৃষ্টিক্ লাইব্রেরী ৭১ নং কর্ণওয়ালিস্ষ্ট্রীট্,—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্—২২ কর্ণওয়ালিস্ষ্ট্রীট্ ও আদিব্রাহ্মসমাজ—কলিকাতা।

শান্তি ঔষধালয়।

সুলভ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের বৃহৎ কারখানা।

বিশুদ্ধ খাঁটী কবিরাজি ঔষধ আশ্চর্য্য সস্তা, চ্যবনপ্রাশ ৴১ সের ৩৲, স্বর্ণসিন্দূর ১ ভরি ৫৲ টাকা, কামেশ্বর মোদক ৴১ সের ৪৲, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত ৴১ সের ১২৲ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের নিকট পত্র লিখিলেই ক্যাটালগ, ব্যবস্থা বা ঔষধ যাহার যাহা আবশ্যক অতি সত্বর পাইবেন।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ—"অনন্তমূলাসব সালসা"—মূল্য ৮ আউন্স শিশি ৷৷০ বার আনা।

অর্ডারদাতাগণ আমার নিজ নামে অর্ডার দিবেন এবং আমার নামটি পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতানন্দ গুপ্ত, কাব্যবিনোদ,
পটুয়াটুলী, ঢাক।